Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 22-04-2026 06:20 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৮ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। বুধবার । ২২ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬৪ সংখ্যা।। ১৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

অনুপ্রবেশকারী মুক্ত হবে দেশ

ডেডলাইন বেঁধে দিলেন শাহ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ৫ তারিখের পর শুধু বাংলা নয়, গোটা দেশ থেকেই বেছে বেছে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াবে বিজেপি। বাংলার মাটি থেকে গুন্ডারাজ ও সিন্ডিকেট রাজ সমূলে বিনাশ করা হবে। মঙ্গলবার জঙ্গলমহলের শালবনি ও পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরের জনসভা থেকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দেগে এইভাবেই হুশিয়ারি দিলেন অমিত শাহ। এদিন শাহ বলেন 'মমতা দিদি ভোটব্যাঙ্কের লোভে অনুপ্রবেশকারীদের রাখছে। ওরা যুবকদের চাকরি কাড়ছে। ৫ তারিখের পর শুধু বাংলা নয় দেশ থেকে এক এক করে অনুপ্রবেশকারীকে তাড়িয়ে ছাড়ব।' এদিন সকাল থেকে ঝটিকা প্রচারে বাংলায় একাধিক সভা করেন শাহ। কার্শিয়াং দিয়ে শুরু করে কুলটি, শালবনি হয়ে চণ্ডীপুরে এসে প্রচার শেষ করেন তিনি। প্রতিটি সভা থেকেই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা এবং দুর্নীতির ইস্যুতে সুর চড়িয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে শাহ স্পষ্ট বলেন, 'বাংলাকে অনুপ্রবেশমুক্ত করতে হবে কি হবে না? দিদি পারবেন? ভাইপো পারবেন? অনুপ্রবেশকারীদের যাঁরা ঢুকিয়েছেন তাঁরা পারবেন না। বাংলার সীমানা ওরা খুলে রেখে ছে। আমাদের জেতান, ৪৫ দিনের মধ্যে আমরা সীমানা বন্ধ করে দেব।' অনুপ্রবেশকারীদের সতর্ক করে দিয়ে তাঁর হুঙ্কার, '৪ মে গণনা। ৫ মে বিজেপি সরকার গড়বে। অনুপ্রবেশকারীদের বলছি, বাংলাদেশ যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করে দিন।'শালবনির জনসভা থেকে সরাসরি তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের টার্গেট করেন শাহ। ২৩ তারিখের ভোট নিয়ে তাঁর কড়া বার্তা, 'মমতা দিদির গুন্ডা প্রতিবার ভোটারদের বিরক্ত করে। আমি আজ ওদের সতর্ক করছি, ২৩ তারিখে বাড়ির বাইরে যেন না বার হয়। মমতা দিদির সব গুন্ডারা কান খুলে শুনে রাখো, ২৩ তারিখে যদি কোনও ভোটারকে বিরক্ত করো, তা হলে ৫ তারিখে উল্টো ঝুলিয়ে দেব।' একইসঙ্গে সিন্ডিকেট রাজ নিয়ে শালবনিবাসীকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, 'শালবনিবাসী সিন্ডিকেটরাজে বিরক্ত। সিমেন্ট, বালি, ইট নিতে গেলে সিন্ডিকেট ট্যাক্স দিতে হয়। বিজেপিকে ক্ষমতায় আনুন, ৪ তারিখের পর এই গুন্ডাদের খুঁজে খুঁজে বার করে জেলে ভরব।' এলাকায় বালি মাফিয়াদের দাপট রুখতে শাহের প্রতিশ্রুতি, 'বিজেপির সরকার এলে একটা কাঁকরও তুলতে দেব না নদী থেকে।'আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে মমতাকে আক্রমণ করে শাহ দাবি করেন, আমফানের সময় মোদীজি ৩০০০ কোটি টাকা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সব টাকা তৃণমূলের গুন্ডারা খেয়ে নিয়েছে। তাঁর দাবি, 'যে সব গুন্ডারা গরিবদের টাকা খেয়েছে, তাদের কাছ থেকে সব হিসাব বুঝে নেব। মোদীজি গরিবদের জন্য পাকা বাড়ি, রেশন দিচ্ছেন, কিন্তু এই গুন্ডারা সেই টাকা খেয়ে নিচ্ছে।' সন্দেশখালি থেকে শুরু করে আরজি কর বা দুর্গাপুর মেডিক্যাল কলেজের সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করে শাহ বলেন, 'মমতা দিদির আমলে মা-বোনেরা সুরক্ষিত নন। বাংলায় মমতার অনুপ্রবেশকারী গুন্ডারা সন্দেশখালিতে বছরে পর বছর মহিলাদের উপর অত্যাচার করেছে। মমতাদি বলেন বোনেরা রাতে সাতটার পর বাইরে বেরোবে না। দিদি লজ্জা করো। মা-বোনেরা আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, বিজেপিকে যদি ক্ষমতায় আনেন, মাঝরাতেও আপনাদের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকানোর সাহস পাবে না।' চাষিদের দুরবস্থা নিয়েও সরব হন শাহ। তাঁর অভিযোগ, এ রাজ্যে উৎপাদিত আলু ভিনরাজ্যে পাঠাতে বাধা দিচ্ছে সরকার। শাহের দাবি, 'মমতা দিদি পশ্চিমবঙ্গে চাষ হওয়া আলু ঝাড়খণ্ড, ওড়িশায় যেতে দেন না। আলুচাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত। আলুচাষিদের বলছি পাঁচ তারিখের পর আপনাদের চাষের আলু ঝাড়খণ্ড, ওড়িশায় যাবে। পুরো দাম মিলবে। আলুচাষিদের জন্য প্রতিটি মন্ডলে কোল্ড স্টোরেজ বানানোর কাজ করব।'কার্শিয়াঙের সভা থেকে গোর্খাদের দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর দাবি, 'কংগ্রেস, তৃণমূল এরা সকলে দার্জিলিঙের সঙ্গে, আমার দেশভক্ত গোর্খা ভাইয়ের সঙ্গে অন্যায় করেছে। আমি আপনাদের কথা দিয়ে যাচ্ছি, বিজেপির সরকার গঠিত হলেই ৬ মে-র মধ্যে এত দিন ধরে ঝুলে থাকা গোর্খা সমস্যার সমাধান করে যাব। গোর্খাদের মতো করেই সমাধান করব।' উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা নিয়ে পরিসংখ্যান তুলে ধরে শাহ বলেন, 'উত্তরবঙ্গের জন্য মমতা সরকারের বাজেট ২, ০০০ কোটি। আর মুসলিম সম্প্রদায় এবং মাদ্রাসার জন্য মমতা সরকারের বাজেট ৫,৮০০ কোটি টাকা। ভাই-বোনেরা এই অন্যায় আর বেশিদিন চলবে না।' ভোটার তালিকা থেকে গোর্খাদের নাম বাদ যাওয়া নিয়েও মমতা সরকারকে বিঁধে তাঁর আশ্বাস, ভোট শেষ হওয়ার পর বেছে বেছে প্রত্যেক গোর্খাকে আবার ভোটার তালিকায় জুড়বে বিজেপি।চণ্ডীপুরের সভা থেকে তৃণমূলের উত্তরাধিকার রাজনীতিকে নিশানা করে শাহের কটাক্ষ, 'বাংলায় বেকারত্ব দূর করা, উন্নয়ন; কিছুই করবেন না মমতা। তিনি একটা কাজের জন্যই রয়েছেন। তা হল ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী বানাতে চান। আপনারা কি চান, ভাইপো মুখ্যমন্ত্রী হোক? চিন্তা করবেন না। ভাইপোও টিকিট কেটে তৈরি রয়েছে। ৪ তারিখের পর পালিয়ে যাবে।' শাহের দাবি, বিজেপিই ভারত থেকে সন্ত্রাসবাদ এবং মাওবাদীমুক্ত করেছে। ৪ মে গণনা এবং ৫ মে বাংলায় বিজেপি সরকার গড়ার ব্যাপারে এদিন চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে শাহকে। জিন্দাল স্টিল কারখানা নিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি, 'জিন্দাল স্টিলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এটা দ্রুত শেষ করা হবে।' সবমিলিয়ে, এই দিনের সভা গুলি থেকে অমিত শাহ তৃণমূলকে উৎখাতের ডাক দিয়ে ৪ মে-র গণনার পর রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের ব্যাপারে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ছবি সংগৃহিত ।

মমতার বিরুদ্ধে মোদী-শাহ-এজেন্সি তাও হার নিশ্চিত বিজেপির ঃ অভিষেক

নয়া জামানা ডেস্ক একলা লড়ছেন বাংলার মেয়ে, আর উল্টো দিকে কোমর বেঁধে নেমেছে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে ইডি-সিবিআই। বাঁকুড়া ও বর্ধমানের জনসভা থেকে এভাবেই যুদ্ধের সুর বেঁধে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, দিল্লির যাবতীয় শক্তি এককাট্টা হলেও বাংলার মানুষকে তৃণমূলের থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। মোদী-শাহদের সাজানো ব্যূহ ভেঙে ফের ঘাসফুলই ফুটবে বলে আত্মবিশ্বাসী সুর শোনা গেল 'সেনাপতি'র গলায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম কেন্দ্রীয় এজেন্সি; এই লড়াইকে কার্যত অসম যুদ্ধ হিসেবেই বর্ণনা করেছেন অভিষেক। বড়জোড়ার সভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'এক দিকে আছেন এক জন বাঙালি মহিলা, আর অন্য দিকে আছেন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, ১৬টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, ইডি, সিবিআই, হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, আধাসামরিক বাহিনী, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং নির্বাচন কমিশন।' অভিষেকের দাবি, এত কিছুর পরেও তৃণমূলকে কেন হারানো যাবে না, তার কারণ জনমত সমীক্ষাই বলে দিচ্ছে। মানুষের সমর্থন আছে বলেই তৃণমূলের প্রত্যাবর্তন কেউ আটকাতে পারবে না। কেন্দ্রের মোদী সরকারকে বিঁধে অভিষেক মনে করিয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার কথা। একদিকে যখন বিজেপি আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি দিয়ে সাধারণকে পিষ্ট করছে, ঠিক তখনই মমতা সরকার 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বা 'যুব সাথী'র মতো প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। কেন্দ্রের বঞ্চনা আর রাজ্যের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে অভিষেক চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন, 'এখানে মোদী সরকারের অবদান শূন্য।' ঝাড়গ্রামে প্রধানমন্ত্রীর ঝালমুড়ি খাওয়া নিয়েও তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন অভিষেক। তিনি মনে করিয়ে দেন, ২০১১ সালের আগে জঙ্গলমহলে যে রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতি ছিল, তাতে আকাশপথে চক্কর খেলেও মোদীকে নামার সাহস সঞ্চয় করতে হত। আজ যে প্রধানমন্ত্রী নির্ভয়ে ঝালমুড়ি খেতে পারছেন, তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনের সুফল বলেই দাবি তাঁর। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সভাকে 'নো ফ্লাই জ়োন' করে আটকে দেওয়ার ঘটনাকেও চরম সংকীর্ণতা বলে দেগে দিয়েছেন তিনি। কুড়মিদের দাবি নিয়ে কেন্দ্রের টালবাহানা হোক বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চাপানোর চেষ্টা; প্রতিটি ইস্যুতেই সুর চড়িয়েছেন অভিষেক। সব শেষে তাঁর হুঁশিয়ারি, বিজেপি বাঙালির মনীষীদের অপমান করছে, মাছ খাওয়া নিয়ে বিদ্রুপ করছে। আর এর যোগ্য জবাব মানুষ গণতান্ত্রিক পথেই দেবে। ফাইল ফটো।

'শিল্প-কৃষি আমার ভাই-বোন'

হলদিয়াকে এক নম্বর শিল্পকেন্দ্র করার প্রতিশ্রুতি মমতা ব্যানার্জির

নয়া জামানা ডেস্ক পুলিশ-প্রশাসনের একাংশের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হলদিয়ার জনসভা থেকে অভিযোগ করে তিনি বলেন, 'পুলিশকে কোনওদিন দেখিনি বিজেপির হয়ে কাজ করতে, সকলে এক হয়ে কাজ করছে'। নেত্রীর অভিযোগ, বেছে বেছে অফিসারদের বদলে নিজেদের পছন্দের লোক বসিয়েছে বিজেপি। সেই প্রেক্ষিতেই পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'অন্য বার ছেড়ে দিলেও, এ বার ছাড়ব না'। আইন আইনের পথে চলবে জানিয়ে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, তৃণমূল সবার নাম-ঠিকানা ও ছবি নথিভুক্ত করে রাখছে। নিরপেক্ষ থাকার আর্জি জানিয়ে তিনি স্পষ্ট বলেন, 'মুখ ধামা ঘষে দিতে পারতাম', কিন্তু সৌজন্যের খাতিরে দেননি। পূর্ব মেদিনীপুরের মাটি থেকে অধিকারী পরিবারকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন মমতা। পরিবারতন্ত্র ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'এই পরিবারকে আমি অনেক দিয়েছি'। দীর্ঘদিনের পরিচিতি থাকলেও এখন তাঁরা বিজেপির ছত্রছায়ায় 'দুধে ভাতে' আছে বলে কটাক্ষ করেন নেত্রী। তাঁর দাবি, হাজার হাজার কোটি টাকা নানা জায়গায় বিনিয়োগ করে রাখা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই তিনি বড় ঘোষণা করে জানান, 'আগামী দিনে মেদিনীপুরের দায়িত্ব অভিষেককেই' দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। মেদিনীপুরের সংগঠনের রাশ যে এখন থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই থাকছে, তা এদিন স্পষ্ট করে দেন তৃণমূল নেত্রী। হলদিয়ার শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানকে হাতিয়ার করে মমতা মনে করিয়ে দেন, এই অঞ্চলে ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করেছে তাঁর সরকার। 'শিল্প ও কৃষি আমার দুই ভাই-বোন'; এই মন্ত্রেই হলদিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক থেকে শুরু করে ইন্ডিয়ান অয়েল ও ইমামি গ্রুপের বিনিয়োগের খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। তবে উন্নয়নের খতিয়ানের পাশাপাশি গত বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামের ফলাফল নিয়ে ফের সরব হন তিনি। গেরুয়া শিবিরকে বিঁধে তাঁর অভিযোগ, 'রাতের বেলায় জেতার পরেও লোডশেডিং করে ইভিএম মেশিন লুট করেছে'। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে এবার 'চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা' হয়ে সজাগ থাকার বার্তা দিয়েছেন কর্মীদের। বিজেপির কেন্দ্রীয় এজেন্সি রাজনীতির বিরুদ্ধে তোপ দেগে মমতা প্রশ্ন করেন, কেন নির্বাচনের মুখে এনআইএ নন্দীগ্রামে নোটিশ পাঠাচ্ছে? তাঁর দাবি, বিজেপি সরকার আদতে 'গদ্দার ও স্বৈরাচারী'। পরিযায়ী শ্রমিকদের ট্রেনের টিকিট দেওয়ার বদলে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার শপথ করানো হচ্ছে বলেও গুরুতর অভিযোগ তোলেন তিনি। জনগণের উদ্দেশে মমতার বার্তা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আজীবন পাওয়া যাবে, কিন্তু বিজেপি ভোট ফুরোলেই পালাবে। ঝালমুড়ি আর ১০ টাকার নোট নিয়ে পকেটে করে বিজেপি নাটক করতে এসেছে বলেও বিদ্রুপ করেন তিনি। বাংলার মানুষের 'চোখের ভাষা' বুঝে নিয়েছেন দাবি করে তৃণমূল নেত্রীর ঘোষণা, রাজ্যে ফের তৃণমূল সরকারই ক্ষমতায় আসছে। লালগড়ের সভা বাতিল হওয়া প্রসঙ্গে তিনি জানান, জিতেই তিনি প্রথম লালগড়ে যাবেন। হলদিয়াকে শিল্পের এক নম্বর কেন্দ্র করার অঙ্গীকার নিয়ে সভা শেষ করেন মমতা।

নির্দেশ ছাড়াই মদের দোকান বন্ধ, জবাব তলব কমিশনের

নয়া জামানা ডেস্কঃ নির্বাচন কমিশনের কোনও নির্দেশ ছাড়াই সোমবার থেকে কলকাতা-সহ রাজ্য জুড়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সমস্ত মদের দোকান ও পানশালা। আবগারি দফতরের এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে শোরগোল পড়ে গিয়েছে প্রশাসনিক মহলে। খোদ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়াল এই ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। মঙ্গলবার তিনি সাফ জানান, কমিশনের পক্ষ থেকে এমন কোনও নির্দেশ জারি করা হয়নি। পুরো বিষয়টি নিয়ে আবগারি কমিশনারের কাছে কৈফিয়ত তলব করবেন বলে জানিয়েছেন সিইও। মঙ্গলবার মনোজ বলেন, 'শুনে আমি অবাক হয়েছি। কেন কলকাতায় মদ বন্ধ করা হয়েছে জানতে চাইব আবগারি কমিশনারের কাছে।' সাধারণত নির্বাচনী বিধি মেনে সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্র এলাকায় ৪৮ ঘণ্টা আগে সুরা বিপণি বন্ধ থাকে। আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট। সেই হিসেবে সংশ্লিষ্ট ১৫২টি কেন্দ্রে নির্দিষ্ট সময়ের আগে দোকান বন্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু আবগারি দফতরের নির্দেশিকায় দেখা যাচ্ছে, ২০ এপ্রিল থেকেই কলকাতা ও দুই চব্বিশ পরগনার মতো জেলাগুলোতেও তালা ঝুলেছে দোকান ও পানশালায়। অথচ এই জেলাগুলোতে ভোট রয়েছে দ্বিতীয় দফায় অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল ।নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২০ থেকে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত চার দিন এবং ফের ২৫ এপ্রিল সন্ধ্যা থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত মদের দোকান বন্ধ থাকবে। এমনকি গণনার দিন ৪ মে-ও দোকান বন্ধের কথা বলা হয়েছে।

কেন ভোটের এক সপ্তাহ আগে থেকেই খাস কলকাতায় সুরা কেনাবেচায় রাশ টানা হল, তা নিয়ে কোনও সদুত্তর নেই আবগারি দফতরের কাছে। সরকারি স্তরে গত ১৯৯৮ সালের এক দস্তুর টেনে সময়সীমা দ্বিগুণ করার দাবি করা হলেও সিইও-র মন্তব্যে অস্বস্তিতে প্রশাসন।

কমিশনের নির্দেশ ছাড়াই কেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই পদক্ষেপ, তা নিয়েই এখন তুঙ্গে বিতর্ক। বিপাকে পড়েছেন শহরের সুরাপ্রেমীরা।

মোদির বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস কংগ্রেসের

নয়া জামানা ডেস্ক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে এবার লোকসভায় সরাসরি স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস দিল কংগ্রেস। বাংলা ও তামিলনাড়ু-সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে এই পদক্ষেপ জাতীয় রাজনীতিতে বড়সড় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সিনিয়র কংগ্রেস নেতা কে সি ভেনুগোপাল প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। তাঁর দাবি, গত ১৮ এপ্রিল জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে রাজনৈতিক প্রচার চালিয়ে মোদি প্রধানমন্ত্রীর পদের গরিমা ক্ষুণ্ণ করেছেন। এই অভিযোগ ঘিরে এখন সরগরম সংসদ থেকে রাজপথ। কংগ্রেসের মূল অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে ১৮ এপ্রিলের সেই আধ ঘণ্টার ভাষণ। নির্বাচনী আচরণবিধি বলবৎ থাকাকালীন সরকারি মঞ্চ ব্যবহার করে বিরোধীদের আক্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী, এমনটাই দাবি হাত শিবিরের। ওই ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ৫৯ বার কংগ্রেসের নাম নিয়েছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। অভিযোগ উঠেছে, সরকারি সম্প্রচার মাধ্যম দূরদর্শন এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও-র অপব্যবহার করে শাসকদলকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন মোদি। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই ৭০০-র বেশি বিশিষ্ট নাগরিক নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁদের মতে, মোদি নির্বাচনী বিধি ভেঙে গণতন্ত্রের স্বচ্ছতা নষ্ট করেছেন। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে লেখেন, 'প্রধানমন্ত্রীর তথাকতিত জাতির উদ্দেশে ভাষণ নিয়ে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস দিয়েছেন আমার সিনিয়র সহকর্মী কে সি বেণুগোপাল। সাধারণ জাতির উদ্দেশে ভাষণ জাতীয় সংহতি এবং দেশবাসীর উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সেই মঞ্চকে নির্লজ্জভাবে রাজনীতির কাজে ব্যবহার করেছেন প্রধানমন্ত্রী। যেভাবে ওই ভাষণে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ৫৯ বার তোপ দেগেছেন তিনি, সেটা তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বে আরও একটা স্থায়ী দাগ কাটবে।' ভাষণে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে বিরোধীদের বিঁধেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী আটকে দিয়ে 'ভ্রূণহত্যার সমান পাপ করেছে কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধীরা'। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরেই মূলত সংঘাতের সূত্রপাত।

ভয়মুক্ত ভোটে রাজ্যপালের 'কবচ' নালিশের জন্য ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে অশান্তি রুখতে ময়দানে নামলেন রাজ্যপাল আরএন রবি। অবাধ ও ভয়মুক্ত ভোট নিশ্চিত করতে লোকভবনে চালু হলো দিনরাতের হেল্পলাইন পরিষেবা।

ভোট-পূর্ববর্তী এবং ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ জানাতে এখন থেকে সরাসরি রাজভবনের দ্বারস্থ হতে পারবেন সাধারণ মানুষ। রাজ্যপালের নির্দেশে প্রকাশিত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে এবং ভোটদানে উৎসাহ জোগাতেই এই তৎপরতা।

এর আগে তৎকালীন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও পঞ্চায়েত এবং লোকসভা নির্বাচনে পিস রুম বা 'শান্তিকক্ষ' খুলেছিলেন। সেই পথেই হাঁটলেন বর্তমান রাজ্যপাল। রাজভবন সূত্রে খবর, বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি ও আমজনতার কাছ থেকে পাওয়া উদ্বেগের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত। অতীতের নির্বাচনে মারধর, ভয় দেখানো কিংবা বুথে যেতে বাধা দেওয়ার ভূরি ভূরি অভিযোগ উঠেছিল। অনেক ক্ষেত্রে ভোটাররা প্রতিবাদ করতে গিয়ে শারীরিক হেনস্থার শিকার হয়েছেন। যদিও নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন কড়া নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছে, তবুও নাগরিকদের ক্ষোভ ও অভিযোগ দ্রুত নথিভুক্ত করার জন্য একটি স্বতন্ত্র মঞ্চের অভাব ছিল। সেই শূন্যস্থান পূরণ করতেই এবার চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সক্রিয় থাকছে লোকভবনের কল সেন্টার। নতুন এই পরিষেবায় যে কোনও ভোটার গোপনীয়তা বজায় রেখে নিজের সমস্যার কথা জানাতে পারবেন। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত পদক্ষেপ করবে রাজভবন। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, 'অবাধ ভয়মুক্ত বিধানসভা ভোট নিশ্চিত করতে' রাজ্যপাল প্রয়োজনে কড়া অবস্থান নেবেন। লোকভবনের দাবি, এই হেল্পলাইন সাধারণ মানুষের মনে আস্থা ফেরাবে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ রাখবে। গণতন্ত্রের উৎসবে যাতে সবাই নির্ভয়ে শামিল হতে পারেন, সেই বার্তাই দিয়েছেন রাজ্যপাল।

নাগরিকদের জন্য একগুচ্ছ ফোন নম্বর ও ইমেল আইডি প্রকাশ করা হয়েছে। ০৩৩-২২০০ ১০২২ থেকে শুরু করে ১০৩৬ পর্যন্ত মোট ন'টি নম্বরে ফোন করা যাবে। এ ছাড়াও ইমেল পাঠানো যাবে lokbhavanbengalhelpline@gmail.com ঠিকানায়। রাজভবনের স্পষ্ট বার্তা, উৎসবের মেজাজে ভোট দিন, সুরক্ষার দায়িত্বে রয়েছে লোকভবন। হেল্পলাইন নম্বরগুলি একনজরে; ০৩৩-২২০০ ১০২২, ০৩৩-২২০০ ১০২৩, ০৩৩-২২০০ ১০২৫, ০৩৩-২২০০ ১০২৬, ০৩৩-২২০০ ১০২৭, ০৩৩-২২০০ ১০২৮, ০৩৩-২২০০ ১০২৯, ০৩৩-২২০০ ১০৩২, ০৩৩-২২০০ ১০৩৬। ছবি সংগৃহিত।

বদল নন্দীগ্রামের পুলিশ পর্যবেক্ষক

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের ঠিক ৪৮ ঘণ্টা আগে মেগা হাইভোল্টেজ কেন্দ্র নন্দীগ্রামে বড় পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। বর্তমান পুলিশ পর্যবেক্ষক হিতেশ চৌধরিকে সরিয়ে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অখিলেশ সিংহকে। আগামী ২৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার এই কেন্দ্রে হাইভোল্টেজ নির্বাচন। তার ঠিক দু'দিন আগেই এমন তাৎপর্যপূর্ণ রদবদল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কমিশনের নির্দেশে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, অবিলম্বে অখিলেশকে কাজ শুরু করতে হবে। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামের দিকে নজর গোটা রাজ্যের। বর্তমান বিধায়ক তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই কেন্দ্রে বিজেপির বাজি। তাঁর লড়াই তৃণমূলের পবিত্র করের সঙ্গে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জিতেও পরে কলকাতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন পবিত্র। সেই দিনই তাঁকে এই কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা করে ঘাসফুল শিবির। গতবার এই নন্দীগ্রামেই শুভেন্দুর কাছে ১,৯৫৬ ভোটে হারতে হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবার অবশ্য দুই হেভিওয়েটের দ্বৈরথ দেখা যাবে ভবানীপুরে, সেখানেও মুখোমুখি মমতা ও শুভেন্দু। ভোটের মুখে কেন এই আকস্মিক রদবদল, তা নিয়ে কমিশন মুখ খোলেনি। তবে সূত্রের খবর, স্পর্শকাতর এই কেন্দ্রে শান্তি রক্ষা এবং নজরদারি আরও নিশ্ছিদ্র করতেই অখিলেশ সিংহকে পাঠানো হচ্ছে। পর্যবেক্ষক বদল নিয়ে কমিশন জানিয়েছে, 'অবিলম্বে বদলির নির্দেশ কার্যকর করতে হবে'। হিতেশ চৌধরির অপসারণের কারণ স্পষ্ট না হলেও মনে করা হচ্ছে, শেষ মুহূর্তের রণকৌশল হিসেবেই এমন সিদ্ধান্ত। মঙ্গলবার থেকেই এই নির্দেশ কার্যকর করে নতুন পর্যবেক্ষক ময়দানে নামছেন। চব্বিশের লড়াইয়ের আগে নন্দীগ্রামের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির রাশ শক্ত হাতে ধরতেই এই 'সারপ্রাইজ' সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

ভোটের ঠিক ৪৮ ঘণ্টা আগে মেগা হাইভোল্টেজ কেন্দ্র নন্দীগ্রামে বড় পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। বর্তমান পুলিশ পর্যবেক্ষক হিতেশ চৌধরিকে সরিয়ে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অখিলেশ সিংহকে।

সম্পাদকীয়

পরিবেশ ভোটের বিষয় হবে কি

চূর্ণি নদী থেকে পদ্মা ও যমুনা, দু'টি খাল জন্ম নিয়ে এক সঙ্গে মিশে, গিয়ে পড়েছে ইছামতী নদীতে। খাল দু'টিকে স্থানীয় মানুষ নদীই বলেন। প্রাচীন কালে এই দুই নদী বেয়ে ব্যবসার নৌকা যেত, বজরা যেত। উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া ব্লকের চাতরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রায় একটা গামলার মতো। বর্ষার যত জল জমে; তা এই দুই খাল বেয়ে বেরিয়ে যায়। এই দুইয়ের মাঝখানে প্রায় ৩০,০০০ লোকের চাষবাস। গত সাত-আট বছর বর্ষার পরে জল আর নামছে না। অগস্টে জল ওঠে, নামতে নামতে অক্টোবর। ফলে আমন ধানের চাষ বন্ধ। পদ্মা প্রায় বুজে এসেছে। কারণ তাতে বাঁধ দিয়ে মানুষ ব্যক্তিগত পুকুর বানিয়েছেন, চাতরা বাজারের সব আবর্জনা ফেলা হচ্ছে নদীতে, পিলার তুলে বেআইনি দোকান-বাড়িঘর বসেছে পদ্মার উপর। কচুরিপানায় বিপর্যস্ত নদীর গতি এবং তার জলধারণ ও নিকাশি ক্ষমতা। যেটুকু উঁচু জমি আছে, তাতে আনাজ ও রবি মরসুমের কিছু চাষই ভরসা কেবল। সম্প্রতি নদী সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু এই নদী বেদখল ও শ্লথ হয়ে যাওয়ার সমস্যার কোনও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হবে বলে স্থানীয় কৃষকরা আশা করছেন না।একটি ব্যক্তিগত গল্প। অতি গ্রীষ্মেও কখনও আমার শান্তিনিকেতনের বাড়ির কুয়োর জল শুকিয়ে যায়নি। টানাটানি হলেও রাতে মাটির তলার জল চুইয়ে আবার তা ভরে যেত সকাল হতেই। গত দু'বছর ধরে আর তা হচ্ছে না। এর কারণ আশঙ্কা করছি আশপাশে অসংখ্য গভীর নলকূপ।এই রকম নানা টুকরো ছবি আমাদের রাজ্যের নানা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। যেখানে মানুষের কোপে পড়ে নদী, জঙ্গল, পাহাড় বিপর্যস্ত। তারা বিপর্যস্ত বলে স্থানীয় মানুষরাও বিপর্যস্ত। আর বিপর্যস্ত তাদের আশ্রয়ে থাকা পশুপাখিও। পুরুলিয়ায় ঝাড়ুখামার গ্রামের কাছে প্রস্তাবিত স্পঞ্জ আয়রনের কারখানা, কাঁঠালজোলের ড্যাম আর সাঁতরাগাছির ঝিলে ক্রমে কমতে থাকা পরিযায়ী পাখি। জঙ্গলে হঠাৎ লাগা আগুন, যার মূল উদ্দেশ্য জঙ্গল দখল বলে মনে করছেন পরিবেশকর্মীরা। তালিকায় রয়েছে উত্তরবঙ্গে রেলপথে মরতে থাকা হাতি, বীরভূমের বহুলচর্চিত কয়লাখনি, পাথরখাদানের আশপাশের গ্রামের মানুষের ক্রমবর্ধমান সিলিকোসিস; এ সব খবরে উঠে আসে মাঝেমধ্যে। আদিগঙ্গার উপরে ব্যারাজ নির্মাণেও শহুরে বন্যা কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নতুন উৎপাত হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। গত বছর কলকাতা শহরের বাতাসের গুণমান সূচক (এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স) বেশ কিছু দিন ধরে ছিল তিনশোর উপরে। হাজার হাজার মরা মাছ ভেসে আসে জলপাইগুড়ির করলা নদীতে। আমাদের ঘরের পাশে পুকুরও কি চোখের সামনে 'নেই' হয়ে যায় না? এই সব খবর ভেসে ওঠে। তার পর কখন চাপা পড়ে যায়।তবে আসল প্রশ্ন, প্রকৃতিকে ঘিরে এই সব বিষয় আদৌ আমাদের পঞ্চবার্ষিকী ভোটরঙ্গে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠবে কি না। এ বিষয়ে এক মহীরুহসম ঔদাসীন্য আমাদের মধ্যে। এই উদাসীনতার সূত্র হয়তো লুকিয়ে আছে আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের আড়ালে। প্রতি দিনের জটিলতায় আমরা এমন ব্যস্ত যে, হয় বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভুলে যাই অথবা তাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে পারি না। মনে হয় এ সমস্যা অতি দূরের, ভৌগোলিক দূরত্ব মানসিক দূরত্বও বাড়িয়ে তোলে বইকি! না কি মনে হয় আমাদের আর কতটুকু ক্ষমতা, না কি এই সমস্যার বিপুল ব্যাপ্তিকে দেখতেই পাই না আমরা?আমরা সবাই বুঝি, অথবা না বোঝার ভান করি যে, জঙ্গল, জমি, নদী বুজিয়ে তৈরি করা এই মুনাফা আসলে মুষ্টিমেয় মানুষের মুনাফা। প্রাকৃতিক সম্পদ-নির্ভর মানুষের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে এই চটজলদি মুনাফার কোনও ভূমিকা নেই। এ-ও জানি যে, আমার হাওয়া, জল, স্বাস্থ্য বিষিয়ে যাওয়ার কারণও পরোক্ষে আমাদের প্রকৃতি ধ্বংস মেনে নেওয়া। আজ প্রাকৃতিক সম্পদকে যে ভাবে দেখা যাচ্ছে, তাতে আসলে দীর্ঘ সময়ের মানুষ-সহ গাছপালা পশুপাখি ইত্যাদি জীবন্ত উপাদানের ভূমিকা রয়েছে। আজ সেই ইতিহাস উপেক্ষা করে কেবল কিছু গোষ্ঠীর কাছে কেন তাকে তুলে দেওয়া হবে?খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের অধিকারের সঙ্গে বিশুদ্ধ হাওয়া, নদীর পরিষ্কার জল, নানা গাছপালা পশুপাখি পূর্ণ চমৎকার একটা জঙ্গল, আমার কুয়োতে মে মাসের চড়া গরমেও ফিরে আসা জল কি আমার সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না? গাছপালা, পশুপাখির অধিকারের কথা তো তুলছিই না। কিন্তু প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় মানুষের এই অধিকারগুলির স্বীকৃতি কি আমরা চাইতে পারি না?কোথায় আমাদের এই জল-জমি-জঙ্গলের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে ভোটপ্রার্থী সম্ভাব্য প্রতিনিধিদের প্রশ্ন করি। ভোট চাইতে এলে যেন অনুরোধ রাখি আমার পাড়ার পুকুরটি বাঁচিয়ে রাখতে, প্রাচীন বটবৃক্ষটি বাঁচিয়ে রাখতে। দলের মুখপাত্রদের কাছে আমার অঞ্চলে কী কী পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে তার সমাধানের আগাম আর্জি জানিয়ে রাখি। নজর রাখি, তা আসছে কি না নির্বাচনী ইস্তাহারে, প্রতিশ্রুতিতে এবং প্রচারে। তার পর প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন হল কি না সে দিকেও নজর রাখি। কারণ সরকারের পাঁচ বছর নয়, এই প্রাকৃতিক সম্পদের উপরে ভরসা করেই আমাদের কাটাতে হবে অনেক অনেক জীবন।

অন্ধকারের অলিন্দে ন্যায়বিচার

লিখেছেন শুভজিৎ বসাক

ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। হিমাচল প্রদেশের প্রধান বিচারপতি হওয়ার পর তাঁর সুপ্রিম কোর্টে আসার গতি ছিল বিস্ময়কর। সিনিয়রিটির লম্বা তালিকা থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁকে এত দ্রুত সর্বোচ্চ আদালতে টেনে আনা হলো? এই দ্রুত উত্তরণ প্রমাণ করে যে, একটি বিশেষ মহলের কাছে তাঁর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম এবং তারা তাঁকে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় বসাতে মরিয়া ছিল।অন্ধকার ঘরের ভেতরেও একটা সবচেয়ে অন্ধকার কোণ থাকে। আইনের আলো সেখানে পৌঁছাতে গিয়ে প্রায়ই থমকে যায়। বেঙ্গালুরুর আইনজীবী অরুণ আগরওয়াল ঠিক সেই কোণটাতেই আলো ফেলতে চেয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল সহজ;দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা যাচাই করা। হাতে ছিল অস্ত্র আরটিআই । কিন্তু লড়াই শুরু হতেই দেখা গেল, কাঁচের ঘরের ভেতরের দেয়ালগুলো আসলে নিরেট পাথরের। তথ্যের অধিকার যখন প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তার দুর্গে গিয়ে আছাড় খায়, তখন জন্ম নেয় এক অন্তহীন ধোঁয়াশা। এই বিশ্লেষণ সেই ধোঁয়াশার ভেতরেই অরুণ আগরওয়ালের একলা চলার গল্প।

১. আরটিআই এবং সুপ্রিম কোর্টের গোপনীয়তা অরুণ আগরওয়ালের লড়াই

অরুণ আগরওয়াল চেয়েছিলেন সামান্য এক টুকরো কাগজ;একটি কভারিং লেটার। কিন্তু সেই কাগজই হয়ে উঠল রাষ্ট্রের এক দুর্ভেদ্য গোপন সম্পদ। তাঁর এই লড়াই ভারতীয় বিচারব্যবস্থার স্বচ্ছতার জটিল জাল উন্মোচিত করে দেয়।

ধারা ৮(১)(ই)-এর মারণফাঁস

সুপ্রিম কোর্টের জনতথ্য আধিকারিক সবচেয়ে বড় ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন এই ধারাটিকে। আইনের ভাষায় এটি 'ফিদুশিয়ারি রিলেশনশিপ' বা বিশ্বাসের সম্পর্ক। আদালত দাবি করে, দুই বিচারপতির মধ্যে চলা চিঠিপত্র বা পরামর্শ দাতা-গ্রহীতার এক গোপন বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে। অরুণ আগরওয়ালের যুক্তি ছিল, সাংবিধানিক পদে নিয়োগ কোনো ব্যক্তিগত লেনদেন নয়, তাই এখানে 'বিশ্বাস' শব্দের আড়ালে তথ্য গোপন করা অনৈতিক।

ধারা ১১(১) এবং 'তৃতীয় পক্ষ'

এই ধারাটি সাধারণত ব্যবহৃত হয় যখন কোনো তথ্য তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। আদালত বিচারপতিদের 'তৃতীয় পক্ষ' হিসেবে চিহ্নিত করে তথ্য দিতে অস্বীকার করেছে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, একজন সরকারি পদাধিকারী যখন তাঁর দাপ্তরিক কাজ করেন, তখন তিনি কি আদৌ আইনের চোখে 'তৃতীয় পক্ষ' হতে পারেন? আগরওয়ালের মতে, এটি তথ্যের অধিকারকে পাশ কাটানোর একটি কৌশল মাত্র।

ধারা ৮(২)-এর উপেক্ষা

আরটিআই আইনের এই বিশেষ ধারাটি বলে;যদি জনস্বার্থ তথ্যের গোপনীয়তার চেয়ে বড় হয়, তবে সেই তথ্য দিতেই হবে। অরুণ আগরওয়াল বারবার এই জনস্বার্থের কথা বললেও আদালত তাকে গুরুত্ব দেয়নি। বিচারপতির নিয়োগের স্বচ্ছতা বজায় রাখা যে গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য, সেই দাবিটি এখানে ধামাচাপা পড়ে গেছে।

স্বচ্ছতার স্ববিরোধিতা

আদালত অন্যকে জবাবদিহিতার পাঠ পড়ায়। কিন্তু নিজের প্রশাসনিক নথির বেলায় কেন এই নিশ্ছিদ্র আড়াল? অরুণ আগরওয়াল এই দ্বিচারিতাকেই জনসমক্ষে টেনে এনেছেন।

প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা

সুপ্রিম কোর্টের কেন্দ্রীয় জনতথ্য আধিকারিক আদতে আদালতেরই একজন বেতনভুক কর্মচারী। তাঁর প্রশাসনিক বস খোদ প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতির দপ্তর থেকে পাঠানো কোনো স্পর্শকাতর চিঠির হদিস দেওয়া তাঁর পক্ষে এক প্রকার 'পেশাগত আত্মহত্যা'। ফলে আরটিআই আইন এখানে স্বাধীনভাবে কাজ করার বদলে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ চেইন-অফ-কমান্ডের কাছে বন্দি হয়ে পড়ে।

নিজের বিচার নিজেই

অরুণ আগরওয়াল যখন তথ্য পেলেন না, তখন তাঁকে প্রথম আপিল করতে হলো সুপ্রিম কোর্টেরই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছে। এটি একটি অদ্ভুত আইনি ফাঁদ;যেখানে প্রতিপক্ষ নিজেই নিজের বিচারক। যে প্রতিষ্ঠান তথ্য লুকানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠানেরই অন্য এক বিভাগ সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানাবে, এটি অবাস্তব। এই ব্যবস্থায় 'স্বার্থের সংঘাত' -এর বিষয়টি চরমভাবে উপেক্ষিত হয়।

অন্ধকার কোণ

নিয়োগ সংক্রান্ত নথিপত্র বা ইন-ক্যামেরা প্রসিডিংস হলো বিচারব্যবস্থার সেই অন্ধকার কোণ, যেখানে তথ্যের আলো পৌঁছাতে দেওয়া হয় না। অরুণ আগরওয়াল চেয়েছিলেন কেবল একটি 'কভারিং লেটার';নথির ভেতরের গোপন তথ্য নয়। অথচ সেই সামান্য অস্তিত্বটুকু প্রকাশ করতেও আদালতের এই চরম অনীহা প্রমাণ করে যে, এই কোণটি কতটা অন্ধকার। আদালত সাধারণ মানুষের জন্য স্বচ্ছতার কথা বললেও নিজের ক্ষেত্রে এই অন্ধকার বজায় রাখাকেই 'প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা' বলে মনে করে।

ক্ষমতার দেয়াল

এই দেয়ালটি তৈরি হয়েছে আইনের ভুল ব্যাখ্যা আর পদের অহং দিয়ে। আরটিআই আইন তৈরি হয়েছিল সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের ক্ষেত্রে তা যেন কেবল একটি 'নির্দেশিকা' মাত্র। অরুণ আগরওয়ালের আবেদনটি যখন উচ্চপদস্থ বিচারপতিদের স্বার্থের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন আইন নয়, বরং পদের ক্ষমতা অনেক বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। এই দেয়ালটি সাধারণ নাগরিককে মনে করিয়ে দেয়;রাষ্ট্রের উচ্চবর্গের জবাবদিহি আজও সাধারণ আইনের ঊর্ধ্বে।

২. বিচারপতি আদর্শ গোয়েলের আপত্তিপত্র এক দহনকারী সত্য

অন্ধকার কুঠুরিতে যখন কোনো নাম নিয়ে কাটাছেঁড়া চলে, তখন কিছু আপত্তি নথিবদ্ধ হয়। বিচারপতি আদর্শ গোয়েলের সেই আপত্তিপত্রটি ছিল তেমনই এক বিস্ফোরক দলিল। পর্দার আড়ালে থাকা সেই আপত্তির প্রতিটি শব্দ যেন এক-একটা চাবুক। নিয়োগের উজ্জ্বল আলোর নিচে যে কতটা অন্ধকার লুকিয়ে থাকতে পারে, আদর্শ গোয়েল আঙুল দিয়ে ঠিক সেটাই দেখিয়েছিলেন।বিচারপতি আদর্শ গোয়েলের সেই চিঠির প্রতিটি শব্দ ছিল আসলে এক-একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। বিচারব্যবস্থার অন্দরে সচরাচর এমন 'বিদ্রোহ' দেখা যায় না। তিনি যখন কলম ধরেছিলেন, তখন তিনি কেবল একজন বিচারপতি ছিলেন না;তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক অস্বস্তিকর বিবেক।

আপসহীন কণ্ঠ

আদর্শ গোয়েল কোনো কূটনৈতিক শব্দ ব্যবহার করেননি। সরাসরি আঘাত করেছিলেন নিয়োগের মূলে। তাঁর ভাষায় কোনো ধোঁয়াশা ছিল না, ছিল কেবল নগ্ন সত্য। তিনি জানতেন এই চিঠির পর প্রতিষ্ঠানের ভেতরে তিনি একঘরে হতে পারেন, কিন্তু তিনি সত্যের সাথে আপস করতে রাজি ছিলেন না।

যোগ্যতার মাপকাঠি

গোয়েল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন সিনিয়রিটির গুরুত্ব। বিচারপতি এ. কে. মিত্তলকে ডিঙিয়ে সূর্যকান্তকে বেছে নেওয়া কেন? যোগ্যতাকে যখন কৌশলে পাশ কাটানো হয়, তখন বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। গোয়েলের কাছে এটি ছিল স্রেফ একপাক্ষিক পক্ষপাতিত্ব।

নথিভুক্ত দুর্নীতি

তিনি কেবল মৌখিক অভিযোগ করেননি। তিনি নির্দিষ্ট কিছু ফাইলের কথা উল্লেখ করেছিলেন যেখানে সূর্যকান্তের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তথ্য লুকানো ছিল। তাঁর অভিযোগ ছিল সুনির্দিষ্ট এবং তথ্যনির্ভর। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, যা নথিভুক্ত আছে তা অস্বীকার করার ক্ষমতা কারোর নেই।

মাদকের মামলা ও রহস্যময় জামিন

মাদকের মতো গুরুতর মামলায় সূর্যকান্তের দেওয়া জামিনগুলো ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। গোয়েলের মতে, সেই রায়গুলো আইনের কোনো প্রতিষ্ঠিত নীতি মেনে দেওয়া হয়নি। বরং সেগুলোতে ছিল এক রহস্যময় অনুকম্পা। এটি কেবল একটি ভুল নয়;বিচারপতির আসন থেকে আইনের এক বিপজ্জনক অপপ্রয়োগ।

পারিবারিক ছায়া

গোয়েল ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সূর্যকান্তের ভাইয়ের ভূমিকার দিকে। বিচারব্যবস্থার বাইরে থাকা আত্মীয়রা যখন জামিন পাইয়ে দেওয়ার মাধ্যম বা 'টাউট' হিসেবে কাজ করেন, তখন তা বিচারালয়কে কলঙ্কিত করে। পারিবারিক সম্পর্ক যখন বিচারপ্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন গণতন্ত্র বিপন্ন হয়।

তদন্তের আর্তি

গোয়েল শুধু অভিযোগ তুলে হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি। তিনি চেয়েছিলেন সত্য সামনে আসুক। তিনি দাবি করেছিলেন একটি স্বাধীন তদন্তের;যাতে এই অভিযোগগুলোর সত্যতা যাচাই করা যায়। তিনি জানতেন, তদন্ত ছাড়া এই নিয়োগ হবে বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়।

আভিজাত্য বনাম সততা

সুপ্রিম কোর্টের আভিজাত্য কেবল দামী পোশাকে নয়, বরং বিচারকদের সততায়। গোয়েলের লড়াই ছিল সেই সততা বাঁচানোর। তিনি মনে করতেন, এক ফোঁটা কালি যদি একবার পড়ে, তবে পুরো পুকুরের জল বিষাক্ত হয়ে যাবে। তাঁর কাছে প্রতিষ্ঠানের সম্মান কোনো আপসের বিষয় ছিল না।

উপেক্ষিত সতর্কতা

গোয়েলের সেই সতর্কতা বার্তার প্রতিটি লাইন গুরুত্বহীন করে দেওয়া হয়েছিল। কলেজিয়াম যেন কানে তুলো দিয়ে বসে ছিল। একটি সাংবিধানিক পদ থেকে আসা এমন গুরুতর অভিযোগকে এভাবে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া কেবল অবহেলা নয়, বরং একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।

ঐতিহাসিক একাকীত্ব

সেই মুহূর্তে আদর্শ গোয়েল ছিলেন বিচারব্যবস্থার সবচেয়ে নিঃসঙ্গ মানুষ। তাঁর সহকর্মীরা যখন সূর্যকান্তকে আশীর্বাদ দিচ্ছিলেন, তিনি তখন তাঁর বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। এই একাকীত্বই তাঁকে ইতিহাসে এক বিরল এবং সাহসী চরিত্রের মর্যাদা দিয়েছে।

৩. ব্যবসায়ী সতীশ জৈনের হলফনামা এক বিস্ফোরক জবানবন্দি

ব্যবসায়ী সতীশ জৈনের হলফনামা কোনো সাধারণ অভিযোগ ছিল না। এটি ছিল নথিবদ্ধ এক বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি। যেখানে একজন 'ইনসাইডার' নিজেই পর্দার পেছনের নোংরা খেলাটা ফাঁস করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিটি কথা ছিল সুনির্দিষ্ট, অকাট্য এবং চরম অস্বস্তিকর। সতীশ জৈনের হলফনামাটি ছিল আসলে বিচারব্যবস্থার অন্দরে একটি চিৎকার। এটি কোনো উড়ো চিঠি ছিল না, ছিল নথিবদ্ধ এক বিপজ্জনক স্বীকারোক্তি। একজন মানুষ যখন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সরাসরি সর্বোচ্চ আদালতের একজন বিচারপতির দিকে আঙুল তোলেন, তখন সেই অভিযোগের গুরুত্ব আর পাঁচটা সাধারণ ঘটনার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে দাঁড়ায়।

ভেতরের মানুষের জবানবন্দি

সতীশ জৈন কোনো অজ্ঞাত পরিচয় শত্রু ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিচারপতির একদম অন্দরমহলের মানুষ। ড্রয়িংরুমের সেই গোপন আলোচনাগুলো তিনি জানতেন। তাই তাঁর অভিযোগগুলো ছিল অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং তথ্যবহুল। যখন ঘরের লোকই সাক্ষ্য দেয়, তখন সেই অভিযোগের অভিঘাত হয় মারাত্মক।

বেনামী সম্পত্তির গোলকধাঁধা

জৈন হিমাচল প্রদেশ থেকে দিল্লি পর্যন্ত এক বিস্তৃত সম্পত্তির হদিস দিয়েছিলেন। নহান রোডের ফার্মহাউস থেকে শুরু করে অভিজাত আবাসন;সবই ছিল ছদ্মনামে। এই গোলকধাঁধাটি তৈরি করা হয়েছিল যাতে প্রকৃত মালিকের নাম কখনো প্রকাশ্যে না আসে। জৈন সেই জালের প্রতিটি সুতো ধরে টান দিয়েছিলেন।

নগদ টাকার পাহাড়

হলফনামায় দাবি করা হয়েছে, কোটি কোটি টাকা ব্যাগের মাধ্যমে হাতবদল হয়েছে। কোনো ব্যাংকিং ট্রেইল না রেখে নগদে লেনদেন করা ছিল এই প্রক্রিয়ার প্রধান অংশ। বিচারপতির স্ত্রীর উপস্থিতিতে এই নগদ টাকা আদান-প্রদান হওয়ার দাবিটি ছিল বিচারব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তির ওপর এক চরম কুঠারাঘাত।

অঙ্কের চাতুরি

দলিলে দেখানো হচ্ছে দেড় কোটি, অথচ আসল দাম সাড়ে তিন কোটি। এই যে দুই কোটির ব্যবধান;তা আসলে স্ট্যাম্প ডিউটি ফাঁকি দেওয়ার এক নির্লজ্জ কৌশল। ন্যায়ের রক্ষক নিজেই যখন রাষ্ট্রকে কর ফাঁকি দেওয়ার বুদ্ধি দেন বা নিজে সেই পথে হাঁটেন, তখন আইনের শাসন এক উপহাসে পরিণত হয়।

ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাত

জৈন নিজেই বাড়ির সংস্কার করেছিলেন। কিন্তু ১৯ লাখের বিলের জায়গায় ৬ লাখ দিয়ে তাঁকে বিদায় করা হয়। এই ব্যক্তিগত বঞ্চনাই কি তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল? হতে পারে। কিন্তু তাঁর দেওয়া তথ্যগুলো ছিল এতটাই নিখুঁত যে, তাঁর ব্যক্তিগত রাগের চেয়ে সেই তথ্যের সত্যতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আইনজীবীর উপস্থিতিতে হলফনামা

তিনি কেবল অভিযোগ করেননি;তিনি হলফনামা দিয়েছিলেন। এর অর্থ হলো, তিনি জানতেন আদালত তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারে। মিথ্যা সাক্ষ্যের দায়ে তাঁর জেল হতে পারে জেনেও তিনি নিজের বক্তব্যে অনড় ছিলেন। এটি তাঁর অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

প্রভাবশালী বিক্রেতাদের যোগসূত্র

জয়পুরের রাজপরিবার থেকে শুরু করে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে এই কেনাবেচার সম্পর্ক ছিল। জৈন প্রতিটি নাম এবং স্থান উল্লেখ করেছিলেন। এই হাই-প্রোফাইল যোগসূত্রগুলোই প্রমাণ করে যে, এই লেনদেনগুলো কোনো সাধারণ মানুষের বিষয় ছিল না; ছিল ক্ষমতার অলিন্দে চলা এক অভিজাত বাণিজ্য।

নথিভুক্ত প্রমাণের পাহাড়

চেক নম্বর, ব্যাংকের শাখা, নির্দিষ্ট তারিখ;জৈন সব দিয়ে দিয়েছিলেন। এটি কোনো বিমূর্ত কথা ছিল না। ব্যাংকিং রেকর্ড চাইলেই তাঁর দাবির সত্যতা মিলত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই অকাট্য প্রমাণগুলো থাকা সত্ত্বেও কোনো বড়সড় তদন্তের পথে হাঁটেনি প্রশাসন।

ভয়হীন প্রতিবাদ

একজন ক্ষমতাশালী বিচারপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা মানে হলো নিজের ক্যারিয়ার এবং জীবনের ওপর ঝুঁকি নেওয়া। সতীশ জৈন সেই ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিবাদ ছিল এক চরম সাহসের পরিচয়। তিনি হয়তো জানতেন, সিস্টেম তাঁকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে, তবুও তিনি সত্যটুকু নথিবদ্ধ করে যেতে চেয়েছিলেন।

৪. নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা একটি রহস্যময় কালপঞ্জি

বিচারপতি সূর্যকান্তের নিয়োগের সেই সন্ধিক্ষণটি ছিল এক রহস্যময় কুয়াশায় ঢাকা। আদর্শ গোয়েলের আপত্তিপত্র আর সতীশ জৈনের হলফনামা যখন ফাইলে বন্দি, ঠিক তখনই পর্দার আড়ালে বদলে গেল সব সমীকরণ। এই অধ্যায়টি আসলে নিয়ম মানার নয়, বরং নিয়মকে সুকৌশলে পাশ কাটানোর এক ধ্রুপদী উদাহরণ।

১০ মাসের স্তব্ধতা

২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর;এই দীর্ঘ সময় ফাইলটি কেন ধুলো জমিয়েছিল? এটি কেবল আমলাতান্ত্রিক দেরি ছিল না। আদর্শ গোয়েলের করা গুরুতর অভিযোগগুলো তখন হিমাচল প্রদেশের আকাশে মেঘের মতো জমে ছিল। মনে হয়, প্রশাসন অপেক্ষা করছিল এক অনুকূল সময়ের, যখন প্রতিবাদের শব্দগুলো ক্ষীণ হয়ে আসবে। এই স্তব্ধতা আসলে ঝড়ের আগের সেই নিস্তব্ধতা।

মুহূর্তের নাটকীয়তা

৩রা অক্টোবর, ২০১৮। দিনটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রঞ্জন গগৈ ভারতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন এবং ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই সূর্যকান্তের নিয়োগের সবুজ সংকেত মিলল। এই টাইমিং কোনো কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে না। এটি ছিল অত্যন্ত সুচারুভাবে পরিকল্পিত একটি পদক্ষেপ, যাতে নতুন প্রশাসনের সূচনালগ্নেই পুরনো বিতর্কগুলোকে ধামাচাপা দেওয়া যায়।

বন্ধ দরজার আলোচনা

কলেজিয়ামের সেই গোপন আলোচনার কার্যবিবরণী আজও কুয়াশাচ্ছন্ন। আদর্শ গোয়েলের চিঠিতে যে আগ্নেয়গিরি ছিল, তাকে কীভাবে এক নিমেষে জল ঢেলে নেভানো হলো? বন্ধ দরজার ওপাশে কোনো যুক্তি কাজ করেছিল, নাকি কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটে সত্যকে পিষে দেওয়া হয়েছিল? এই রহস্য আজও বিচারব্যবস্থার স্বচ্ছতাকে বিদ্ধ করে।

বন্ধুর হাত

তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের সাথে সূর্যকান্তের ব্যক্তিগত সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সখ্য যখন সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাকে 'বন্ধুত্ব' নয়, বরং 'স্বজনপ্রীতি' বলা ভালো। এই বিশেষ আনুকূল্যই কি সূর্যকান্তের পথকে নিষ্কণ্টক করেছিল?

আইবি রিপোর্টের রহস্য

গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে কি আদর্শ গোয়েলের অভিযোগগুলোর কোনো সারবত্তা ছিল না? সাধারণত আইবির একটি নেতিবাচক রিপোর্ট যেকোনো বড় নিয়োগ ভেস্তে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেই রিপোর্ট কি প্রভাব খাটিয়ে বদলে দেওয়া হয়েছিল? নাকি আইবির চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল সতীশ জৈনের মতো চাক্ষুষ প্রমাণের পাহাড়?

দ্রুত উত্তরণ

হিমাচল প্রদেশের প্রধান বিচারপতি হওয়ার পর তাঁর সুপ্রিম কোর্টে আসার গতি ছিল বিস্ময়কর। সিনিয়রিটির লম্বা তালিকা থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁকে এত দ্রুত সর্বোচ্চ আদালতে টেনে আনা হলো? এই দ্রুত উত্তরণ প্রমাণ করে যে, একটি বিশেষ মহলের কাছে তাঁর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম এবং তারা তাঁকে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় বসাতে মরিয়া ছিল।

উপেক্ষিত ভেরিফিকেশন

আদর্শ গোয়েল নিজেই চেয়েছিলেন অভিযোগগুলোর নিরপেক্ষ তদন্ত বা ভেরিফিকেশন হোক। কিন্তু সেই দাবিকে স্রেফ উপেক্ষা করা হয়েছে। ভেরিফিকেশন না হওয়ার অর্থ হলো;অভিযোগগুলোকে ভয় পাওয়া। সত্যকে যাচাই না করেই ক্লিনচিট দেওয়া আসলে দুর্নীতির প্রতি এক প্রাতিষ্ঠানিক প্রচ্ছন্ন সমর্থন।

সরকারের নীরব ভূমিকা

সরকার সাধারণত বিচারপতির নিয়োগে খুঁত খুঁজে বের করতে পারদর্শী। কিন্তু সূর্যকান্তের ক্ষেত্রে তাদের এই দীর্ঘ নীরবতা আর শেষ মুহূর্তের সক্রিয়তা অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। সরকার আর বিচারব্যবস্থার শীর্ষবিন্দুর মধ্যে কি কোনো গোপন 'কুইড প্রো কো' বা পারস্পরিক সমঝোতা হয়েছিল?

প্রতিষ্ঠান বনাম ব্যক্তি

শেষ বিচারে এই যুদ্ধে হেরে গেল সুপ্রিম কোর্টের মতো এক মহান প্রতিষ্ঠান। জয়ী হলেন একজন ব্যক্তি, যাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলো আজও মেঘের মতো ঝুলে আছে। নিয়ম-নীতি যখন ব্যক্তির স্বার্থে বিসর্জন দেওয়া হয়, তখন সেই ক্ষত শুকাতে কয়েক দশক সময় লাগে। সূর্যকান্তের নিয়োগ সেই গভীর ক্ষতেরই এক জলজ্যান্ত চিহ্ন।

৫. বর্তমান প্রেক্ষাপট ও বিচারব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা

খাদের কিনারে গণতন্ত্র

অতীতের ধোঁয়াশা যখন বর্তমানের রায়ে ছায়া ফেলে, তখন বিপন্ন হয় ন্যায়বিচারের শেষ আশ্রয়টুকু। বিচারপতি সূর্যকান্তকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই বিতর্ক কেবল একজন ব্যক্তির নয়, বরং ভারতীয় বিচারব্যবস্থার নৈতিক কাঠামোর এক চরম সংকটের প্রতিচ্ছবি।

বিবেকের সংকট

যাঁর নিজের নিয়োগের ভিত্তিই অস্বচ্ছতা আর দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ, তাঁর হাতে যখন দেশ বা দশের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব থাকে, তখন তাকে 'ন্যায়বিচার' বলা কঠিন। সৌ ঃ সহমন।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 22-04-2026 06:20 Page 3

মহানগর
নয়া জামানা

দ্বিতীয় দফায় ২৩২১ কোম্পানি

ফোর্সের ফোকাসে উত্তর ২৪ পরগনা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বাংলার দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনে নিরাপত্তার অভাব রাখতে চাইছে না নির্বাচন কমিশন। ২৯ এপ্রিলের হাইভোল্টেজ এই লড়াইয়ে মোট ২,৩২১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবারের দফায় নজরকাড়া ১৪২টি কেন্দ্রে চলবে ভোটগ্রহণ। মঙ্গলবার কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গোটা রাজ্যের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতেই থাকছে সর্বোচ্চ সংখ্যক জওয়ান। সেখানে মোট ৫০৭ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ভোটের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসছে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদলও। বুধবার কলকাতায় পা রাখবে ওই দল। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত পুলিশ জেলায় ১১২ কোম্পানি, বনগাঁয় ৬২ কোম্পানি এবং বসিরহাটে ১২৩ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন থাকবে। বিধাননগর ও ব্যারাকপুরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে যথাক্রমে ৫০ এবং ১৬০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। অন্যদিকে, খোদ রাজ্য রাজধানী কলকাতায় ৫,১৭২টি বুথের পাহারায় থাকছে ২৭৩ কোম্পানি বাহিনী। ভোটের উত্তাপ বাড়ছে নদিয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও। নদিয়ার কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলায় ১৫৮ কোম্পানি এবং রানাঘাট পুলিশ জেলায় ১২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন

থাকবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকায় ১১৩ কোম্পানি, বারুইপুরে ১৬১ এবং ডায়মন্ড হারবারে ১৩৫ কোম্পানি জওয়ান ভোটের দিন সক্রিয় থাকবেন। হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় ১৪৭ কোম্পানি এবং হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় ১১০ কোম্পানি বাহিনী থাকছে। হুগলি জেলার চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় ৮৩ কোম্পানি এবং গ্রামীণ এলাকায় ২৩৪ কোম্পানি বাহিনী শান্তি রক্ষায় কাজ করবে। পূর্ব বর্ধমানের ৪,৪৬৫টি বুথের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২৬০ কোম্পানি জওয়ান। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ১৯৫টি বুথে থাকবে ১৩ কোম্পানি বাহিনী। কমিশনের তরফে সাফ জানানো হয়েছে, 'কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রতিটি কোম্পানিতে অন্তত ৭২ জন করে জওয়ান থাকেন'। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কড়া নির্দেশ, 'কোনও কোম্পানিতেই যেন কর্মী সংখ্যা ৭২-এর কম না-হয়'। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, দ্বিতীয় দফায় উত্তর ২৪ পরগনায় সর্বোচ্চ ফৌজ থাকলেও প্রথম দফায় সব মিলিয়ে ২,৪০৭ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। সে দফায় মুর্শিদাবাদে সবচেয়ে বেশি ৩১৬ কোম্পানি বাহিনী নামানো হয়, যার মধ্যে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলায় ২৪০ কোম্পানি এবং জঙ্গিপুরে ৭৬ কোম্পানি মোতায়েন ছিল। এবার আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা বাংলার পাশাপাশি তামিলনাড়ুর ভোটচিত্রও খতিয়ে দেখবেন। আগামী বুধবার রাজ্যে এসে পরদিন তাঁরা সরাসরি ভোট পরিচালনার কাজ তদারকি করবেন।

সব মিলিয়ে দ্বিতীয় দফার লড়াইকে নিশ্ছিদ্র করতে বদ্ধপরিকর কমিশন। ফাইল ফটো।

আচরণবিধির গেরোয় আটকে ৪ শতাংশ ডিএ, সিইও-র হস্তক্ষেপ চাইল ভোট কর্মীরা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বাজেটে ঘোষিত ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) কার্যকর করা নিয়ে দানা বেঁধেছে নতুন বিবাদ। নির্বাচনী আচরণবিধির জালে আটকে পড়েছে সরকারি নির্দেশিকা। এই প্রশাসনিক জটিলতা কাটাতে এবার সরাসরি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-এর দ্বারে কড়া নাড়ল 'ভোটকর্মী অ্যান্ড বিএলও ঐক্য মঞ্চ'। সংগঠনের দাবি, কয়েক লক্ষ কর্মীর আর্থিক স্বার্থে দ্রুত হস্তক্ষেপ করুক কমিশন। জানা গেছে, কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে ওই সংগঠনের এক প্রতিনিধিদল। ভোট সংক্রান্ত নিজেদের একাধিক দাবিদাওয়ার পাশাপাশি ডিএ প্রসঙ্গটি জোরালো ভাবে উত্থাপন করেন তাঁরা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল সিইও মনোজকুমার অগ্রবালের উদ্দেশে একটি লিখিত বার্তাও পাঠান। সেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর অন্তর্বর্তী বাজেটে রাজ্য সরকার ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কথা ছিল ১ এপ্রিল থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে এবং মে মাসের বেতনের সঙ্গে কর্মীরা বাড়তি টাকা পাবেন। কিন্তু মাস কাবার হতে চললেও নবান্নের তরফে কোনও সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি। অভিযোগের তির মূলত নির্বাচন কমিশনের দিকে।

স্বপনবাবুর অভিযোগ, 'নির্বাচন চলাকালীন নির্বাচন কমিশন এই ডিএ সংক্রান্ত আদেশ জারির অনুমতি দিচ্ছে না বলেই এই জটিলতা তৈরি হয়েছে।' বার্তায় আরও দাবি করা হয়, এই পরিস্থিতির দায় কেন্দ্রীয় সংস্থার ওপর চাপিয়ে তাকে নির্বাচনী প্রচারে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভোটকর্মীদের আর্জি, 'দ্রুত এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।' যদিও এই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীন ভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি, তবে প্রশাসনিক অন্দরে বিষয়টি নিয়ে প্রবল চাপানউতর শুরু হয়েছে। নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্যে 'মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট' বা আদর্শ আচরণবিধি বলবত থাকায় নতুন কোনও আর্থিক সুবিধা দিতে গেলে কমিশনের অনুমতি বাধ্যতামূলক। রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বাজেটে এই ঘোষণা করলেও ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ায় হাত-পা বাঁধা প্রশাসনের। সূত্রের দাবি, রাজ্য সরকার ইতিপূর্বেই সিইও-র কাছে অনুমতির আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। সেই চিঠি বর্তমানে দিল্লিতে কমিশনের সদর দফতরে বিচারাধীন। সেখান থেকে সবুজ সংকেত না আসা পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা সম্ভব নয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে সিইও-র কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে, তিনি যেন ব্যক্তিগত স্তরে উদ্যোগী হয়ে দিল্লি থেকে দ্রুত ছাড়পত্র আদায়ের ব্যবস্থা করেন। কারণ, এই ডিএ বৃদ্ধির সঙ্গে রাজ্যের অগণিত সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর স্বার্থ জড়িয়ে আছে। দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে ক্রমাগত অসন্তোষ বাড়ছে বলেও সতর্ক করেছে সংগঠনটি। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, বাজেট ঘোষণার পর সাধারণত দ্রুত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। কিন্তু এবার এপ্রিল পেরিয়ে গেলেও নির্দেশিকা না আসায় নবান্নেও গুঞ্জন শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকার বা কমিশন; কোনও পক্ষই এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে মুখ খোলেনি। ফলে মে মাসের বেতনের সঙ্গে বাড়তি মহার্ঘ ভাতা আদৌ মিলবে কি না, তা নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এখন কমিশনের সিদ্ধান্তের ওপরেই ঝুলে রয়েছে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কর্মীর ভাগ্য। সব মিলিয়ে ডিএ জট এখন ভোট-রাজনীতির ময়দানে এক নতুন মাত্রা যোগ করল। ফাইল ফটো।

সায়লেন্স পিরিয়ডে বজ্রআঁটুনি, মুচলেকা দিতে হবে বড়বাবুদের

কড়া নির্দেশ কমিশনের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোটের মুখে এবার খোদ থানার বড়বাবুদের থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি চাইল নির্বাচন কমিশন। 'সায়লেন্স পিরিয়ড' বিধি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার অঙ্গীকার করে মঙ্গলবার রাত ৯টার মধ্যে সব থানার ওসি-কে সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতর জেলা পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওসিদের ওই শংসাপত্র পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে রিপোর্ট পাঠাতে। ডিউটিতে কোনো গাফিলতি বা পক্ষপাতিত্ব ধরা পড়লে কড়া শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছে কমিশন। জন প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-র ১২৬ ধারা অনুযায়ী ভোট শুরুর ৪৮ ঘণ্টা আগে প্রচারের ওপর যবনিকা পড়ে। কমিশনের সাফ নির্দেশ, এই সময়ে কোনো ভোটার নন এমন বাইরের লোক নির্বাচনী এলাকায় থাকতে পারবেন না। প্রচার শেষ হতেই বহিরাগতদের সীমানা ছাড়তে হবে। নির্দেশ কার্যকর করতে ডিইও এবং পুলিশ সুপারদের

কোনো প্যানেল আলোচনা যাতে ভোটারদের প্রভাবিত না করে, তা নিশ্চিত করার দায়ও প্রশাসনের। ফ্লাইং স্কোয়াড ও কিউআরটি-কে নিয়ম ভাঙলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ভোটের কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নিতে বলা হয়েছে। এলাকার প্রতিটি লজ, হোটেল, ধর্মশালা বা গেস্ট হাউসে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে বহিরাগত রাজনৈতিক কর্মীদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। নজরদারি জোরদার করা হয়েছে রাজ্যের সীমানা ও চেকপোস্টগুলোতেও। প্রথম দফার ভোট ২৩ এপ্রিল রাজ্যের ১৫২টি আসনে। সেই লক্ষ্যে ২১ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকেই শুরু হচ্ছে 'সায়লেন্স পিরিয়ড'। দ্বিতীয় দফার ১৪২টি আসনে ভোট ২৯ এপ্রিল, সেখানে বিধিনিষেধ শুরু হবে ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকে। এই ৪৮ ঘণ্টা টিভি বা রেডিয়োর আবহে কড়া রাশ টানা হয়েছে সমীক্ষার ওপরেও। ৯ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত 'বুথফেরত সমীক্ষা' (এক্সিট পোল) প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোনো মতামত সমীক্ষাও প্রচার করা যাবে না এই সময়ে। কমিশনের সতর্কবার্তা, এই নির্দেশ অমান্য করলে সর্বোচ্চ দু'বছর পর্যন্ত জেল বা জরিমানা, অথবা উভয় শাস্তিই হতে পারে। ওসিদের ঘাড়েই এখন নিয়ম রক্ষার গুরুদায়িত্ব। তারা ঠিকমতো কাজ করছেন কি না, তা যাচাই করতেই এই নজিরবিহীন লিখিত প্রতিশ্রুতির তলব। ছবি সংগৃহিত। প্রতীকী ছবি

প্রিসাইডিং অফিসার অধ্যাপকই কোর্টে বহাল কমিশনের সিদ্ধান্ত

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোটের ময়দানে প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে কাজ করতে পারবেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপকেরা। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই বহাল রাখল কলকাতা হাই কোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের দেওয়া স্থগিতাদেশ খারিজ করে দিয়েছে। ফলে অধ্যাপকদের ভোটের ডিউটি করার ক্ষেত্রে আর কোনও আইনি বাধা রইল না। নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বুথে বুথে প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার আধিকারিকদের নিয়োগ করা হয়। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অধ্যাপকদের একাংশ। তাঁদের প্রশ্ন ছিল, প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে তাঁরা আদৌ দায়িত্ব পালন করবেন কি না। সেই মামলায় বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের সিঙ্গল বেঞ্চ কমিশনের কাছে জবাব তলব করেছিল। যথাযথ কারণ দেখাতে না পারায় সিঙ্গল বেঞ্চ সাফ জানিয়েছিল, 'পদমর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়' এমন কাজে অধ্যাপকদের যুক্ত করা যাবে না। এরপরই সিঙ্গল বেঞ্চ কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে স্থগিতাদেশ দেয়। সিঙ্গল বেঞ্চের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করে কমিশন। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানিতে কমিশনের সিদ্ধান্তকেই মান্যতা দিল উচ্চ আদালত। ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে স্পষ্ট যে, সহকারী অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগে কোনও ভুল নেই। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই অনেক অধ্যাপক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন বা নিতে শুরু করেছেন। তাঁদের জন্য পৃথক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আদালতের এই রায়ের পর কমিশন স্বস্তিতে। ভোটের কাজে দক্ষ কর্মীর ঘাটতি মেটাতে অধ্যাপকদের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। আদালতের হস্তক্ষেপে নিয়োগ প্রক্রিয়া ফের সচল হল। দিনকয়েক আগে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তি মেনেই এবার কাজ এগোবে।

তৃণমূল প্রার্থী বিমল দাসের জনসংযোগে জনজোয়ার

নয়া জামানা,উলুবেড়িয়া ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রে তৃণমূলের বাজি এবার বিমল দাস। বুধবার তেহট্ট-কাঁটাবেড়িয়া-২ নম্বর অঞ্চলের অলিগলিতে দলীয় প্রার্থীকে ঘিরে দেখা গেল উপচে পড়া ভিড়।

দীর্ঘদিনের বিধায়ক নির্মল মাজির জায়গায় এবার বিমল দাসের ওপর ভরসা রেখেছে জোড়াফুল শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্ব। এদিন আব্দুল হক মোল্লা ও সেখ সাবির আলিদের সঙ্গে নিয়ে এলাকায় ঝড়ো প্রচার করলেন বিমল।

জনসংযোগের মেজাজ দেখে রাজনৈতিক মহলের মত, শুরুতেই বড় ঝাপটা দিলেন তিনি। টানা তিনবারের বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী নির্মল মাজি গতবার বিজেপি প্রার্থী চিরণ বেরাকে ২১,০০৩ ভোটে হারিয়েছিলেন। এবার তাঁকে আরামবাগের গোঘাটে সরিয়ে উলুবেড়িয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 'সর্বজনপ্রিয়' বিমলকে। নিজের খাসতালুকে জনসংযোগ সারতে সারতে প্রার্থী বলেন, 'উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীর জনসংযোগ জন-প্লাবিত হল'। পিন্টু মণ্ডলের মতো যুব নেতাদের পাশে নিয়ে এদিন কার্যত প্রচারের সুর বেঁধে দিলেন বিমল। এখন দেখার, মাজির জয়ের ধারা বিমল কতটা ধরে রাখতে পারেন।

ইডির নজরে প্রাক্তন ডিসি শান্তনু, বালি পাচার মামলায় নয়া মোড়

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ জমি কেলেঙ্কারির পর এবার বালি পাচার মামলা। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) নজরে এবার কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিংহ বিশ্বাস। তলব করা হয়েছে ঝাড়গ্রামের প্রাক্তন জেলাশাসক সুনীল অগ্রবালকেও। বুধবার, রাজ্যের প্রথম দফা ভোটের দিনই শান্তনুকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। রবিবারের তল্লাশির পর থেকেই কার্যত 'বেপাত্তা' এই পুলিশ কর্তা। বালি পাচার মামলার তদন্তে নেমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দফায় দফায় অভিযান চালিয়েছে ইডি। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই এবার শান্তনু এবং সুনীলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান গোয়েন্দারা। তবে ঠিক কোন তথ্যের ভিত্তিতে এই তলব, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা বজায় রেখেছে ইডি। এর আগে জমি জালিয়াতি মামলায় বেহালার ব্যবসায়ী জয় কামদারের সঙ্গে শান্তনুর ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের দাবি তুলেছিলেন তদন্তকারীরা। অভিযোগ ছিল, প্রভাব খাটিয়ে প্রোমোটার জয়কে জমি পাইয়ে দিতে সাহায্য করতেন তিনি। ইডির দাবি অনুযায়ী, যুগ্ম মালিকানা, ভাড়াটে সমস্যা থাকা বা রাজ্যের বাইরে থাকা মালিকদের জমিই ছিল জয়ের 'টার্গেট'। তদন্তকারীদের হাতে আসা একটি ডায়েরি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সেখানে বিভিন্ন পুলিশ আধিকারিককে দেওয়া উপহারের তালিকায় 'শান্তনু স্যর'-এর নাম রয়েছে বলে দাবি ইডির। এমনকি ডিসি শান্তনুর দুই পুত্র সায়ন্তন ও মণীশের সঙ্গেও ধৃত ব্যবসায়ীর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ফার্ন রোডে শান্তনুর বাড়ির জমিতে জয় একটি বেআইনি নির্মাণ করছিলেন বলেও জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা। বালি ও জমি; দুই দুর্নীতির সেতুবন্ধনে শান্তনুর ভূমিকা এখন ইডির স্ক্যানারে। সব মিলিয়ে ভোটের মুখে ডিসি র‍্যাঙ্ক-এর অফিসারের সিজিও হাজিরা নিয়ে লালবাজারে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে বাইকে রাশ, জারি একগুচ্ছ ফতোয়া

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে এ বার বাইক-বাহিনীর দাপট রুখতে কড়া পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন। ভোটের ঠিক দু'দিন আগে থেকেই রাজ্যের নির্বাচনী এলাকাগুলোতে দ্বিচক্র যান চলাচলের ওপর একগুচ্ছ বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার কমিশনের দেওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোনও রকম বাইক মিছিল করা যাবে না। সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত পুরোপুরি বন্ধ থাকবে মোটরবাইক চলাচল। ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বাইক চললেও তাতে কোনও সওয়ারি বা 'পিলিয়ন রাইডার' নেওয়া যাবে না। তবে কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, চিকিৎসার প্রয়োজনে, পারিবারিক জরুরি কাজে কিংবা স্কুলে বাচ্চাদের আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে এই নিয়ম শিথিল থাকবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার ক্ষেত্রেও ছাড় পাবেন সাধারণ মানুষ। এমনকি র‍্যাপিডো বা ওই ধরনের অ্যাপ-নির্ভর বাইক পরিষেবার ওপরেও কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকছে না। ভোটের দিন অর্থাৎ ২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্যে বা জরুরি প্রয়োজনে বাইক চালানো যাবে। এই সমস্ত ছাড়ের বাইরে কেউ যদি বাইক নিয়ে বেরোতে চান, তবে তাঁকে 'স্থানীয় থানার কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে' বলে সাফ জানিয়েছে কমিশন। সিইও দফতরকে এই নিয়মাবলি সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার রাজ্যের ১৫২টি আসনে প্রথম দফার ভোট। সেই কারণে সোমবার থেকেই ওই এলাকায় বিধিনিষেধ কার্যকর হয়েছে। দ্বিতীয় দফার ১৪২টি আসনের জন্য একই নিয়ম বলবৎ হবে ২৭ এপ্রিল থেকে। কমিশনের লক্ষ্য একটাই, বাইকের গর্জন থামিয়ে বুথমুখী ভোটারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। নিয়ম ভাঙলে কড়া আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

রেশন দুর্নীতি নয়, ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় ইডি ডাকল নুসরতকে

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রেশন দুর্নীতি নয়, পুরনো ফ্ল্যাট জালিয়াতি মামলাতেই ফের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি-র স্ক্যানারে অভিনেত্রী তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান। আগামী বুধবার তাঁকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বসিরহাটের প্রাক্তন সাংসদকে এর আগেও এই একই মামলায় দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন আধিকারিকরা। ইডি সূত্রের খবর, গত কয়েক মাসে তদন্তে বেশ কিছু নতুন তথ্য উঠে এসেছে। সেই সূত্রেই নুসরতকে পুনরায় তলব করা হয়েছে। তবে বুধবার হাজিরা দেওয়া নিয়ে কিছুটা টালবাহানা তৈরি হয়েছে। অভিনেত্রী জানিয়েছেন, ওই দিন তিনি দিল্লিতে থাকবেন। তাই সিজিও-র বদলে দিল্লিতে ইডি দপ্তরে জিজ্ঞাসাবাদের আর্জি জানিয়েছেন তিনি। যদিও কেন্দ্রীয় সংস্থা সেই আবেদনে সাড়া দিয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অভিযোগের তির রাজারহাট এলাকায় ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে কোটি কোটি টাকা প্রতারণার দিকে। একটি নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০১৪-১৫ সালে প্রায় ৪০০ জন প্রবীণ নাগরিকের কাছ থেকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করে নেওয়া হয়েছিল। বিনিময়ে তাঁদের এক হাজার বর্গফুটের ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অভিযোগ, বছরের পর বছর কেটে গেলেও কেউ ফ্ল্যাট বা টাকা; কোনওটিই ফেরত পাননি। বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা এই নিয়ে ইডি-র কাছে সরাসরি অভিযোগ জানান। ওই সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন নুসরত। যদিও অভিনেত্রী যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছিলেন, তিনি নির্দোষ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার পদে ছিলেন না। এর আগে ২০২৩ সালে এই একই মামলায় নুসরতকে প্রায় ৬ ঘণ্টা জেরা করেছিল ইডি। সেবার বেরিয়ে এসে তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়েছিলেন যে ইডি তাঁকে আর ডাকবে না। কিন্তু তদন্তের মোড় ঘুরল নতুন তথ্যপ্রমাণ হাতে আসতেই। দ্বিতীয়বারের এই তলব নুসরতের ওপর চাপ বাড়াবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সব মিলিয়ে ফ্ল্যাট বিতর্কে ফের অস্বস্তিতে টলিউড অভিনেত্রী।

এই সংবাদটি গত সোমবার গুরুতর একটি ত্রুটি-সহ প্রকাশিত হয়েছিল। যেখানে লেখা হয়েছিল, রেশনের গম পাচার মামলায় নুসরত জাহানকে তলব করেছে ইডি। যা ভুল। নুসরতকে ইডি তলব করেছে তাঁর ফ্ল্যাট সংক্রান্ত পুরনো মামলায়। রেশন মামলায় কখনওই তাঁর নাম জড়ায়নি। ওই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য নয়া জামানা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত এবং নুসরত-সহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী ।

নদেবাসীর সমর্থনে প্রচারে সোনামণি,উচ্ছ্বসিত শ্যামপুর

সন্দীপ মজুমদার, নয়া জামানা, হাওড়া ঃ শ্যামপুরে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে মঙ্গলবার জনপ্লাবন নামালেন টলিউড অভিনেত্রী সোনামণি সাহা। ১৮তম বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে ১৭৯ নম্বর কেন্দ্রের জোড়াফুল শিবিরের প্রার্থী নদেবাসী জানার সমর্থনে এদিন ডিহিমন্ডলঘাট-১ নম্বর অঞ্চলের নারিকেলদহতে এক বর্ণাঢ্য জনসভা আয়োজিত হয়। প্রিয় অভিনেত্রীকে একঝলক দেখতে ভিড়ের চাপে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। সোনামণি মঞ্চে উপস্থিত হতেই উন্মাদনা তুঙ্গে পৌঁছায়। জনস্রোতের এই উচ্ছ্বাস দেখে সোনামণি বলেন, 'অভিনেত্রী সোনামণি জনস্রোতের এই উন্মত্ততা

দেখে আপ্লুত ও অভিভূত হন।' সভা শেষে ভক্তদের সেলফির আবদার মেটান তিনি। এদিনের মঞ্চে প্রার্থীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ তৃণমূল যুব সভাপতি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। উল্লেখ্য, টানা পাঁচবারের বিধায়ক বর্ষীয়ান কালিপদ মন্ডল বার্ধক্যের কারণে এবার অব্যাহতি চেয়েছিলেন দলনেত্রীর কাছে। ২০২১ সালে তিনি তনুশ্রী চক্রবর্তীকে ৩১,৫১১ ভোটে হারিয়েছিলেন। তাঁর ছেড়ে যাওয়া আসনে এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থাভাজন প্রার্থী হয়েছেন কালিপদবাবুর ছায়াসঙ্গী নদেবাসী জানা। সেই প্রার্থীর হয়েই এদিন প্রচারের পারদ চড়ালেন সোনামণি। সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস জানান দিচ্ছিল, শ্যামপুরের লড়াইয়ে তৃণমূল এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ। সোনামণির উপস্থিতিতে সেই রাজনৈতিক জমি আরও শক্ত হল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 22-04-2026 06:20 Page 4

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

পদ্ম শিবিরে ড্রিম গার্ল হেমা

ভোটের উত্তাপ চড়িয়ে রোড শো-তে জনজোয়ার

অভিজিৎ চক্রবর্তী ।। নয়া জামানা ।। আলিপুরদুয়ার

আলিপুরদুয়ারে বিজেপির ভোটপ্রচারে ঝড় তুললেন বলিউডের ড্রিম গার্ল হেমা মালিনী। মঙ্গলবার দুপুরে বিজেপি প্রার্থী পরিতোষ দাসের সমর্থনে মহাকাল ধাম থেকে চৌপথি পর্যন্ত বিশাল ও বর্ণাঢ্য রোড শো করে শহর মাতিয়ে দিলেন তারকা সাংসদ। হুড খোলা গাড়িতে চেপে মহাকাল ধাম থেকে রোড শো শুরু করতেই গোটা আলিপুরদুয়ার শহর ভেঙে পড়ে রাস্তায়। এক ঝলক ড্রিম গার্লকে দেখতে রাস্তার দুই ধারে মানুষের ঢল নামে। বাড়ির ছাদ, বারান্দা, দোকানের সামনে;সব জায়গায় ছিল উপচে পড়া ভিড়। হেমা মালিনী গাড়ির ওপর থেকে হাত নেড়ে জনতার অভিবাদন গ্রহণ করেন। তাঁকে সামনে পেয়ে আবেগে ভাসেন অনুরাগীরা। অনেকেই মোবাইল ক্যামেরায় মুহূর্ত বন্দি করেন। তারকা প্রচারকের এই সফর ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছিল প্রবল উদ্দীপনা। গেরুয়া পতাকা, ব্যানার আর জয় শ্রীরাম স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা রোড শো। মহাকাল ধাম থেকে চৌপথি পর্যন্ত দীর্ঘ পথে পা ফেলার জায়গা ছিল না। রোড শো-র মাঝে মাঝেই গাড়ি থামিয়ে হাত জোড় করে জনতাকে নমস্কার জানান হেমা। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এদিনের জনজোয়ার প্রমাণ করে দিয়েছে আলিপুরদুয়ারের মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে। তাঁদের বক্তব্য, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখে বোঝা যাচ্ছে এবারও এই আসনে পদ্মফুল ফুটবে। বিজেপি নেতাদের আরও দাবি, রাজ্য সরকারের দুর্নীতি ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানুষ মুখ ফিরিয়েছে। কেন্দ্রের উন্নয়ন আর মোদির গ্যারান্টিতেই আস্থা রাখছে আলিপুরদুয়ার। রোড শো-কে কেন্দ্র করে এদিন শহরের রাজনৈতিক উত্তাপ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। হেমা মালিনীর উপস্থিতিতে বিজেপি শিবিরের মনোবল তুঙ্গে। কর্মীদের চোখেমুখে ছিল জয়ের আত্মবিশ্বাস। রোড শো শেষে বিজেপি নেতারা বলেন, ড্রিম গার্লের এই প্রচার আলিপুরদুয়ারে ভোটের মোড় ঘুরিয়ে দেবে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ভোটের ঠিক আগে হেমা মালিনীর মতো সর্বভারতীয় তারকার প্রচার বিজেপি কর্মীদের চাঙ্গা করার পাশাপাশি সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও প্রভাব ফেলবে। একদিকে তারকা আকর্ষণ, অন্যদিকে বিজেপির সংগঠিত শক্তি; দুটো মিলে শেষ মুহূর্তে প্রচারে বড় ধাক্কা দিল গেরুয়া শিবির। সব মিলিয়ে হেমা মালিনীর এই রোড শো আলিপুরদুয়ারের ভোটযুদ্ধে নতুন মাত্রা যোগ করল। ড্রিম গার্লের হাতছানিতে ভোটের ময়দান সরগরম।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে ভোট নজরদারি ?

সিইও-র কপ্টার সফরে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি

প্রদীপ কুন্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ রাজ্যের নির্বাচনী ইতিহাসে নজির গড়ে বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে চেপে আকাশপথে ভোট পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল।

সোমবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মালদহ, উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহার ঘুরে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে প্রথমে মালদহ, তারপর উত্তর দিনাজপুর এবং শেষে কোচবিহারে পৌঁছে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি যাচাই করেন সিইও। মঙ্গলবার কোচবিহার থেকে বায়ুসেনার কপ্টারে সরাসরি পশ্চিম মেদিনীপুরে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বিকেলেই কলকাতায় ফেরার কথা তাঁর। পুরো সফরে দায়িত্বে রয়েছেন উইং কমান্ডার প্রদীপ এ হরিহরণ। অতীতে ২০০৬ সালে তৎকালীন সিইও দেবাশিস সেন মালদহ ও মুর্শিদাবাদে হেলিকপ্টারে পরিদর্শন করলেও বায়ুসেনার হেলিকপ্টার ব্যবহার করে ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার ঘটনা এই প্রথম। প্রশাসনিক মহলে একে নজিরবিহীন উদ্যোগ বলা হচ্ছে। তবে সিইও-র এই কপ্টার সফর ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। রাজ্যের শাসকদলের অভিযোগ, এই পদক্ষেপ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে অযথা প্রশ্নের মুখে ফেলছে এবং দেশের সামনে নেতিবাচক বার্তা দিচ্ছে। বিদায়ী মন্ত্রী তথা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপারসন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যে এমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যাতে সিইও-কে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে থেকে বায়ুসেনার কপ্টারে করে ভোট পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে হয়। এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করছে। যদিও নির্বাচন কমিশন শিবির শাসকদলের সমালোচনাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তাদের যুক্তি, সীমিত সময়ে বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক এলাকায় দ্রুত পরিদর্শন ও প্রস্তুতি যাচাই করতেই এই ব্যবস্থা। পাশাপাশি ভোটের উপর এর কোনও প্রভাব পড়বে না বলে দাবি করেছে শাসকদলও। সিইও-র এই ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ প্রশাসনিক মহলে নজর কাড়লেও রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্ক উসকে দিয়েছে।

মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যেই মহিলারা সুরক্ষিত নন, মেখলিগঞ্জে হেমার তোপে তৃণমূল

কুশল রায়, নয়া জামানা, মেখলিগঞ্জ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের শেষ মুহূর্তের প্রচারে মেখলিগঞ্জে ঝড় তুললেন বলিউড তারকা তথা বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী। মঙ্গলবার মেখলিগঞ্জের উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট কালিরহাটে বিজেপি প্রার্থী দধিরাম রায়ের সমর্থনে বিশাল জনসভায় যোগ দেন তিনি। প্রিয় ড্রিম গার্লকে একনজর দেখতে সকাল থেকেই কালিরহাটের বল খেলার মাঠে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। দুপুর ১২টা নাগাদ হেলিকপ্টারে সভাস্থলে পৌঁছান হেমা মালিনী। জনসভা থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজে একজন মহিলা হওয়া সত্ত্বেও বাংলায় মহিলারা সুরক্ষিত নন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে কোনো শিল্প নেই, নেই পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান। বাংলার যুবক-যুবতীদের কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হচ্ছে। তৃণমূল সরকার কেন্দ্রীয় জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো আটকে রেখে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করছে। মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে কথা বলতে গিয়ে হেমা মালিনী দাবি করেন, বিজেপি সরকারই একমাত্র মহিলাদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষায় বিশ্বাসী। তৃণমূল এই বিলের বিরোধিতা করে মহিলাদের পিছিয়ে রাখছে বলে তিনি ক্ষোভ উগরে দেন। বাংলায় উন্নয়নের গতি ফেরাতে ডবল ইঞ্জিন সরকার গড়ার ডাক দেন তিনি। নির্বাচনের ঠিক আগে হেমা মালিনীর মতো তারকা প্রচারকের উপস্থিতি মেখলিগঞ্জের বিজেপি শিবিরে বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, সীমান্তবর্তী এই এলাকায় সাধারণ মানুষের আবেগ উসকে দিয়ে ভোটবাক্স ভরাই এখন বিজেপির লক্ষ্য। হেমা মালিনীর এই সফরকে কেন্দ্র করে উছলপুকুরি সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে।

দেবকে দেখতে হাজিরা কামাই, স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে জনসভায় হাজার হাজার চা শ্রমিক

নয়া জামানা ফাঁসিদেওয়া ডেস্ক ঃ সুপারস্টার বলে কথা। তাই তাঁকে এক ঝলক দেখতে দুই ঘণ্টার অপেক্ষা কেউ আমলই দিলেন না। সোমবার ফাঁসিদেওয়া বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কার সমর্থনে মিলনপল্লি মাঠে আয়োজিত জনসভায় প্রধান আকর্ষণ ছিলেন সাংসদ দেব। অভিনেতাকে দেখতে কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি চা শ্রমিকদের প্রায় দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। দর্শকদের একটি বড় অংশ বিভিন্ন চা বাগান থেকে এসেছিল। অনেকে এদিন রোজকার কাজ স্বেচ্ছায় বন্ধ রেখেছিলেন। অভিনেতা দর্শনের সুযোগ হওয়ায় এদিনের আর্থিক ক্ষতিকে তাঁরা হাসিমুখে উড়িয়ে দিয়েছেন। মিলনপল্লির মাঠে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। নির্ধারিত সময়ের প্রায় দু'ঘণ্টা পর পৌনে ৫টা নাগাদ দেব কপ্টার থেকে নামতেই ছবি তোলার হিড়িক পড়ে। অনেকেই অভিনেতার হাতে গোলাপ তুলে দেন। বিধাননগরের এক তরুণীর আই লাভ ইউ দেবদা লেখা প্ল্যাকার্ড দেখে দেব হেসে তাতে সই করেন। মঞ্চে রিনার সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেব রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্পকে হাতিয়ার করেন। উন্নয়ন ভালো লাগলে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার কথা বলেন। ধর্মের নামে রাজনীতি করা মানুষদের ভোট দেওয়া উচিত নয় বলে সাংসদ সবাইকে জানান। যোগী আদিত্যনাথের বলা উত্তর বিহার প্রসঙ্গে দেবের মন্তব্য, কথাটি হয়তো ওঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এটা বিহার নয় বাংলা। এখানে সব রাজ্যের মানুষই থাকেন। অভিনেতা পৌঁছানোর আগেই এদিন মাঠ ভরে

গিয়েছিল। মতিধরের চা শ্রমিক শর্মিলা দাস বলেন, দেবকে দেখতে ৩টার সময় কাজ ছেড়ে গিয়েছিলাম। পরে বসার চেয়ারও পাইনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হল। অভিনেতাকে দেখে খুব ভালো লেগেছে। সৈয়েদাবাদ চা বাগানের সাব্বির এক্কার কথায়, অভিনেতাকে দেখতে ২টা নাগাদ কাজ ছেড়ে মোটরবাইক নিয়ে মিলনপল্লি মাঠে গিয়েছিলাম। মহিলাদের টোটো করে পাঠিয়েছিলাম। দলীয় সভায় গেলে অনেক সময় তেলের টাকা পাওয়া যায়। আজ সেটাও পাইনি। এদিকে হাজিরার টাকাও বাদ গিয়েছে। তবে দেবকে সামনে থেকে দেখে আনন্দ হয়েছে। সভায় এসে জগন্নাথপুরের কিশোরী সোনালি মুর্মু মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। তাকে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। অভিনেতাকে দেখতে না পাওয়ায় কিশোরীর মন খুবই খারাপ। মঞ্চের সামনের চেয়ারে বসা খুদে উর্মি ও সায়ন অবশ্য খোকাবাবুকে দেখে খুবই খুশি। মহিলারা কোলে বাচ্চা নিয়ে এসেছিলেন। দুটি বাচ্চা হারিয়ে গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে। মঞ্চ থেকে মাইকে ঘোষণা করে তাদের পরিবারের হাতে দেওয়া হয়। ধর্মের রাজনীতি প্রসঙ্গে অভিনেতার সংযোজন, বাবরি মসজিদের নামে ভোট চাওয়া হচ্ছে, এটা কি ঠিক। উন্নয়নের নিরিখে ভোট হওয়া উচিত। সেই অনুযায়ী সাধারণ মানুষ তাঁদের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করবেন। বেরিয়ে যাওয়ার আগে আত্মবিশ্বাসী দেব বলে যান, আগের বারের চেয়ে এবারে আমরা অনেক বেশি ভালো ফল করব। অনেক বেশি সিটে জয় হবে।

শেষবেলায় ধূপগুড়িতে তৃণমূলের মেগা মিছিলে জনপ্লাবন

অশোক মিত্র, নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ বিধানসভা নির্বাচনের রণডংকা বাজতেই শেষ মুহূর্তের প্রচারে কার্যত ঝড় তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ডক্টর নির্মল চন্দ্র রায়ের সমর্থনে বিশাল মিছিলে উত্তাল হয়ে উঠল গোটা শহর। তবে এই জনসমুদ্র সামাল দিতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় নেতৃত্বকে। এদিন ধূপগুড়ি কলেজ পাড়ার গণেশ মোড় থেকে মিছিল শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগেই হাজার হাজার কর্মী-সমর্থকের ভিড়ে এলাকাটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, মিছিলে প্রায় ৪০ হাজার মানুষের সমাগম ঘটেছিল।

ভিড়ের চাপে মিছিল সঠিক সময়ে শুরু করতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হয় শীর্ষ নেতাদের। শেষ পর্যন্ত ডক্টর নির্মল চন্দ্র রায়কে সামনে রেখেই ধূপগুড়ির রাজপথ পরিক্রমা করে এই মেগা মিছিল। তৃণমূলের এই শক্তি প্রদর্শনকে আমল দিতে নারাজ বিজেপি শিবির। গেরুয়া শিবিরের দাবি, এই ভিড় প্রার্থীর সমর্থনে নয়, বরং দেব বা কোয়েল মল্লিকের মতো তারকাদের দেখার আশায় এসেছিল। বিজেপির অভিযোগ, গ্রামগঞ্জে ভাওতা দিয়ে প্রচার করা হয়েছিল দেব এবং কোয়েল আসবেন। এমনকি সায়নী ঘোষের আসার কথা থাকলেও তিনি পৌঁছাননি। তারকাদের অনুপস্থিতিতে সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। ভোটের মাত্র দু'দিন আগে তৃণমূলের এই বিশাল মিছিলকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

মিছিলে কর্মীদের মধ্যে যে উন্মাদনা লক্ষ্য করা গেছে, তা শাসক শিবিরের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। তবে এই মিছিলের জেরে শহরজুড়ে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়, যা সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জেলা সম্পাদক রাজেশ কুমার সিং বলেন, আজকের এই জনপ্লাবন প্রমাণ করে দিয়েছে ধূপগুড়ির মানুষ উন্নয়নের পাশেই আছেন।

কোনো ভাওতা নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজের নিরিখেই মানুষ আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমেছেন। বিরোধীরা ভয় পেয়ে এখন অপপ্রচার চালাচ্ছে, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না।

সায়নীর রোড শো ঘিরে উৎসবের আবহ জটেশ্বরে

নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ হুড খোলা গাড়িতে চেপে জটেশ্বরে বর্ণাঢ্য রোড শো করলেন রাজ্য যুব তৃণমূলের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। মঙ্গলবার ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুভাষ চন্দ্র রায়ের সমর্থনে আয়োজিত এই কর্মসূচি ঘিরে এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। জটেশ্বর সুপার মার্কেট থেকে জটেশ্বর ট্র্যাফিক মোড় পর্যন্ত রোড শোতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। হুডখোলা জিপে প্রার্থীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে

রাস্তার দু'ধারে থাকা মানুষের উদ্দেশে হাত নাড়িয়ে জনসংযোগ সারেন সায়নী ঘোষ। সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। রোড শোর শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সায়নী ঘোষ তৃণমূল প্রার্থী সুভাষ চন্দ্র রায়ের পক্ষে ভোটের আবেদন জানান। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন তিনি। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে তৃণমূলকেই পুনরায় নির্বাচিত করার আহ্বান জানান। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রকাশ চিক বড়াইক সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরাও।

২২ এপ্রিল ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

জেলায় 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে'র ফর্ম বিলি বিজেপির, বিধিভঙ্গের নালিশ তুলে সরব তৃণমূল

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ জোড়া ফুল হোক বা পদ্মফুল, ভোট যুদ্ধ জয়ের ক্ষেত্রে রাজ্যে মহিলা ভোটব্যাংকের উপর নজর সকলেরই। বিজেপির দাবি, তারা ক্ষমতায় এলে মহিলাদের তিন হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়া হবে। তবে ক্ষমতায় আসার আগেই রাজ্যে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম ফিলাপে উদ্যত হয়েছে বিজেপি, এমনটাই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে শাসক দল। রাজ্যের শাসকদলের দাবি, স্থানীয় বিজেপি নেতারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম ফিলাপের জন্য তথ্য জোগাড় করছেন। বিজেপি নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে। সোমবার দুপুরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর বিধানসভার ঘাসিপুরে মহিলাদের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম ফিলাপ করানো হচ্ছিল। বিজেপির তরফ থেকে তাদের আধার নাম্বার এবং ব্যাংক ডিটেইলস নেওয়া হচ্ছিল। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যের শাসকদলের অভিযোগ বিজেপি কর্মীরা জনতাকে প্রভাবিত করছে। বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব গোপেন সরকারসহ অন্যান্য কর্মী সমর্থকেরা। এই নিয়ে কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে শাসক শিবির। যদিও এই বিষয়ে হরিরামপুরের বিজেপি প্রার্থী দেবব্রত মজুমদার সাফ জানিয়ে দেন, কমিশন স্বীকৃত ইশতেহার ও সংকল্প পত্রই সব জায়গায় বিলি করা হচ্ছে। তৃণমূল সরকার লক্ষীর ভান্ডার এবং যুব সাথীর প্রচার চালালে সেখানে কোনো সমস্যা যদি না থেকে থাকে, তাহলে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে কেন সমস্যা থাকবে? যদিও এই ঘটনায় তিন বিজেপি কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।

প্রচারের শেষ লগ্নে বালুরঘাটে জনসংযোগে হেভিওয়েট প্রার্থীরা!

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ মানুষ আশীর্বাদ করলে আমরা উন্নয়ন করতে তৈরী, মন্তব্য বালুরঘাটের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অর্পিতা-র।

বালুরঘাটে জয়ের বিষয়ে আশাবাদী অর্পিতা ঘোষ। ২১শে এপ্রিল মঙ্গলবার ছিল প্রথম দফার নির্বাচনের অন্তিম প্রচারের দিন। এদিন বাম - বিজেপি - সব দলের প্রার্থীরাই দিনভর জোরকদমে চালান। বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎ কুমার রায় ২৩নং ওয়ার্ড এলাকায় মিছিল করেন। অপরদিকে বালুরঘাটের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অর্পিতা ঘোষ এদিন দলীয় কর্মীদের সাথে দিনভর একাধিক বৈঠক করেন বলে খবর।

বৈকালে বালুরঘাটে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে মহামিছিল করেন বালুরঘাটের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অর্পিতা ঘোষ। মিছিলটি বালুরঘাট হাই স্কুল ময়দান থেকে শুরু হয়ে কলেজ মোড় - থানা মোড় - ডানলপ মোড় - বাস স্ট্যান্ড হয়ে হিলি মোড়ে সমাপ্ত শেষ হয়। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অর্পিতা ঘোষ বলেন আমরা সবসময় আশাবাদী। আমি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দেখাতে চাই না, আমাদের লড়াই শেষ হয়নি, লড়াই চলছে। তিনি বলেন আমি আশা করছি বালুরঘাটের মানুষ এবার উন্নয়নের পক্ষে তাদের অমূল্য ভোট দেবেন, মানুষ আশীর্বাদ করলে আমরা উন্নয়ন করতে তৈরী।

'ভোট বিজেপিকেই দিতে হবে', শর্ত না মানায় নাবালক ছেলের সামনে বাবাকে মার!

নয়া জামানা, মালদা ঃ ভোটে বিজেপিকেই জেতাতে হবে। গেরুয়া শিবিরের অত্যাধিক মানসিক চাপের পরেও হ্যাঁ বলেননি মানিকচকের রতনটোলার বাসিন্দা আনন্দ মন্ডল। তিনি তার গণতান্ত্রিক অধিকার কোথায় প্রয়োগ করবেন, তা একান্তই ব্যক্তিগত রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, মরিয়া বিজেপি নেতা আনন্দ বাবুকে বলেন ছেলের মাথায় হাত রেখে দিব্যি করতে যে তিনি পদ্ম শিবিরকেই ভোট দেবেন। আনন্দ বাবুকে তাতেও রাজি করানো না গেলে শুরু হয় বেধড়ক মারধর। আক্রান্তের মন্তব্য, ভোটে না জিততেই যদি এই অত্যাচার শুরু হয়, তাহলে এরা ক্ষমতায় আসলে কি করবে?হামলাকারী বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আনন্দবাবু। উল্লেখ্য, অভাবের সংসারে আনন্দবাবুর একমাত্র ভরসা তার নাবালক ছেলে। জানা যায় এদিন ধরমপুর বাজার থেকে ফেরার পথে আনন্দ বাবুর পথ আটকান গ্রামের বিজেপি নেতা মাধব মন্ডল।

অভিযোগ, সেই বিজেপি নেতা আনন্দ বাবুকে অত্যাধিক চাপ দিতে শুরু করেন এই বলে যে তাকে বিজেপিকেই ভোট দিতে হবে। তখন আনন্দ বলেন যাকে ইচ্ছা তাকেই ভোট দেব। এরপরই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ওই বিজেপি নেতা। নাবালক সন্তানের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি কাটতেও বলে সেই বিজেপি নেতা। কথামতো কাজ না করায় মাধব রাঙ্গা স্তায় পড়ে থাকা বৈদ্যুতিক তার দিয়ে আনন্দকে মারধর করে বলে অভিযোগ। এরপর মানিকচক হাসপাতালে আক্রান্তের চিকিৎসা করানো হয়। চিকিৎসার পরে তিনি বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।যদিও এই বিষয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। কিছু মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে বদনাম করার জন্যই এই সমস্ত কাহিনী রটিয়ে বেড়াচ্ছে।

'অন্নপূর্ণা' প্রকল্পের প্রলোভন, দুয়ারে বিজেপির ফর্ম বিলি ঘিরে তুমুল উত্তেজনা!

দুলাল সিংহ, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ ভোটের আগে বালুরঘাটে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। বিজেপির বিরুদ্ধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রলোভন দেখানোর অভিযোগ তুলে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

মঙ্গলবার বালুরঘাট শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, এদিন দুপুরে বিজেপি কর্মীরা এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে 'অন্নপূর্ণা' প্রকল্পের নামে মহিলাদের প্রলোভন দেখায়। শুধু তাই নয়, ওই প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে মহিলাদের আধার কার্ডের তথ্য ও ফোন নম্বর সংগ্রহ করা হচ্ছিল বলেও দাবি তাদের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বচসা বাধে এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।অন্যদিকে বিজেপির দাবি, তারা কোনও প্রলোভন দেখায়নি। শুধুমাত্র দলের নির্বাচনী ইস্তেহারে উল্লেখ থাকা বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জানাতেই বাড়ি বাড়ি প্রচার চালানো হচ্ছিল। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত এলাকায় পৌঁছায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকে জানানো হলে ঘটনাস্থলে আসে ফাস্ট ফ্লাইং টিম। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি তারা 'অন্নপূর্ণা' প্রকল্প সংক্রান্ত ফর্মের একটি বান্ডিল বাজেয়াপ্ত করে। নির্বাচনের মুখে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে।

শেষ লগ্নে শক্তি প্রদর্শন, হুড খোলা গাড়িতে জাকির আবেদিনের ঝড়ো প্রচার

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রচারের শেষ দিনে চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রে জোরদার প্রচারে নামলেন কংগ্রেস প্রার্থী জাকির আবেদিন। মঙ্গলবার গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় হুড খোলা গাড়িতে করে রোড শো করেন তিনি।

গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন প্রার্থী।এদিনের প্রচারে কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক বাইক মিছিল করে অংশগ্রহণ করেন। ফলে গোটা এলাকায় নির্বাচনী আবহ তুঙ্গে ওঠে। প্রার্থীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মসিরুদ্দিন, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব।প্রচার চলাকালীন জাকির আবেদিন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও তোলাবাজির অভিযোগ তুলে বলেন, চোপড়ার সাধারণ মানুষ এবার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিতে চান। মানুষ পরিবর্তন চান এবং আমি আশাবাদী, তাঁরা আমাদের বিপুল ভোটে জয়ী করবেন।প্রচারের শেষ দিনে এই শক্তি প্রদর্শনকে কেন্দ্র করে চোপড়া বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে। প্রশাসনের তরফেও ভোটকে শান্তিপূর্ণ করতে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।

ইভিএম নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার, ইসলামপুরে শেষ মুহূর্তে তৃণমূলের জোরালো ঝাঁপ

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ইসলামপুরে প্রচারের শেষ দিনে জোরকদমে মাঠে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা অব্দি ইসলামপুর ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনোরিটি সেলের ব্লক সভাপতি মানজার আলমকে ইভিএম মেশিনের নমুনা নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার চালাতে দেখা যায়।সাধারণ ভোটারদের কাছে গিয়ে তিনি ভোটদানের পদ্ধতি বোঝানোর পাশাপাশি তৃণমূল প্রার্থী কানাইলাল আগারওয়ালের পক্ষে সমর্থন চেয়েছেন।

অন্যদিকে রামগঞ্জ এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও একই ছবি ধরা পড়ে। সেখানে তৃণমূল কর্মী পঙ্কজ ভগত ইভিএম মেশিন নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। প্রচারের শেষ দিনেও তৃণমূলের এই তৎপরতা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে, কোনো খামতি রাখতে চাইছে না দল।প্রচারের সময় মানজার আলম মহিলা ভোটারদের সঙ্গে লক্ষ্মীর ভান্ডার-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, মহিলারাই তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি। তাঁরা এক নম্বর বোতাম টিপে কানাইলাল আগারওয়ালকে বিপুল ভোটে জয়ী করবেন। তিনি আরও জানান, আগামী ২৩ তারিখ সকাল সকাল ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হয়েছে। তাঁর দাবি, এবারে ইসলামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী প্রায় ৫০ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করবেন। এদিন বিভিন্ন এলাকায় প্রচারের সময় স্থানীয় বাসিন্দারা মানজার আলমকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন। অনেকেই জানান, প্রার্থী উপস্থিত না থাকলেও ব্লক সভাপতি হিসেবে মানজার আলমকে পাশে পেয়ে তারা খুশি। মানজার আলমও আশ্বাস দেন, তিনি ভবিষ্যতেও এলাকার মানুষের পাশে থাকবেন।

পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন কলেজের নৈশ্য প্রহরী, শোকের ছায়া শিক্ষাঙ্গনে

দিলীপ কুমার তালুকদার, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দুইদিন মানুষে টানাটানির পর জীবনযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করলেন বুনিয়াদপুরের এক বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষন কলেজের সদাহাস্যময় নৈশপ্রহরী ভবেশ মন্ডল(৬০)।মৃতের বাড়ি বুনিয়াদপুর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাশিমপুরে।জানা গেছে, গত রবিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্কুটি চালিয়ে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন।পিছলা নামক স্থানে উল্টো দিক থেকে আসা একটা পিক আপ ভ্যানের সাথে তার স্কুটির ধাক্কা লাগলে তিনি রাস্তায় পড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাত পান।রক্তাক্ত এবং অচেতন অবস্থায় তাকে প্রথমে রশিদপুর গ্রামীন হাসপাতাল আনা হয়।সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে গঙ্গারামপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি সোমবার বিকালে মারা যান।তার অকাল মৃত্যুতে এলাকাবাসীর সঙ্গে কলেজের পরিচালকমন্ডলী এবং পড়ুয়ারা গভীর দুখ প্রকাশ করেছেন।কলেজের এক অন্যতম প্রশাসক সত্যেন মহন্ত বলেন, ভবেশদা প্রানবন্ত এবং খুব সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।নৈশ প্রহরী হলেও তার মিষ্টি ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন।তার অকাল মৃত্যুতে আমরা সকলে মর্মাহত।মঙ্গলবার বিকালে ময়নাতদন্ত শেষে তার মরদেহ বাড়িতে পৌঁছালে সকলে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।এদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় শ্মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

প্রচারের শেষ লগ্নে মোথাবাড়ির তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে মেগা বাইক র‍্যালি

নয়া জামানা, মালদা ঃ মঙ্গলবার ভোট প্রচারের শেষ লগ্নে বিশাল বাইক র‍্যালির মাধ্যমে জোরদার প্রচারে নজর কাড়লেন মালদা জেলার মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নজরুল ইসলাম।এদিন বিকেলে তার সমর্থনে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অচিন্তলা হাট এলাকা থেকে বাইক র‍্যালি শুরু করে।

এরপর মোথাবাড়ি চৌরঙ্গী হয়ে গীতা মোড়, বাঙ্গিটোলা, পঞ্চনন্দপুর ঘুরে উত্তর লক্ষীপুর স্ট্যান্ড পরিক্রমা করে শেষ পর্যন্ত মোথাবাড়ি পিডব্লিউডি মাঠে এসে এই বিশাল মিছিলের সমাপ্তি ঘটে। ভোট প্রচারের শেষ দিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।প্রচার শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল প্রার্থী নজরুল ইসলাম জানান, মোথাবাড়ি এলাকার হাজার হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বাইক মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি আরও কি বলেন শুনুন তার মুখ থেকেই

প্রচারের শেষ লগ্নে বালুরঘাটে জনসংযোগে হেভিওয়েট প্রার্থীরা!

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ মানুষ আশীর্বাদ করলে আমরা উন্নয়ন করতে তৈরী, মন্তব্য বালুরঘাটের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অর্পিতা-র। বালুরঘাটে জয়ের বিষয়ে আশাবাদী অর্পিতা ঘোষ। ২১শে এপ্রিল মঙ্গলবার ছিল প্রথম দফার নির্বাচনের অন্তিম প্রচারের দিন। এদিন বাম - বিজেপি - সব দলের প্রার্থীরাই দিনভর জোরকদমে চালান। বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎ কুমার রায় ২৩নং ওয়ার্ড এলাকায় মিছিল করেন। অপরদিকে বালুরঘাটের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অর্পিতা ঘোষ এদিন দলীয় কর্মীদের সাথে দিনভর একাধিক বৈঠক করেন বলে খবর। বৈকালে বালুরঘাটে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে মহামিছিল করেন বালুরঘাটের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অর্পিতা ঘোষ। মিছিলটি বালুরঘাট হাই স্কুল ময়দান থেকে শুরু হয়ে কলেজ মোড় - থানা মোড় - ডানলপ মোড় - বাস স্ট্যান্ড হয়ে হিলি মোড়ে সমাপ্ত শেষ হয়। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অর্পিতা ঘোষ বলেন আমরা সবসময় আশাবাদী। আমি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দেখাতে চাই না, আমাদের লড়াই শেষ হয়নি, লড়াই চলছে। তিনি বলেন আমি আশা করছি বালুরঘাটের মানুষ এবার উন্নয়নের পক্ষে তাদের অমূল্য ভোট দেবেন, মানুষ আশীর্বাদ করলে আমরা উন্নয়ন করতে তৈরী।

ভোটের মুখে 'ড্রাই ডে', দেশী-বিদেশি মদের দোকানের শাটার বন্ধ!

রবিন মুরমু, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ আগামী ২৩ শে এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ২৯৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট। প্রথম দফার ভোটে কোন রকম যাতে অপ্রীতিকরের ঘটনা না ঘটে, সেই দিকটা লক্ষ্য রেখে ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতো রাজ্যের আবগারি দপ্তরের পক্ষ থেকে সমস্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত দেশি ও বিদেশী মদের দোকানে তালা ঝুলালো প্রশাসন।

রবিবার রাত্রি থেকেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পাশাপাশি হিলি ব্লকের তিওর ত্রিমোহিনী বালুপাড়া হিলি সহ বিভিন্ন এলাকায় যে সকল লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকানগুলি আছে সেসব দোকানগুলিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। আগামী ২৩ তারিখ পর্যন্ত ভোট প্রক্রিয়া না শেষ হওয়া পর্যন্ত কোনোভাবেই মদের দোকানগুলি খোলা হবে না বলে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে আবগারি দপ্তরের পক্ষ থেকে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আনাচে-কানাচে সুযোগ বুঝে যে সকল ভ্রাম্যমান এবং অবৈধভাবে হোটেল গুলিতে মদের কারবার চলত,

বিষয়টি তারা আগাম বুঝতে পেরে ব্যবসায়ীরা গোপনে মদ গুলি রেখে স্টক করে দেন। ৫০০ টাকার মদের দাম বিক্রয় করা হচ্ছে ৮০০ টাকা এবং ৮০০ টাকার মদের দাম বিক্রয় করা হচ্ছে ১১০০ টাকায়। চার দিন ধরে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতো আবগারি দপ্তরের পক্ষ থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত এই মদের দোকানগুলিতে তালা ঝুলে যাওয়া কারণে চরম সমস্যায় পড়েছেন নিত্যদিন সুরা সেবনকারীরা।

ভোটের ২ দিন আগে ইসলামপুরে যুবকের রহস্য মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুর থানার অন্তর্গত গুনজুরিয়া এলাকায় এক যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের নাম নুর আজম (২৮)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি এলাকায় প্রভাবশালী ও নেতৃত্বদানের ভূমিকায় পরিচিত ছিলেন।অভিযোগ অনুযায়ী, সম্প্রতি রেশিয়া এলাকায় গুনজুরিয়ার দুই বাসিন্দাকে কিছু দুষ্কৃতী অপহরণ করে নিয়ে যায়। সেই ঘটনার মীমাংসা করতেই নুর আজম সেখানে যান।স্থানীয়দের দাবি, ওই দুই ব্যক্তি মুম্বাইয়ে কাজ করতেন এবং বাড়ি ফেরার পর তাঁদের কাছে চাঁদা দাবি করা হয়। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় তাঁদের জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে আরও জানা যায়, নুর আজমকে কোনও নেশাজাতীয় পদার্থ প্রয়োগ করা হয়েছিল বলে সন্দেহ। সোমবার দুপুর প্রায় ২টা নাগাদ তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলেও পরে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকেই তাঁর আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, তিনি আতঙ্কিত অবস্থায় এদিক-সেদিক

দৌড়াতে থাকেন এবং চিৎকার করে বলেন, আমাকে মেরে ফেলবে, আমাকে বাঁচাও।পরিস্থিতির অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে দ্রুত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।মঙ্গলবার ইসলামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হলে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। যদিও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। পরিবারের তরফে নিরপেক্ষ ও সঠিক তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিও উঠেছে। ইতিমধ্যেই ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র দু'দিন আগে এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপে সরব হয়েছে, ফলে পরিস্থিতি ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

গাজোলে তৃণমূলের মেগা শো, শেষ মুহূর্তের প্রচারে প্রসেনজিৎ দাসের সমর্থনে জনজোয়ার

আহমেদ বাপি, নয়া জামানা, মালদা ঃ বৃহস্পতিবার ভোট, আর তার আগে মঙ্গলবারই শেষ হচ্ছে প্রচারের সময়সীমা।

তাই শেষবেলায় এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ রাজনৈতিক দলগুলি। মালদার গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রে আজ তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রসেনজিৎ দাসের সমর্থনে আয়োজিত হলো এক বিশাল বর্ণাঢ্য মহা মিছিল। প্রখর রোদ আর দাবদাহকে উপেক্ষা করেই রাস্তায় নামল হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক।ভোটের নির্ঘণ্ট যত এগিয়ে আসছে, মালদার গাজোলে ততই চড়ছে রাজনীতির পারদ। আজ গাজোল হাই স্কুল মাঠ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের এই মহা মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলের সামনের সারিতেই উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসেনজিৎ দাস। পরনে সাদা জামা, গলায় দলীয় উত্তরীয়; সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে এবং জনসংযোগের মাধ্যমে জয়ের বিষয়ে ১০০ শতাংশ আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন তিনি।মিছিলটি শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এটি রূপ নিয়েছিল এক উৎসবে।

মিছিলে ছিল ঢাক, ব্যান্ডপার্টি এবং বিভিন্ন বাজনার সমারোহ। সেই সঙ্গে তৃণমূলের চিরাচরিত স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গাজোলের আকাশ-বাতাস। প্রখর রোদ আর তীব্র গরমকে তুচ্ছ করে কর্মীদের মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেছে, তা ছিল চোখে পড়ার মতো।প্রসেনজিৎ দাস বলেন, মানুষের ঢলই বলে দিচ্ছে তারা উন্নয়নকে বেছে নিয়েছে। এই লড়াইয়ে জয় আমাদেরই হবে। গাজোল জুড়ে মানুষের যে ভালোবাসা আমি পাচ্ছি, তাতে আমি জয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। গাজোল হাই স্কুল মাঠ থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলা থেকে শুরু করে রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ নিতে দেখা যায় প্রার্থীকে। প্রচারের শেষবেলায় এই মহা মিছিল বিরোধীদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।এখন দেখার, এই বিপুল জনসমর্থন বৃহস্পতিবার ব্যালট বক্সে কতটা প্রতিফলিত হয়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 22-04-2026 06:20 Page 6

নাড্ডার হেলিকপ্টার বিভ্রাট! চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ উত্তরবঙ্গে শেষ মুহূর্তের ভোটপ্রচার জোরকদমে চলছে। আগামী বৃহস্পতিবার রাজ্যে প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, তার আগে মঙ্গলবার বিকাল থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে প্রচার। এই আবহেই মুর্শিদাবাদের বড়ঞা বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে এসে হেলিকপ্টার বিভ্রাটে পড়লেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। সূত্রের খবর, এদিন বিজেপি প্রার্থী সুখেনকুমার বাগদির সমর্থনে মুর্শিদাবাদ-এ পৌঁছন তিনি। বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ ডাকবাংলা কৃষকমাণ্ডির মাঠে তৈরি হেলিপ্যাডে তাঁর হেলিকপ্টার অবতরণ করে। সেখান থেকে গাড়িতে করে প্রচারস্থলে যান নাড্ডা। বড়ঞার পাঁচথুপি গ্রামে প্রার্থীকে পাশে নিয়ে খোলা গাড়িতে প্রায় ৪৫ মিনিটের রোড শো করেন তিনি। এই কর্মসূচিতে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। রোড শো শেষে দুপুর আড়াইটে নাগাদ তিনি ফের হেলিপ্যাডে ফিরে আসেন। তবে হেলিকপ্টারে ওঠার পরই দেখা দেয় প্রযুক্তিগত সমস্যা। কিছুক্ষণ হেলিকপ্টারটি উড়তে না পারায় নাড্ডাকে নেমে হেলিপ্যাডেই অপেক্ষা করতে হয়। এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় কিছুটা চাঞ্চল্য ছড়ায় এবং বহু মানুষ কপ্টার দেখার জন্য মাঠে ভিড় জমান। যদিও পরে জানা যায়, বড় ধরনের কোনও ত্রুটি ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্যার সমাধান করা হয় এবং এরপরই পরবর্তী কর্মসূচির উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টারে রওনা দেন তিনি। এদিনের প্রচারসভা ও রোড শো থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি-র এই শীর্ষ নেতা তীব্রভাবে আক্রমণ শানান তৃণমূল কংগ্রেস-এর বিরুদ্ধে। তাঁর দাবি, আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করে বাংলায় সরকার গঠন করবে। এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

দীর্ঘ ১৫ বছর পর ভোটাধিকার প্রয়োগ, উন্নত শিক্ষার দাবি অর্ঘ্যের

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কান্দি শহরের গবেষক অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়। বহু বছর বিদেশে কাটানোর পর এ বছর বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে দেশে ফিরেছেন তিনি। প্রায় ২০০৯ সালের পর ফের নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন অর্ঘ্য। তাঁর কথায়, 'এবারের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই দূর দেশ পুয়ের্তোরিকো থেকে ফিরে আসতেই হল।' অর্ঘ্য বর্তমানে পুয়ের্তো রিকো বিশ্ববিদ্যালয়-তে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত। নিজস্ব ল্যাব, ছাত্রছাত্রী এবং গবেষণার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁর ইচ্ছা, ভবিষ্যতে দেশে ফিরে কাজ করার। তিনি জানান, 'পশ্চিমবঙ্গে গবেষণার পরিকাঠামো এখনও পর্যাপ্ত নয়, বিশেষ করে থিয়োরিটিক্যাল ফিজিক্স ও এআই-এর ক্ষেত্রে।' কান্দি রাজ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর মেধার জোরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন অর্ঘ্য। পরে ভোপাল থেকে পিএইচডি এবং চেন্নাইতে পোস্ট ডক্টরেট সম্পন্ন করেন। গবেষণার সূত্রে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা, বেলজিয়াম ঘুরে বর্তমানে পুয়ের্তোরিকোয় কর্মরত। তবে দীর্ঘদিন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারায় তাঁর মধ্যে আক্ষেপ ছিল। এবারে সেই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি। পরিবারের সদস্যরা;স্ত্রী, বাবা ও মা;ভারতেই থাকেন, যা তাঁর দেশে ফেরার ইচ্ছাকে আরও জোরদার করেছে। অর্ঘ্যের দাবি, রাজ্যে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন জরুরি। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা;সব ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদে নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু হলে স্থানীয় মেধাবীরা উপকৃত হবেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও অবাধ হোক এবং যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, তারা যেন শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়। তাঁর কথায়, 'বিদেশে নয়, নিজের মাটিতেই গবেষণার সুযোগ তৈরি হোক;এটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা।'

তৃণমূলের বিশাল বাইক র‍্যালি ও পদযাত্রা

নয়া জামানা ,ভগবানগোলায় ঃ নির্বাচনী প্রচারের একেবারে অন্তিম পর্যায়ে শক্তি প্রদর্শনে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। ভগবানগোলা ব্লক,২ তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে রানিতলা মোড় থেকে খড়িবোনা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো এক বৃহৎ বাইক র‍্যালি ও পদযাত্রা। দলের মনোনীত প্রার্থী রেয়াত হোসেন সরকারের সমর্থনে এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সবুজ আবির, দলীয় পতাকা ও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে সমগ্র এলাকা। র‍্যালি ও পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়, যা নির্বাচনের প্রাক্কালে দলের শক্তি প্রদর্শনের স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। কর্মসূচি শেষে প্রার্থী রেয়াত হোসেন সরকার আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে জানান, আগামী ৪ মে ভগবানগোলা বিধানসভায় 'সবুজ ঝড়' বইবে। তাঁর দাবি, বিরোধী দল সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের ঝড় তুললেও সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষেই রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমাদের জয় নিয়ে কোনো সংশয় নেই, মানুষ আমাদের ওপর আস্থা রেখেছে।' নির্বাচনের ঠিক আগে এই বৃহৎ কর্মসূচিকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। এখন দেখার, ভোটের ফলাফলে এই আত্মবিশ্বাস কতটা প্রতিফলিত হয়।

জাফরাবাদে ইতিহাসের ছাপ ঃ মীর জাফরের বংশধর ও ১১০০ কবরের নিঃশব্দ সাক্ষ্য

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ মুর্শিদাবাদের পলাশি সংলগ্ন জাফরাবাদ আজও বহন করছে ইতিহাসের ভার। বাংলার নবাবি আমলের অন্যতম বিতর্কিত চরিত্র মীর জাফর-এর বসবাস ছিল এই অঞ্চলেই। সময়ের সঙ্গে তিনি ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিলেও, তাঁর বংশধরদের উপস্থিতি এখনও টিকে আছে জাফরাবাদের ভগ্নপ্রায় প্রাসাদে। স্থাপত্যশৈলীতে অতীতের ছাপ স্পষ্ট, যা আজও পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। এই এলাকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ জাফরাবাদের ঐতিহাসিক কবরস্থান। এখানে রয়েছে প্রায় ১১০০টি কবর, যেগুলির অধিকাংশই মীর জাফর-এর পরিবারের সদস্যদের। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, নবাব পরিবারের পর্দানসীন মহিলাদের জন্য আলাদা ও কিছুটা আড়ালে রাখা কবরস্থান, যা সেই সময়কার সামাজিক রীতিনীতির প্রতিফলন বহন করে। শুধু মানুষের কবরই নয়, এই কবরস্থানে ইতিহাসের এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তও দেখা যায়। জানা যায়, মীর জাফরের পুত্র মীরান-এর পোষ্য দুই পাখির কবরও এখানে সংরক্ষিত রয়েছে, যা এই স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে আরও অনন্য করে তুলেছে। মুর্শিদাবাদের অলিগলি জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ইতিহাসের ভাণ্ডারে জাফরাবাদের এই কবরস্থান এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে, যা অতীত ও বর্তমানের এক জীবন্ত সেতুবন্ধন।

ভরতপুরে প্রচারের শেষ লগ্নে শক্তি প্রদর্শন তৃণমূলের

আইয়ুব আলী, নয়া জামানা, ভরতপুর ঃ মঙ্গলবার, একুশে এপ্রিল ভরতপুর ডাঙ্গাপাড়া পেট্রোল পাম্প থেকে ভরতপুর কিষাণ মান্ডি পর্যন্ত একটি বিশাল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এই মিছিলে পা মেলান ভরতপুর এক নম্বর ব্লকের পাঁচটি অঞ্চলের কর্মী-সমর্থক ও নেতৃত্ব। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান সুমন।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভরতপুর এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নজরুল ইসলাম টারজেন, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সদস্য বাবর আলী, ভরতপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রতিনিধি সেলিম শেখ এবং ভরতপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শাহাদুল্লাহ শেখ (সাধু),

মুর্শিদাবাদ জেলা যুব সাধারণ সম্পাদক নুর আলম শেখ ওরফে রাজু, ছাত্র পরিষদ ভরতপুর এক নম্বর ব্লক সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেস মঈন খান, তৃণমূল কংগ্রেস অঞ্চল সভাপতি আমির হামজা থাম। প্রচারের শেষ পর্যায়ে এই মিছিল ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছিল প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা। রাস্তাজুড়ে স্লোগান, পতাকা এবং মানুষের ভিড়ে মুখর হয়ে ওঠে এলাকা। পাঁচটি অঞ্চলের প্রধান ও অঞ্চল সভাপতিদের উপস্থিতিতে মিছিলটি এক শক্তিশালী জনসমর্থনের বার্তা দেয়। ভোটের আগে শেষ মুহূর্তে এই নজরকাড়া র‍্যালি ভরতপুরের রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

তৃণমূল সরকার আবার ক্ষমতায় আসবে ঃ শতাব্দী রায়

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের জোরালো শক্তিপ্রদর্শন দেখা গেল। বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায় এদিন প্রচারে অংশ নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সুরে জানালেন, আবারও রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরবে তৃণমূল সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ছিল প্রথম দফার ভোটের আগে শেষ প্রচারের দিন। সেই উপলক্ষে খড়গ্রাম বিধানসভার শেরপুর থেকে খড়গ্রাম পর্যন্ত হুড খোলা গাড়িতে রোড শো করেন তৃণমূল প্রার্থী আশিষ মার্জিত। তাঁর সমর্থনে এই প্রচারে অংশ নেন শতাব্দী রায় ছাড়াও জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ খলিলুর রহমান। রোড শোতে কয়েকশো মোটরবাইকের উপস্থিতি এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি করে। প্রখর রোদ উপেক্ষা করেই রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমায় সাধারণ মানুষ। শেরপুর থেকে খড়গ্রাম থানা পর্যন্ত পুরো পথ জুড়েই ছিল মানুষের উচ্ছ্বাস। হাত নেড়ে, স্লোগানে এবং ফুল ছুঁড়ে নেতাদের স্বাগত জানান স্থানীয়রা। জনসমাগম দেখে উচ্ছ্বসিত শতাব্দী রায় বলেন, অএত মানুষের ভালোবাসা পেয়ে আমি অভিভূত। এই সমর্থনই প্রমাণ করে মানুষ আমাদের সঙ্গেই আছেন।দ তিনি আরও দাবি করেন, বিরোধীরা যতই চেষ্টা করুক না কেন, রাজ্যের মানুষ উন্নয়নের পক্ষে ভোট দেবেন। তাঁর কথায়, তৃণমূল সরকারের একাধিক জনমুখী প্রকল্প মানুষের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। সেই কারণেই আবারও মানুষ আমাদের উপর আস্থা রাখবেন।দ উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদসহ রাজ্যের একাধিক জেলায় প্রথম দফার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে শেষ মুহূর্তের প্রচারে সব রাজনৈতিক দলই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তবে খড়গ্রামে তৃণমূলের এই রোড শো কার্যত শক্তি প্রদর্শনের বার্তা দিয়েছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। নির্বাচনের আগে এই জনসমর্থনকে পুঁজি করেই জয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী তৃণমূল নেতৃত্ব। এখন দেখার, ভোটের ফলাফলে সেই আত্মবিশ্বাস কতটা বাস্তবায়িত হয়।

রাতভর দৌড়ে রক্তের জোগান, দুই প্রাণ বাঁচাল ফারহানা ও দল

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর কলেজের এনএসএস ইউনিটের বর্তমান ক্যাপ্টেন ফারহানা খাতুন মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। রাত প্রায় ৯টা নাগাদ খবর আসে, লালবাগ হাসপাতালে ভর্তি এক বয়স্ক মহিলার জরুরি ভিত্তিতে ও রক্তের প্রয়োজন, কিন্তু কোনো ডোনার মিলছে না। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ফারহানা সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোগ নেন। একের পর এক যোগাযোগ করে অবশেষে রাত ১১টা নাগাদ একজন রক্তদাতার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন।এতেই শেষ নয়।

একই সময়ে খবর আসে, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জরায়ুর টিউমারে আক্রান্ত এক রোগীর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তার জন্য প্রয়োজন এবি রক্ত। আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠেন ফারহানা ও তার টিম। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ আরও দুইজন ডোনারের ব্যবস্থা করা হয়। পরদিন ভোরে তারা হাওড়া ইন্টারসিটি ট্রেনে আজিমগঞ্জ পৌঁছে প্রথমে লালবাগ হাসপাতালে গিয়ে ওই বয়স্ক মহিলার জন্য ও রক্তদান সম্পন্ন করেন। এরপর সেখান থেকে সরাসরি মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে এবি রক্তদাতাদের নিয়ে অসুস্থ মহিলার পাশে দাঁড়ান। এই মানবিক কাজে ফারহানার সঙ্গে ছিলেন আয়ুশি সাহা, পাপড়ি বোরাল এবং গুনগুন হালদার। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দুইজন সংকটাপন্ন রোগীর প্রাণ রক্ষা সম্ভব হয়।ফারহানা খাতুন বর্তমানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জঙ্গিপুর কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করছেন। তার এই উদ্যোগে পাশে রয়েছেন এন এস এস প্রোগ্রাম অফিসার এবং তার সিনিয়র সৌভিক চট্টরাজ, যিনি সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন। এই ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে, আজকের প্রজন্ম শুধু পড়াশোনায় নয়, মানবিক মূল্যবোধেও এগিয়ে। ফারহানা ও তার দল যে সাহস, নিষ্ঠা ও মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যিই কুর্নিশের যোগ্য।

বাড়ির ছাদে বোমা বিস্ফোরণ! ঝাড়খণ্ড থেকে আটক কংগ্রেস নেতা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ফরাক্কার মানিকতলা এলাকায় বাড়ির ছাদে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেফতার হলেন বাড়ির মালিক সাইমুল হক। সোমবার রাতে ঝাড়খণ্ডের পাকুড় থেকে তাঁকে আটক করে ফরাক্কা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সাইমুল হক গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তিনি ফরাক্কা থানার নয়নসুখ মানিকনগর এলাকার ১৩৬ নম্বর বুথের বাসিন্দা। বিস্ফোরণের ঘটনার পর থেকেই তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ছিলেন না, যা সন্দেহ আরও বাড়িয়েছে। সোমবার সকালে হঠাৎই সাইমুলের বাড়ি থেকে বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। স্থানীয়রা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বিস্ফোরণের জেরে বাড়ির ছাদের একটি অংশ ভেঙে পড়ে। সেই সময় বাড়িতে নির্মাণকাজ চলছিল বলে জানা যায়। রাজমিস্ত্রিরা ছাদের দেওয়াল গাঁথার কাজ করছিলেন। অভিযোগ, কাজের সময় ছাদের এক কোণে রাখা দুটি বোমা আচমকাই ফেটে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফরাক্কা থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু হয় তদন্ত। তবে বিস্ফোরণের পর বাড়ির কাউকে না পাওয়ায় ঘটনার রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও তীব্র হয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, পুরো ঘটনাটি সাজানো এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিও উঠেছে। বর্তমানে পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং বিস্ফোরণের উৎস ও কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ফরাক্কার মানিকতলা এলাকায় বাড়ির ছাদে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেফতার হলেন বাড়ির মালিক সাইমুল হক। সোমবার রাতে ঝাড়খণ্ডের পাকুড় থেকে তাঁকে আটক করে ফরাক্কা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সাইমুল হক গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

জোট ভাঙলেও মিম প্রার্থীর হয়ে ময়দানে হুমায়ুন কবীর

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ কান্দিতে রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মোড়। অল ইন্ডিয়া মজলিস-এ-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (মিম)-এর সঙ্গে জোট ভাঙার পরও দলের প্রার্থীর হয়ে প্রচারে দেখা গেল এজেইউপি নেতা হুমায়ুন কবীর-কে। সোমবার কান্দির হিজল এলাকায় আয়োজিত এক জনসভায় মিম প্রার্থী মেসবাহুল ইসলামের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন তিনি।

সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অপূর্ব সরকার এবং তাঁর দাদা পার্থপ্রতিম সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন হুমায়ুন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে স্থানীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ। তবে রাজনৈতিক সমালোচনার পাশাপাশি তিনি জেলার সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু জনসংখ্যার অনুপাত নিয়েও মন্তব্য করেন, যা নতুন করে বিতর্ক উসকে দিয়েছে। মিম প্রার্থীর হয়ে প্রচারে নামার কারণ হিসেবে হুমায়ুন জানান, মেসবাহুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, তআমার মূল লক্ষ্য কান্দির বর্তমান তৃণমূল বিধায়ককে হারানো।দ একসময় মিমের সঙ্গে জোটে থাকায় ওই আসনে প্রার্থী দেয়নি তাঁর দল। ফলে এখন তিনি প্রকাশ্যে মিম প্রার্থীকে সমর্থন করছেন। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই একটি ভাইরাল ভিডিওকে কেন্দ্র করে বিতর্কে জড়ান হুমায়ুন কবীর। সেই ঘটনার পর মিম নেতৃত্ব, যার অন্যতম মুখ আসাদউদ্দিন ওয়েইসি, এজেইউপির সঙ্গে জোট ভেঙে দেয়। ফলে দুই দলের সম্পর্কের অবনতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে জোট ভাঙার পরও হুমায়ুনের মিমের হয়ে প্রচারে অংশগ্রহণ রাজনৈতিক মহলে নতুন প্রশ্ন তুলেছে। বিশেষ করে, ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক কোন দিকে যাবে, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। কান্দির এই জনসভা সেই রাজনৈতিক তরজাকে আরও উসকে দিল বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

প্রচারে বাধা অভিযোগ, নওদায় পুলিশের সঙ্গে হুমায়ুনের বচসা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ প্রচারের একেবারে শেষ লগ্নে মুর্শিদাবাদের নওদা বিধানসভা কেন্দ্র উত্তপ্ত হয়ে উঠল। আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হুমায়ুন কবিরের নির্বাচনী প্রচার ঘিরে পুলিশ ও তাঁর মধ্যে তীব্র বচসা পরিস্থিতিকে রণক্ষেত্রের চেহারা দেয়। মঙ্গলবার বিকেলে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে প্রচারে বেরোতেই পুলিশ তাঁর পথ আটকে দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। সমর্থকদের এগোতেও বাধা দেওয়া হয়, যা ঘিরে দ্রুত উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাস্থলেই পুলিশের সঙ্গে সরাসরি বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন হুমায়ুন কবির। প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচার থামানোর চেষ্টা চলছে। এমনকি কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের ধমক দিতেও দেখা যায় তাঁকে। তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে শাসকদলের প্রভাব খাটানোর অভিযোগ তুলে কটাক্ষ করেন। অন্যদিকে পুলিশের দাবি, ওই প্রচার কর্মসূচির জন্য আগে থেকে কোনো বৈধ অনুমতি নেওয়া হয়নি। প্রশাসনের বক্তব্য, নিয়ম মেনেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়েছে। তবে এই দাবি মানতে নারাজ প্রার্থী। তাঁর পাল্টা বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই প্রচারে নামা হয়েছিল। তবুও বাধা দেওয়া হচ্ছে, যা বিরোধীদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা বলে তিনি দাবি করেন। প্রথম দফার ভোটের আগে প্রচারের সময়সীমা শেষ হতে আর কয়েক ঘণ্টা বাকি। তার মধ্যেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা বজায় থাকায় পুলিশ টহল জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে প্রশাসন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 22-04-2026 06:20 Page 7

আশীষ-অভিজিৎ এর সমর্থনে উন্নয়নের বার্তা, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শোয়ে জনজোয়ারে ভাসলো বীরভূম

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বীরভূম জেলাজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করলেন অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে দীঘলগ্রামে রোড শো করেন তিনি। ওই রোড শো ঘিরে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। রাস্তার দুই ধারে ভিড় জমিয়ে মানুষ হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান, যা কার্যত জনজোয়ারে পরিণত হয়। এই জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রার্থী আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, গত কয়েক বছরে তৃণমূল সরকার যে উন্নয়নের ধারা বজায় রেখেছে, তা বাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে গেছে। রাস্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের জন্য একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু হয়েছে। আগামী দিনে এই উন্নয়নের ধারা আরও জোরদার করতে আপনাদের আশীর্বাদ ও সমর্থন প্রয়োজন। তিনি সকল ভোটারদের তৃণমূলের পক্ষে রায় দেওয়ার আবেদন জানান। দীঘল গ্রামের এই জনসভায় আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও মোহাম্মদ বাজার এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান মুখ কালিপ্রসাদ ব্যানার্জিও উপস্থিত ছিলেন।সেখানে

বক্তব্য রাখতে গিয়ে সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় যে উন্নয়ন হয়েছে, তা সাধারণ মানুষের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান তিনি।অন্যদিকে, একই দিনে বীরভূমের ময়ূরেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রেও তৃণমূলের প্রচারে সরব হন সায়ন্তিকা। মল্লারপুর স্কুল মোড় থেকে হুডখোলা গাড়িতে চড়ে তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ রায়কে সঙ্গে নিয়ে রোড শো করেন তিনি। মল্লারপুর বাজার পরিক্রমা ঘিরেও ছিল জনতার বিপুল সমাগম ও উচ্ছ্বাস।রোড শো শেষে সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, আজকের এই মিছিলই আসলে বিজয় মিছিল। অভিজিৎ রায় এখান থেকে জিতে গিয়েছেন বলেই আমরা এই উৎসব করছি। তাঁর এই মন্তব্যে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ দেখা যায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, তারকা মুখকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের এই প্রচার কৌশল ভোটের লড়াইয়ে বড়সড় প্রভাব ফেলতে পারে। একদিকে উন্নয়নের বার্তা, অন্যদিকে তারকাখচিত উপস্থিতি;সব মিলিয়ে বীরভূমে তৃণমূলের প্রচার যে ক্রমশ গতি পাচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য।

‘শমীক ঝড়ে’ উত্তাল সিউড়ি-সাঁইথিয়া, শিক্ষক বনাম শিক্ষিকা-দুই কেন্দ্রে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

নয়া জামানা ।। বীরভূম

কাল ২৩শে এপ্রিল বীরভূম জেলার সিউড়ি ও সাঁইথিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণকে ঘিরে চরমে উঠেছে রাজনৈতিক উত্তাপ। নির্বাচনের শেষ পর্যায়ে দুই কেন্দ্রেই বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের শক্তি প্রমাণে মরিয়া হয়ে উঠেছে। প্রচারের ঝাঁজ, রোড শো-র ভিড় এবং নেতাদের আক্রমণাত্মক বক্তব্যে কার্যত সরগরম গোটা এলাকা।সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে ইতিমধ্যেই বড় মাপের রোড শো করেছে গেরুয়া শিবির। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এস পি মোড় থেকে দত্তপুকুর পর্যন্ত সেই মেগা রোড শো ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের ঢল নামে। এই শক্তি প্রদর্শন স্পষ্ট করে দেয় যে, সিউড়িতে বিজেপি সংগঠন এখন অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী। এই কেন্দ্রে এবারের লড়াই কার্যত চ্যাটুজ্জে বনাম চ্যাটুজ্জে-একদিকে বিজেপির জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, অন্যদিকে

তৃণমূল কংগ্রেসের চঞ্চল চ্যাটার্জী। জগন্নাথবাবু দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে এলাকায় নিজের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেছেন। অন্যদিকে চঞ্চল চ্যাটার্জীও তৃণমূলের শক্ত সংগঠন ও অভিজ্ঞতার উপর ভর করে ভোটযুদ্ধে নামছেন। ফলে এই কেন্দ্রে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনাই বেশি বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অন্যদিকে সাঁইথিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে দেখা যাচ্ছে এক ভিন্ন সমীকরণ-‘শিক্ষক বনাম শিক্ষিকা’। বিজেপির প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহা পেশায় গৃহ শিক্ষক, আর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নীলাবতী সাহা শিক্ষিকা হিসেবে পরিচিত। দুই প্রার্থীই শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি হওয়ায় ভোটারদের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আলাদা আগ্রহ তৈরি হয়েছে।কৃষ্ণকান্ত সাহা এলাকায় সংগঠনভিত্তিক প্রচার, জনসংযোগ ও তরুণ ভোটারদের টানার দিকে বিশেষ জোর দিচ্ছেন। অন্যদিকে নীলাবতী সাহা তৃণমূল সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকে সামনে রেখে ভোটারদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করছেন। ফলে সাঁইথিয়াতেও লড়াই সমানে সমানে হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে।দুই কেন্দ্রেই বিজেপির তরফে একাধিক রোড শো ও জনসংযোগ কর্মসূচি দেখা গেছে। একইসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসও পাল্টা প্রচারে পিছিয়ে নেই। ফলে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই দুই কেন্দ্রে ভোটের ফলাফল কোন দিকে যাবে, তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকান্ত সাহা-দুজনেই নিজেদের কেন্দ্রে সংগঠনকে একজোট করে শক্ত লড়াই দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অপরদিকে তৃণমূল প্রার্থীরাও নিজেদের জায়গা ধরে রাখতে মরিয়া। সব মিলিয়ে দুই কেন্দ্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা অত্যন্ত তীব্র।এখন দেখার বিষয়-২৩ এপ্রিল কত শতাংশ ভোট পড়ে, আর শেষ পর্যন্ত জয়ের মালা পড়বে কার গলায়।

মর্নিং ওয়াকে গিয়ে রহস্য মৃত্যু! তদন্ত ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা পুলিশের?

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়ার ভীমপুর থানার বাজার কালীতলা এলাকায় এক ব্যক্তির রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম অনিল বিশ্বাস। পরিবারে অভিযোগ, এটি কোনো নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।আর এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন।মৃতর পরিবার সূত্রে খ বর, গত ১৪ তারিখ সকালে বাড়ি থেকে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলেন অনিল বাবু। থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে (প্রায় ৭০ মিটার দূরে) একটি দ্রুতগামী গাড়ি পেছন থেকে এসে তাঁকে পিষে দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পর থানায় এফআইআর করতে গেলে পুলিশ তাঁদের ওপর বল প্রয়োগ করে। এমনকি

অভিযোগপত্রে একটি অন্য গাড়ির নম্বর দিয়ে মামলা করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয় বলেও অভিযোগ তুলেছেন মৃতের দাদা। পরিবারের অভিযোগ , পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ দেখেও গাড়ি শনাক্ত করতে পারছে না বলে জানায়। পরে পরিবারের সদস্যরা নিজেরাই স্থানীয়দের কাছ থেকে ফুটেজ সংগ্রহ করে পুলিশকে দেন। এছাড়াও অভিযোগ উঠেছে দুর্ঘটনাস্থলের পাশে থাকা ‘জবা নার্সারি’-র সিসিটিভি ক্যামেরাটি ঘটনার পরেই খুলে ফেলা হয়।পুলিশকে এই বিষয়ে জানানো হলেও কোনো সদুত্তর মেলেনি।পরিবারের অভিযোগ অনিল বিশ্বাসকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে দুর্ঘটনার রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ঘটনার নেপথ্যে থাকা আসল দোষীদের আড়াল করতেই কি পুলিশের এই গড়িমসি? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে এলাকায়।

নির্দল হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধেই গর্জে উঠলেন প্রাক্তন নেতা!

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রাত পোহালেই রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন। মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলা কমিশনের নির্দেশ মতে প্রচারে ইতি টেনেছেন প্রার্থীরা।

তবে এইবারের ভোটে দুবরাজপুর কেন্দ্রে দেখা গেল কার্যত নতুন মোড়। এককালে ছিলেন বিজেপির কর্মী। কিন্তু এইবারের নির্বাচনে তিনি ভোটের ময়দানে নেমে পড়েছেন নির্দল প্রার্থী হিসাবে। বিজেপির প্রাক্তন খয়রাশোল ব্লক সভাপতি সুদন বাউরী নির্দল প্রার্থী হিসেবে ক্রিকেট ব্যাট প্রতীক চিহ্ন নিয়ে কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করছেন না, বরং তার প্রাক্তন রাজনৈতিক দল এবং বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহার বিরুদ্ধে আক্রমণও শানালেন। তার এই আচরণে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে, বিশেষ করে বিজেপির ভোট ব্যাংকেও এর প্রভাব পড়েছে।

প্রচার চলাকালীনই তিনি জনতার সামনে বিজেপির বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তুলে ধরেন। মূল্যবৃদ্ধি, অজয় নদ ঘিরে অবৈধ বালির কারবার- কোনো কিছুই তিনি বাদ রাখলেন না।

বিধায়ক অনুপ

সাহার বিরুদ্ধে তিনি সরাসরি আক্রমণ করে বলেন, ভোটের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। নির্দল প্রার্থীর এই বক্তব্য ঠিক কতটা প্রভাব ফেলে ভোটবাক্সে, তার দিকেই নজর দুবরাজপুরবাসীর।

চাকদহে জোড়া মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য! তদন্তে পুলিশ

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ মঙ্গলবার নদীয়ার চাকদা থেকে উদ্ধার হল পরপর দুটি মৃতদেহ। ভোটের মুখে এই ঘটনায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিন মদনপুর এলাকায় এক তরুণীকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এরপর তাকে তড়িঘড়ি কল্যাণী জওহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত সেই তরুণীর নাম বৃষ্টি বারুই(১৯), বাড়ি মদনপুরের আলাইপুর তেতুলতলা এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে খাওয়া দাওয়া করে নিজের ঘরে ঘুমাতে চলে যায় বৃষ্টি। পরদিন সকালে অনেক ডাকাডাকি পরও যখন সে ঘরের দরজা খুলছিল না তখন সন্দেহ হয় অন্যান্য সদস্যদের। তারপর দরজা ভেঙে তারা ঘরে ঢুকে দেখেন বৃষ্টি শাড়িতে ফাঁস লাগিয়ে সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলছে। কি কারনে এই ঘটনা তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে প্রাথমিক অনুমানে উঠে এসেছে এটি একটি আত্মহত্যা। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলে ঘটনার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে একই দিনে নদীয়ার চাকদা থানার অন্তর্গত ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। জয়কৃষ্ণপুর এলাকায় রাস্তার ধারে মৃতদেহটিকে প্রথমে দেখেন স্থানীয়রা। এরপরই খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে যুবকের দেহ উদ্ধার করে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার পরিচয় জানা যায়নি। তবে তার হাতে সন্তোষ লেখা একটি ট্যাটু রয়েছে। এটা কি আদৌ দুর্ঘটনা নাকি খুন তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শঙ্খ-উলুধ্বনিতে তৃণমূল প্রার্থীর জমজমাট প্রচার!

শিবম দেবনাথ, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ আগামী ২৯ এপ্রিল নদীয়ায় দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচন। হাতে মাত্র আর কটা দিন।

শেষ মুহূর্তের প্রচারে ব্যস্ত সকল দলের প্রার্থীরা। এবার মহিলাদের শঙ্খ ধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্যে দিয়ে নির্বাচনী ভোট প্রচারে ঝড় তুললেন নদীয়ার রানাঘাট উত্তর-পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী তাপস ঘোষ।

বিজেপিকে প্রতিপক্ষ মনে করছেন না তিনি।

সোমবার তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যে দিয়েও নির্বাচনী ভোট প্রচার বেরিয়ে তার দাবী, পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার সত্বেও কোন উন্নয়ন হয়নি এই বিধানসভায়। বিধায়ক তহবিলের এক টাকাও খরচা করেনি প্রাক্তন

বিজেপি বিধায়ক পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায়। যেই ক্ষোভ রয়েছে মানুষের মধ্যে। তাই ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ আর ভুল করবে না। উত্তর-পশ্চিম বিধানসভায় শুধু জয়ের অপেক্ষা।

তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত দখলের পথে আইএসএফ

নদীয়ায় শাসক শিবিরে বড় ভাঙন। নওশাদ সিদ্দিকীর হাত ধরে প্রধান-সহ একাধিক সদস্যের আইএসএফ -এ যোগ। ভোটের মুখে নদীয়া জেলার চাপড়া বিধানসভার হাতিশালা দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানসহ একাধিক সদস্য আইএসএফে যোগ দেওয়ায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত হাতছাড়া হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভোটের মুখে এই ঘটনায় রাজনীতিতে ফের শোরগোল ফেলেছে।

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়ায় শাসক শিবিরে বড় ভাঙন। নওশাদ সিদ্দিকীর হাত ধরে প্রধান-সহ একাধিক সদস্যের আইএসএফ -এ যোগ। ভোটের মুখে নদীয়া জেলার চাপড়া বিধানসভার হাতিশালা দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানসহ একাধিক সদস্য আইএসএফে যোগ দেওয়ায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত হাতছাড়া হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভোটের মুখে এই ঘটনায় রাজনীতিতে ফের শোরগোল ফেলেছে। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙন ধরিয়ে বড়সড় শক্তিবৃদ্ধির পথে নওশাদ সিদ্দিকী-র নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট। তাঁর হাত ধরেই এক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-সহ একাধিক নির্বাচিত সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে আইএসএফ -এ যোগ দিয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলের অন্দরমহলে ক্ষোভ দানা বাঁধছিল। উন্নয়নমূলক প্রকল্প বণ্টন, দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে দূরত্ব এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব;এই সবকিছুর জেরে অসন্তোষ চরমে ওঠে। স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশের অভিযোগ, সাধারণ কর্মী থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামত উপেক্ষা করা হচ্ছিল। যার কারণেই অবশেষে তৃণমূল থেকে বেরিয়ে এসে আইএসএফে যোগদান।

ভোটের কাজে অব্যাহতি চেয়ে শো-কজ, বিশ্বভারতীর কড়া পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সরব অধ্যাপকেরা

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ভোটের দায়িত্ব পালনকে কেন্দ্র করে বিশ্বভারতীর একাংশ অধ্যাপকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। অসুস্থ পরিবার-পরিজনের দেখভাল বা অতি ছোট সন্তানের দায়িত্বের কথা জানিয়ে অনেকেই ভোটের ডিউটি থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। তাঁদের অভিযোগ, সেই আবেদন মঞ্জুর না হয়ে তাঁদের শোকজ নোটিস পাঠানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের অন্দরে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে বিষয়টি নিয়ে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ জানান, পুরো বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের আওতাধীন। এ নিয়ে আমাদের কোনও ভূমিকা বা মন্তব্য করার নেই। বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদের অভিযোগ, অনেকেই আগে থেকেই ‘মাইক্রো অবজারভার’-এর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁদেরই প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার কথা জানিয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির আবেদন করা হলেও তা মঞ্জুর হয়নি। বরং নির্বাচন কমিশনের তরফে তাঁদের একটি অংশকে শোকজ করা হয়েছে বলে দাবি। এর আগেও এই ইস্যুতে সরব হয়েছিলেন বিশ্বভারতীর একাংশ অধ্যাপক। প্রায় ৮৫ জন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গত বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। ওই

দিন মামলার শুনানিতে আদালত নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে এবং কী পরিস্থিতিতে তাঁদের প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা জমা দিতে বলে।মঙ্গলবার মামলাটি ওঠে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি শম্পা সরকারের ডিভিশন বেঞ্চে। এদিন আদালত এই মামলার উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেন।

এর ফলে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রিসাইডিং অফিসার পদে আপাতত নিয়োগ করতে পারবে কমিশন, এমনটাই ব্যাখ্যা আইনজীবী মহলের।

তবে এই দিনের এমন রায়ের পরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিশ্বভারতী অধ্যাপকরা। এরই মধ্যে সম্প্রতি শোকজ নোটিস ইস্যু হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। সূত্রের খবর, বিশ্বভারতীর প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ জন অধ্যাপককে এই নোটিস পাঠানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপিকা শাওনা বারিক বলেন, আমার কুড়ি মাসের সন্তান রয়েছে। মাইক্রো অবজারভারের প্রশিক্ষণের সময়ই বিষয়টি জানিয়ে নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলাম। কিন্তু কোনও উত্তর পাইনি। তার পরিবর্তে শোকজ নোটিস পেয়ে আমি বিস্মিত। অন্য এক শোকজপ্রাপ্ত অধ্যাপক জানান, নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই কমিশন একতরফাভাবে নানা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, যা আইনসঙ্গত নয় বলেই তাঁর দাবি। ইতিমধ্যেই তিনি আইনি পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন বলে জানান।

নদীয়ায় অস্থায়ী কর্মীর পোস্টাল ব্যালটে ভোট দানকে ঘিরে বিতর্ক

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নির্বাচন কমিশনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অস্থায়ী কর্মীদের ভোটের কাজে ব্যবহার করার অভিযোগ উঠল নদীয়ায়। যেখানে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে বলা হয়েছে কোনো অস্থায়ী কর্মীকে ভোটের কাজে ব্যবহার করা যাবে না;

কেবল যে সমস্ত সরকারি কর্মচারীরা ভোট গ্রহণ করবে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশন অনুসারে তারা সেন্টারে গিয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

কিন্তু সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি অস্থায়ী কর্মীকেও দেখা গেল ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে। আর এই অস্থায়ী কর্মীদের যে লেটার প্যাড ছিল তাতে কিন্তু জল জল করছে অস্থায়ী কর্মচারীদের নাম। এরমধ্যে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সরকারি কর্মচারী বলেন শিমুলিয়া হাই স্কুলের অস্থায়ী কর্মচারী বাপি মন্ডল, তিনি নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত হওয়ার কারণেই ভোট দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন সরকারি কর্মচারীরা যেভাবে ট্রেনিং করেছেন তেমনই ওই অস্থায়ী কর্মীও ট্রেনিং করেছেন। যেহেতু তিনি ভোটের ডিউটিতে যাবেন সেই জন্য সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় তিনিও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছেন। এই ব্যাপারে বাপি মন্ডল বলেন যেহেতু নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে তাকে ট্রেনিং করানো হয়েছে এবং চিঠি পাঠানো হয়েছে,

সেই জন্যই তিনি এসেছেন এবং ভোট দিয়েছেন। এই ব্যাপারে শিমুলিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জ্যোতির্ময় ঘোষকে জানতে চাওয়া হলে তিনিও স্বীকার করে নেন বাপি মন্ডল তার বিদ্যালয়ের একজন অস্থায়ী কর্মচারী। তিনিও স্বীকার করেছেন বাপি মন্ডল সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় ব্যালট পেপারে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। পাশাপাশি তিনি বলেন নির্বাচন কমিশনের থেকে চিঠি পাঠানোয় তিনি ট্রেনিংয়ে গিয়েছেন এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।এই ব্যাপারে সমস্ত দায় দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের সাথে যারা যুক্ত আছেন সেই সমস্ত সরকারি আধিকারিকদের।

এখন দেখার বিষয়, নির্বাচন কমিশন অস্থায়ী কর্মচারীদেরকে দিয়ে ভোটাধিকার করাবেন, না ভোটের কাজ থেকে অব্যাহতি দেবেন।

বর্ধমানের জনসভায় একাধিক বঞ্চনার অভিযোগ তুলে আরও একবার মোদীর বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ অভিষেকের

নয়া জামানা ।। বর্ধমান

পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী জনসভায় এসে বিজেপিকে কড়া ভাষাতেই আক্রমণ করলেন সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শান্তনু কোনারের সমর্থনে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি ও কাটোয়ার প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলকোটের প্রার্থী অপূর্ব চৌধুরীএবং সাংসদ কীর্তি আজাদ। সভামঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন।

তিনি বলেন, গত ১২ বছরে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের উন্নয়নের নির্দিষ্ট হিসাব তুলে ধরতে হবে।

ভাতারের কোনও পরিবারে কেন্দ্রীয় সরকারের কী কাজ হয়েছে, তা তথ্য-প্রমাণসহ দেখানোর আহ্বান জানান তিনি। একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজ্যের ১৫ বছরের উন্নয়নের সঙ্গে সেই হিসাব তুলনা করার কথাও বলেন তিনি। এছাড়াও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে রাখার অভিযোগ তোলেন তিনি। একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনা, রাস্তা, জল ও শিক্ষা খাতে অর্থ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন অভিষেক। এই নির্বাচনকে তপ্রতিবাদের, প্রতিরোধের এবং প্রতিশোধের ভোটদ বলেও ব্যাখ্যা করেন তিনি।

একই সঙ্গে নোটবন্দি থেকে শুরু করে লকডাউন;বিভিন্ন ইস্যুতে সাধারণ মানুষকে লাইনে দাঁড় করানোর অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ২৯ তারিখের ভোটে সেই লাইনের মধ্য দিয়েই জবাব দিতে হবে।

গরম বা বৃষ্টি উপেক্ষা করে ভোটদানে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বিজেপি প্রার্থীদের নির্বাচনের আগে ঘরে ঘরে গিয়ে বিভিন্ন কাজ করার প্রসঙ্গ টেনে কটাক্ষ করেন। মায়েদের প্রতি উদ্দেশ্য করে বলেন, হাতের কাছে ঝাঁটা রাখুন। ঘরদোর পরিস্কার করিয়ে নিতে বলেন। ভোটের আগে যতটা সম্ভব তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। ভোটের পর আর তাঁদের দেখা যাবে না বলেও দাবি করেন। সভায় তিনি আরও বলেন, একদিকে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলার মানুষ, অন্যদিকে দেশের প্রধানমন্ত্রীসহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও বিভিন্ন সংস্থা। এত কিছু থাকা সত্ত্বেও তৃণমূলকে হারানো যাচ্ছে না বলেই দাবি করেন।

মঙ্গলকোটে জোরদার বিজেপির শেষ মুহূর্তের প্রচার

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ হিঙ্গলগঞ্জে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের জনসভা শেষ হতেই সন্দেশখালিতে রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলল। এলাকার প্রায় ৫০০ জন বিজেপি নেতা-কর্মী ও সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি দিলীপ মল্লিক তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন মনিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি প্রসেনজিৎ গাঙ্গুলীসহ অন্যান্য নেতৃত্ব। জানা গিয়েছে, দুটি বুথ মিলিয়ে প্রায় ১০০টি পরিবারের সদস্যরা এই যোগদান করেন।

তাঁদের দাবি, ২০২৪ সালের আন্দোলনের সময় বিজেপির প্রতিশ্রুতিতে ভরসা করে তাঁরা পথে নেমেছিলেন এবং ভোটও দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তাঁদের খোঁজখবর নেওয়া হয়নি, সংগঠনের দিক থেকেও তাঁরা উপেক্ষিত হন। এই অভিজ্ঞতার পরই তাঁরা দলবদলের সিদ্ধান্ত নেন। দলত্যাগীদের মধ্যে মীনাক্ষী ভুঁইয়া, সাবিত্রী করাতি, রেখা মন্ডল, জয়ন্ত মন্ডল, পরিমণ্ডল মন্ডলসহ অনেকেই বলেন, আমরা ভুল বুঝেছিলাম। এখন বুঝতে পেরেছি কারা সত্যিই মানুষের পাশে থাকে। তাঁদের কথায়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নারী শক্তির সম্মান রক্ষা হচ্ছে, আর সেই কারণেই তাঁরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। নতুন যোগদানকারীরা আরও জানান, সন্দেশখালীর 'ভূমিকন্যা' ঝর্ণা সরদারকে প্রার্থী করায় তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর সমর্থনে ঘরে ঘরে প্রচার চালানোর অঙ্গীকারও করেছেন তাঁরা।

জৌগ্রামে তৃণমূল প্রার্থীর মহামিছিল, জনসমাগমে শক্তির প্রদর্শন

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ জৌগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ভূতনাথ মালিককে ঘিরে এক বড় মিছিল ও পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জামালপুরের জৌগ্রাম অঞ্চলে রানাপাড়া মোড় থেকে আমরামোড় পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার পথ জুড়ে এই প্রচার কর্মসূচি চলে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ নেতা মেহেমুদ খাঁন, অঞ্চল সভাপতি মৃদুল কান্তি মন্ডল, প্রধান মল্লিকা মন্ডল, উপ-প্রধান শাজাহান মন্ডলসহ আরও অনেক স্থানীয় নেতৃত্ব।

কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতিতে মিছিলটি ধীরে ধীরে জনসমুদ্রে পরিণত হয়;আনুমানিক ৪৫০০ থেকে ৫০০০ মানুষ এতে অংশ নেন। পথের দু'ধারে সাধারণ মানুষ ফুল, মালা ও মিষ্টি নিয়ে প্রার্থীকে স্বাগত জানান। মহিলাদের শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে পুরো এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। ভূতনাথ মালিক নিজেও মানুষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ও প্রণাম করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। পদযাত্রার শেষে আমরামোড়ে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তারা দাবি করেন, এই বিপুল জনসমাগম আসন্ন ভোটের ফলের ইঙ্গিত দিচ্ছে। মেহেমুদ খাঁন ভোটারদের উদ্দেশ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। অন্যদিকে, ভূতনাথ মালিক আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন, তিনি শুধু এই অঞ্চল নয়, পুরো বিধানসভার ১৪টি অঞ্চল থেকেই জয়লাভ করবেন।

সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণে তৎপর কমিশন, রাতে বাইক চলাচল নিষিদ্ধ

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা , পশ্চিম বর্ধমান ঃ আপনি যদি নির্বাচনের এই সময়ে দু-চাকার বাহনে (বাইকে) চড়ে বাইরে বের হওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে বাইক চলাচলের ওপর আরোপিত এই বাধ্যতামূলক বিধিনিষেধগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেওয়া আপনার জন্য অত্যন্ত জরুরি। আপনার যা কিছু জানা প্রয়োজন, তার সবকিছু নিচে দেওয়া হলো বাইক চলাচলে নতুন বিধিনিষেধ (ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে) ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো কার্যকর হবে দিনের বেলা (সকাল ৬টা , সন্ধ্যা ৬টা) আপনি বাইক চালাতে পারবেন, তবে কোনো সহযাত্রী বা পিলিয়ন রাইডার নেওয়া যাবে না। বাইকে শুধুমাত্র চালক একাই যাতায়াত করতে পারবেন। রাতের বেলা (সন্ধ্যা ৬টা সকাল ৬টা) এই সময়ে বাইক চলাচলের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। মিছিল বার ্যালি এই সময়ের মধ্যে বাইক নিয়ে কোনো ধরনের মিছিল বা শোভাযাত্রা বের করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ভোটগ্রহণের দিনের নিয়মাবলী ভোটগ্রহণের দিন সকাল

৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই বিধিনিষেধগুলো বলবৎ থাকবে

বাইক ব্যবহারের অনুমতি শুধুমাত্র ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা অত্যন্ত জরুরি ও প্রয়োজনীয় কাজের জন্য দেওয়া হবে। কারা এই বিধিনিষেধের আওতামুক্ত? নির্বাচন কমিশন কিছু বিশেষ বা জরুরি পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ছাড়ের ব্যবস্থা রেখেছে, যার মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা বা হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন। অত্যন্ত জরুরি পারিবারিক বিষয়। সন্তানদের স্কুলে আনা-নেওয়া করা। আগে থেকে নির্ধারিত কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এই কঠোর পদক্ষেপগুলো এমন এক সময়ে নেওয়া হয়েছে, যখন রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শাসকদল এই আকস্মিক পরিবর্তন এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের বদলি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে; যার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক আপত্তিও জানানো হয়েছে।

অনুপ্রবেশকারী মুক্ত বাংলার ডাক, মমতাকে তোপ অমিত শাহের

নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ প্রচারের শেষ দিনে বাংলায় এসে ঝড় তুললেন দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার তিনি আবারও অনুপ্রবেশকারী মুক্ত 'বাংলা ' গড়ার ডাক দিলেন। এদিন দুপুরে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের কুলটি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী ডাঃ অজয় পোদ্দারের সমর্থনে বরাকরের বালতোড়িয়ার গণেশ মেলা ময়দানে হওয়া এক সভায় বক্তব্য রাখেন অমিত শাহ। তিনি শিলিগুড়ি থেকে হেলিকপ্টারে কুলটিতে আসেন। সভায় বক্তব্য রাখার শুরুতে তিনি কুলটি ও বরাকর এলাকার বিভিন্ন দেবদেবীর কথা বলে প্রণাম জানান। দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, প্রচার করা হচ্ছে, বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় এলে বাঙালি কেউ মুখ্যমন্ত্রী হবেন না। এটা একেবারে মিথ্যে কথা। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি বাংলায় জন্মেছেন, বাংলায় কথা বলেন, এমন মানুষকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে। মমতার গুন্ডাদের বলছি, ২৩ এপ্রিল বাড়ির মধ্যে থাকবে। তা না হলে ৫ মে' র পরে তাদেরকে উল্টো করে ঝুলিয়ে সোজা করা হবে। জেলের ভেতরে ঢোকানো হবে। তিনি এদিনের সভা থেকে আবারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ করেন। অমিত শাহ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার যুবদের

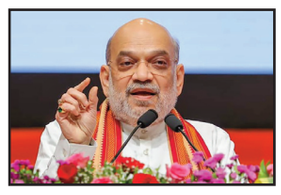

কথা ভাবেন না। তিনি একজন মাত্র যুবর কথা ভাবেন। সে হলো তার ভাইপো। তাকে এই ভোটের পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে বসাবেন। আপনারা কি সেটা চান? যদি না, চান তবে, ২৩ এপ্রিল পদ্মফুলে ভোট দিন। কথা দিচ্ছি, গরীবদের কোন প্রকল্প বন্ধ করা হবে না। গরীবদের জন্য আরো নতুন প্রকল্প করবে বিজেপি সরকার। জুন মাসের পয়লা থেকে মহিলাদের একাউন্টে ৩ হাজার টাকা ঢোকা শুরু করবে। বেকার যুবকেরা ৩ হাজার টাকা ভাতা পাবেন। গর্ভবতী মহিলারা এককালীন ২১ হাজার টাকা পাবেন। বাংলায় আয়ুষ্মান প্রকল্প চালু করা হবে। সরকারি কর্মীরা সপ্তম বেতন কমিশন ও বকেয়া ডিএ পাবেন বলে এদিন আবারও আশ্বাস দেন দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। কুলটি এলাকার শিল্প প্রসঙ্গে দেশের স্বরাষ্ট্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেন, গত ১৫ বছরে এখানকার ইস্পাত শিল্প নষ্ট হয়ে গেছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে, তা আবার ফিরিয়ে আনা হবে।

বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থীর প্রচারে বিকল্প উন্নয়ন রূপরেখা

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ সব দলই মোটামুটি ইস্তেহার প্রকাশ করে ভোটের প্রচারে নেমে পড়েছে। বাদ নেই বামেরাও। কংগ্রেসের পাশাপাশি বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে স্থানীয় ইস্যুকে সামনে আনলেন সিপিএম প্রার্থী সুদীপ্ত গুপ্ত। বিকল্প রোডম্যাপ প্রকাশ করে তিনি বর্ধমান পৌরসভা এলাকার বেশ কয়েকটি উন্নয়নের কথা বলেছেন। যেখানে বর্ধমান পৌরসভার ৩৫ টি ওয়ার্ড নিয়ে বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্র , তাই সাধারণ মানুষের জন্য তারা বিকল্প উন্নয়ন রূপরেখা সামনে এনে প্রচার শুরু করলো বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচার থেকে শুরু করে নানা কর্মসূচিতে অনেকটাই এগিয়ে বামেরা। সাধারণ মানুষের মন জয় করতে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে বলে জানা গেছে। তার মধ্যে অন্যতম রোডম্যাপ প্রকাশ। এই বিকল্প উন্নয়নের রূপরেখায় শহর বর্ধমানের পানীয় জল থেকে শুরু করে একাধিক সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি রাখা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে বেহাল রাস্তাঘাট , নিকাশি ব্যাবস্থা, জলাশয় সংরক্ষণ, পরিবেশ বাঁচানোর মতো একাধিক প্রতিশ্রুতি। এছাড়াও শহরের রাস্তায় বেআইনি দখলদার হটিয়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের কথাও উঠে এসেছে ওই রোডম্যাপে। তুলে ধরা হয়েছে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বিষয়টি। প্রচার চলাকালীন মানুষের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে খেলার মাঠের কথা, স্থানীয় ভাবে ছোট শিল্পের কথাও। দলীয় নেতৃত্বের দাবি এই উন্নয়নের রূপরেখা বাস্তবয়িত হলে বর্ধমানের আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

প্রচারে টাকা বিলির অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ ভোটের প্রচারে বের হয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠলো বিজেপির বিরুদ্ধে। ঘটনা পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম বিধানসভা এলাকার। ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে টাকা বিলি করার অভিযোগ উঠে। ঘটনার খবর পেয়ে আইএসএফের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে। তবে ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও তরজা শুরু হয়েছে। যদিও বিজেপি ওই ঘটনা অস্বীকার করেছে। প্রার্থীদের নিয়ে সব জায়গায় ভোটের প্রচারে বিজেপি , তৃনমূল কংগ্রেস সব দলই প্রচারে এগিয়ে থাকতে চাইছে। ভোটের প্রচারে নানা দলের নানা কর্মসূচি চলছে। তারই মধ্যে কেতুগ্রাম বিধানসভা এলাকায় বিজেপি প্রার্থী অনাদি ঘোষের প্রচারে বির্তক দেখা দিলো। ওই প্রার্থী কোমরপুর এলাকায় গিয়ে ভোটারদের মধ্যে টাকা বিলি করেছেন বলে অভিযোগ হয়েছে। অভিযোগ এনেছে আইএসএফ। একই সঙ্গে অভিযোগ এনেছে সিপিএম। খামে করে ভোটারদের হাতে ধরানো হয়েছে টাকা। এই অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জমা দেওয়া হলো। আইএসএফের অভিযোগ খামে করে টাকা বিলি করার সময় সেই ছবি সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

একুশের ভোট পরবর্তী হিংসায় উপদ্রুত এলাকাগুলি পরিদর্শন জেলা নির্বাচনি আধিকারিকেরঃ গুজবে বিশ্বাস না করতে আবেদন

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের ভগরা গ্রামে ভোটারদের মধ্যে আস্থা ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছে জেলা প্রশাসন। ২০২১ সালের নির্বাচন-পরবর্তী অশান্তির অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এবারের ভোটকে শান্তিপূর্ণ ও ভয়মুক্ত করতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ২৬৩ নম্বর মন্তেশ্বর বিধানসভার অন্তর্গত ভগরা গ্রামের ১০৭ ও ১০৮ নম্বর পার্টে সরেজমিনে পরিদর্শনে যান জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক শ্বেতা আগরওয়াল (আইএএস)। তিনি এলাকায় গিয়ে সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন এবং আশ্বস্ত করেন যে, যাঁদের নাম বৈধভাবে ভোটার তালিকায় রয়েছে, তাঁরা নিশ্চিন্তে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। একই সঙ্গে যাদের নাম ভোটার তালিকায় নেই, তাদের আতঙ্কিত না হয়ে গুজবে কান না দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সকলের ভোটাধিকার সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভোটারদের মধ্যে নিরাপত্তা ও আস্থা বাড়াতে 'কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার' গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। এই উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক জানান, যেসব পোলিং পার্সোনেল ১৯ এপ্রিল পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারেননি, তাঁরা ২৬, ২৭ ও ২৮ এপ্রিল নিজেদের বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান দক্ষিণ, বর্ধমান উত্তর, খণ্ডঘোষ, জামালপুর, মেমারি, ভাতার, গলসি, আউশগ্রাম ও মন্তেশ্বর;

এই ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের পোস্টাল ব্যালটের ভোটগ্রহণ হবে বর্ধমান টাউন হলে। তিনি আরও জানান, যেসব এলাকায় পূর্বে পোস্ট-পোল হিংসার ঘটনা ঘটেছে, সেখানে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডিএম ও এসপি-র নেতৃত্বে বিশেষ দল পরিদর্শন করছে। পাশাপাশি যেসব এলাকায় সচেতনতার ঘাটতি বা বিভ্রান্তি রয়েছে, যেমন জামালপুর, মেমারি, ভাতার ও মন্তেশ্বর, সেখানেও প্রশাসনিক নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ভোট প্রক্রিয়ায় যাতে কোনও বাধা সৃষ্টি না হয়, সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ডিআরসি স্লিপ দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এছাড়া ৮৫ বছরের ঊর্ধ্বে প্রবীণ ভোটার এবং ৪০ শতাংশ বা তার বেশি শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ভোটারদের জন্য হোম ভোটিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে, ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে চাকরি যাবে, সরকারি সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে বা প্রশাসনিক হয়রানির শিকার হতে হবে;এই ধরনের গুজব ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে জেলাশাসক স্পষ্ট করে জানান, এই সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং ভিত্তিহীন। ভোটার তালিকায় নাম না থাকলেও কোনও নাগরিক তাঁর সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন না। এই ধরনের গুজব রুখতে প্রশাসন সক্রিয়ভাবে প্রচার চালাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 22-04-2026 06:20 Page 9

দাসপুরে প্রচারে বিপ্লব দেব,

বদলের ডাক ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি

নয়া জামানা , দাসপুর ঃ প্রথম দফার ভোটের আগে শেষ মুহূর্তের প্রচারে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরে জোরদার কর্মসূচি করলেন বিপ্লব দেব । বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত এই সভায় তিনি শান্ত কিন্তু দৃঢ় ভাষায় ভোটারদের উদ্দেশে একাধিক বার্তা দেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং পরিবর্তনের প্রসঙ্গ। সভা থেকে বিপ্লব দেব বলেন, এবারের নির্বাচন মানুষের নিরাপত্তা এবং অধিকার রক্ষার লড়াই। তিনি ভোটারদের আশ্বস্ত করে জানান, ২৩ এপ্রিল সবাই যেন নির্ভয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। তাঁর দাবি, প্রতিটি এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে, ফলে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা আসবে না। প্রচারের মঞ্চ থেকে তিনি আরও বলেন, মানুষের স্বার্থে এবং ভবিষ্যতের উন্নয়নের জন্য বিজেপির পাশে দাঁড়ানো প্রয়োজন।

পাশাপাশি উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। তাঁর কথায়, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ঘাটালে রেলস্টেশন এবং রেলপথ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশকুড়া থেকে ঘাটাল পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হবে বলেও আশ্বাস দেন। এই সভাকে ঘিরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে যথেষ্ট উচ্ছ্বাস দেখা যায়। শেষ মুহূর্তের প্রচারে এমন উচ্চপর্যায়ের নেতার উপস্থিতি বিজেপির প্রচারে বাড়তি গতি এনে দিয়েছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। এখন দেখার, এই প্রচার এবং প্রতিশ্রুতি ভোটারদের কতটা প্রভাবিত করতে পারে এবং আসন্ন নির্বাচনে তার প্রতিফলন কী হয়।

দাঁতনে র‍্যালি ঘিরে সংঘর্ষ,

আহত একাধিক; চাপে প্রশাসন

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ ভোটের আগে উত্তেজনা চরমে উঠল দাঁতনে। মঙ্গলবার মোহনপুর থানার অন্তর্গত আঁতলা এলাকায় বিজেপির একটি প্রচার র‍্যালিকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের অভিযোগ সামনে এসেছে। বিজেপি প্রার্থী অজিত কুমার জানার সমর্থনে আয়োজিত এই র‍্যালি চলাকালীন আচমকা হামলার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির দাবি, র‍্যালি চলার সময় তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ কর্মী-সমর্থক অতর্কিতে হামলা চালায়। পাথর, বাঁশ ও লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় বহু কর্মী-সমর্থক আহত হন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। তাঁদের দ্রুত মোহনপুর ও এগরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ওড়িশার বালেশ্বরেও পাঠানো হয়েছে। আহত এক সমর্থক জানান, তহঠাৎ করেই আমাদের উপর হামলা হয়, অনেকেই মারধরের শিকার হয়েছেন।দ আরেকজনের দাবি, পেছন থেকে ঘিরে ধরে আক্রমণ

করা হয় এবং কয়েকটি বাইকেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা মোহনপুর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি তোলেন। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, ঘটনাটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকলেও এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকায় আপাতত চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ভোটের আগে এ জে ইউ পি -এ ভাঙন,

তমলুক প্রার্থীর পদত্যাগে চাপে হুমায়ুন শিবির

অরুণ কুমার সাউ, নয়া জামানা, তমলুক ঃ বিধানসভা নির্বাচনের মুখে বড়সড় ধাক্কা খেল হুমায়ুন কবির -এর নবগঠিত দল 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি' দলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সভাপতি এবং তমলুক বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শেখ আসাদুল রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগের ঘোষণা করেছেন। মঙ্গলবার তিনি সভাপতির পদ ছাড়ার পাশাপাশি দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকেও ইস্তফা দেন। তাঁর অভিযোগ, দলের অভ্যন্তরীণ রণকৌশল ও আদর্শগত অবস্থান থেকে সরে যাওয়াই এই সিদ্ধান্তের মূল কারণ। তিনি সরাসরি দাবি করেন, হুমায়ুন কবির -এর দল বর্তমানে বিজেপির তবি টিমদ হিসেবে কাজ করছে, যা তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক মহলের মতে, সাম্প্রতিক নানা বিতর্ক এবং জোট-সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার জেরে দলের তৃণমূল স্তরে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল।

সেই প্রেক্ষিতেই এই পদত্যাগ বড় ইঙ্গিত বহন করছে। শুধু দল ছাড়াই নয়, শেখ আসাদুল রহমান তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়েছেন, আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করতে। তাঁর বক্তব্য, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রুখতে এবং উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে মমতা ব্যানার্জী -র হাত শক্ত করা জরুরি।

তমলুকের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসনে ভোটের ঠিক আগে প্রার্থীর দলত্যাগ নিঃসন্দেহে এ জে ইউ পি-এর সংগঠনে বড় প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, এই সিদ্ধান্ত তৃণমূলের পক্ষে কিছুটা সুবিধা এনে দিতে পারে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা। তবে এখনও পর্যন্ত এই ইস্যুতে হুমায়ুন কবির বা দলের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি।

ভগ্নদশা স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই ভোটের ইস্যু,

অসুরবাঁধ নিয়ে ত্রিমুখী তরজা

নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ জঙ্গলমহলের পুরুলিয়া জেলার পাড়া ব্লকের অসুরবাঁধ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এখন ভোটের বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে। নাম 'সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র' হলেও বাস্তবে দীর্ঘ চার দশক ধরে অবহেলা ও অব্যবস্থার চিত্রই স্পষ্ট। ভগ্নপ্রায় পরিকাঠামো, অনিয়মিত চিকিৎসা পরিষেবা এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব;সব মিলিয়ে স্থানীয় মানুষের ভরসা হারিয়েছে এই কেন্দ্র।

এবারের নির্বাচনে এই সমস্যাকেই হাতিয়ার করেছে কংগ্রেস। দলের প্রার্থী ফাল্গুনী বাউরি অভিযোগ করেছেন, গত পাঁচ বছরে এলাকার বিজেপি বিধায়ক উন্নয়নের জন্য কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেননি। তাঁর দাবি, স্বাস্থ্য পরিষেবার এই দুরবস্থা সাধারণ মানুষের জীবনকে আরও কঠিন করে তুলেছে। অন্যদিকে বিজেপির বিদায়ী বিধায়ক ও প্রার্থী নাদিয়ারচাঁদ বাউরি পাল্টা দাবি করেছেন, রাজ্য সরকারের সহযোগিতা না পাওয়ায় কাজ এগোয়নি।

তবে বর্তমানে কিছুটা উন্নতি হয়েছে এবং অন্তত চিকিৎসক আসছেন বলে তিনি জানান। তৃণমূল প্রার্থী মানিক বাউরি -ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, দপ্তরের কিছু অভ্যন্তরীণ জটিলতার জন্য পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে, যা শীঘ্রই ঠিক করা হবে। এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, একসময় এই কেন্দ্রটি কার্যত একটি হাসপাতালের মতো পরিষেবা দিত। এখন সেখানে ন্যূনতম চিকিৎসাও পাওয়া যায় না। ভোটের আগে সকল রাজনৈতিক দলই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তবে মানুষ চাইছেন বাস্তব পরিবর্তন। সব মিলিয়ে অসুরবাঁধ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল দশাই এবার পাড়া বিধানসভায় ভোটের অন্যতম প্রধান ইস্যু হয়ে উঠেছে।

ফুলকপি হাতে প্রচার, ইন্দাসে

নজর কাড়লেন নির্দল প্রার্থী

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ ভোটের ঠিক আগে অভিনব প্রচার কৌশল নিয়ে চর্চার কেন্দ্রে উঠে এলেন ইন্দাস বিধানসভা কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী নন্দ মণ্ডল। প্রথম দফার ভোট ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, আর নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকেই প্রচার বন্ধ হয়ে যাবে। তাই শেষ দিনে প্রচারে বাড়তি জোর দেন প্রার্থীরা। সেই আবহেই মঙ্গলবার এক ভিন্নধর্মী প্রচার চালাতে দেখা গেল নন্দ মণ্ডলকে। বাঁকুড়ার আকুই সবজি বাজারে এদিন তিনি নিজের নির্বাচনী প্রতীক 'ফুলকপি' হাতে নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যান। বাজারের ভিড়ের মধ্যেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের সমস্যার কথা শোনেন এবং নিজের অবস্থান তুলে ধরেন। বড় দলের জাঁকজমকপূর্ণ প্রচারের মাঝে এই সাধারণ, সরল প্রচারই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলে মনে করছেন

অনেকেই। নির্দল প্রার্থী জানান, এলাকার সাধারণ মানুষের সমস্যা এবং দৈনন্দিন চাহিদাকেই তিনি গুরুত্ব দিতে চান। তাই সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে তাদের অভাব-অভিযোগ শোনা তাঁর প্রচারের মূল লক্ষ্য। পথচলতি বহু মানুষ তাঁকে শুভেচ্ছা জানান এবং তাঁর এই উদ্যোগকে সমর্থনও করেন। ফুলকপি হাতে প্রচারের এই অভিনব দৃশ্য দেখতে বাজারে বেশ ভিড় জমে যায়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই ধরনের সৃজনশীল প্রচার ভোটারদের মনে আলাদা প্রভাব ফেলতে পারে। এখন দেখার, এই ব্যতিক্রমী প্রচার আদৌ ভোটের ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলে।

ভোটের আগেই চুরি সিসিটিভি!

পুরুলিয়ায় বুথ ঘিরে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ ভোটের আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঘিরে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল সিসিটিভি চুরির ঘটনা। পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার অন্তর্গত দামোদরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, ২৪৩ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের ৯৭ নম্বর বুথ হিসেবে নির্ধারিত এই স্কুলে ভোটকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা জোরদার করতে সম্প্রতি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও বিএলও শেখ আকবর আলি জানান, গত ১৬ এপ্রিল স্কুলে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয় এবং ১৮ এপ্রিল তার ট্রায়ালও সফলভাবে সম্পন্ন হয়। শনিবার পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু রবিবার স্কুল বন্ধ থাকার সুযোগে দুষ্কৃতীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে বলে সন্দেহ। সোমবার সকালে স্কুলে এসে দেখা যায়, বুথের বাইরের সিসিটিভি ক্যামেরাটি সম্পূর্ণ উধাও। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি বিষয়টি মানবাজার মহকুমা শাসক, সংশ্লিষ্ট বিডিও এবং পুঞ্চা থানায় জানানো হয়। সোমবারই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। শিক্ষক শেখ আকবর আলি বলেন, স্কুল চত্বরের ভিতরে এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং উদ্বেগজনক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটিকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভোটের মুখে এমন ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগে স্থানীয় বাসিন্দারা।

বিষ্ণুপুরে বিজেপির শক্তিপ্রদর্শন,

হিমন্তর রোড শোয়ে জনস্রোত

রাখি গরাই, নয়া জামানা,বিষ্ণুপুর ঃ বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। এই আবহেই বিজেপি প্রার্থী শুক্লা চ্যাটার্জির সমর্থনে জোরদার প্রচারে নামলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমান্তা বিশ্ব শর্মা । তাঁর সঙ্গে এদিন উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ । দুই নেতাকে পাশে নিয়ে বিশাল রোড শো করেন তিনি, যা কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়। দুপুরে বিষ্ণুপুর ন্যাশনাল ক্লাব মাঠ থেকে শুরু হয়ে রোড শো এগিয়ে যায় রবীন্দ্র স্ট্যাচু পর্যন্ত। রাস্তাজুড়ে হাজার হাজার কর্মী-সমর্থকের ঢল নামে। দলীয় পতাকা, স্লোগান আর উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই রোড শো ঘিরে কৌতূহল ও আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। রোড শো চলাকালীন বক্তব্য রাখতে গিয়ে হিমান্তা বিশ্ব শর্মা বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান

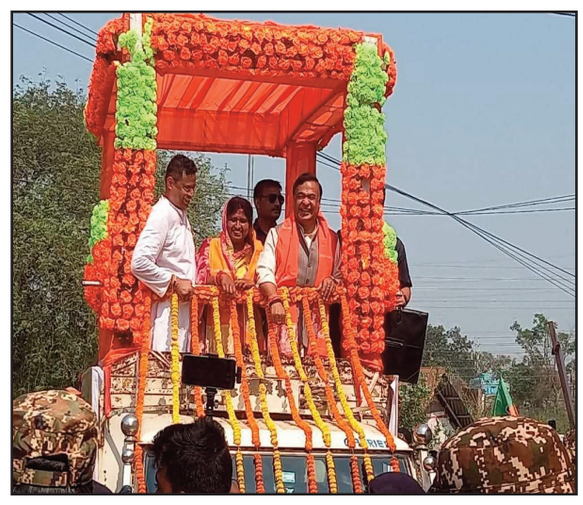

এবং দাবি করেন, আসন্ন নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি তড়াবল সেঞ্চুরিদ করবে। তিনি আরও বলেন, উন্নয়ন ও পরিবর্তনের লক্ষ্যে মানুষ এবার বিজেপির উপরই আস্থা রাখবেন। প্রার্থী শুক্লা চ্যাটার্জির সমর্থনে এই বিশাল প্রচার কার্যত রাজনৈতিক লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলেছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই জনসমর্থনই আগামী ভোটে জয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। অন্যদিকে, স্থানীয় রাজনৈতিক মহলেও এই রোড শো নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

বজ্রপাতেই আগুন ! নারকেল গাছে

দাউদাউ শিখা, আতঙ্কে গ্রামবাসী

নয়া জামানা, বোরো ঃ সোমবার বিকেলের আকাশ আচমকাই কালো মেঘে ঢেকে যায়। সঙ্গে শুরু হয় ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রপাত। সেই সময় পুরুলিয়ার মানবাজার দু'নম্বর ব্লকের বিক্রমডি গ্রামে ঘটে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। হঠাৎই একটি উঁচু নারকেল গাছে বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতের পর মুহূর্তের মধ্যেই গাছটিতে আগুন ধরে যায় এবং দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। অনেকেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দূর থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। আগুনের শিখা ও বজ্রপাতের শব্দে গোটা এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়। যদিও কোনও বড় ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি, তবুও এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ ছড়ায় গ্রামজুড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই এই ঘটনা ঘটে। পরে বৃষ্টির

জলে আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, এমন ঘটনা আগে খুব একটা দেখা যায়নি, তাই হঠাৎ এই দৃশ্য তাঁদের আরও বেশি আতঙ্কিত করে তোলে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সতর্ক থাকার বার্তাও দিয়েছেন স্থানীয়রা।

প্রতিশ্রুতি অমিত শাহের

শালবনীতে কারখানা গড়তে বিজেপিকে সরকারে আনুন

নয়া জামানা ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা রোডে মঙ্গলবার শালবনী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি দলের প্রার্থী বিমান মাহাতোর সমর্থনে এক নির্বাচনী জনসভা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি ওই সভা থেকে বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দূর করতে হবে! শালবনীর মানুষ তোমাদের আওয়াজ কোথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হটাতে হবে বাংলা থেকে।' মঞ্চে উঠেই বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শালবনীর বসন্তরায়ের চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ভারতবর্ষের শহিদ ক্ষুদিরাম বসুকেও সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলেন গৃহমন্ত্রী। 'বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্ষুদিরাম বসুকে আতঙ্কবাদীর তকমা দিয়েছিলেন। আপনারাই বলুন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যারা আতঙ্কবাদী বলে, তাদেরকে কি সরকারে রাখা উচিত? একটি একটি করে বাংলার অনুপ্রবেশকারীদের বাইরে বের করতে হবে। বাংলায় কি অনুপ্রবেশকারীদের রাখা উচিত, আপনারাই জোর করে বলুন।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টাকার লোভে অনুপ্রবেশকারীদের বাংলায় আশ্রয় দিচ্ছেন বলেও চন্দ্রকোনা রোডের সভা মঞ্চ থেকে আক্রমণ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, 'চন্দ্রকোনা রোডে সিন্ডিকেট চালাচ্ছে বর্তমান সরকারের বিধায়ক। চার তারিখের পর সমস্ত মাফিয়ারা জেলের ভিতর থাকবে', এমনই হুঙ্কার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুন্ডারা কান খুলে শুনে নিন, ২৩ তারিখে জনগণের যদি কোনও অসুবিধা হয়, তাহলে ৫ তারিখের পর তোমাদেরকে দেখে নেওয়া হবে। ভাই ও বোনেরা আপনারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১৫টি বিধানসভায় পদ্মফুল ফুটিয়ে দিন, মোদীজি তিন হাজার কোটি টাকা তোমাদের উন্নয়নের জন্য পাঠিয়ে দেবেন। মমতা ব্যানার্জির গুন্ডারা যেই টাকা তছনছ করেছে তার এক একটি টাকার হিসাব নেওয়া হবে।' 'শালবনীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাল স্টিলের উদ্বোধন করেছেন কিন্তু আদেও কি এখানে কারখানা গড়ে উঠেছে আপনারাই বলুন। আগামী দিনে জিন্দালের কারখানা মোদীজি গড়ে তুলতে পারেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে মা ও বোনেরা সুরক্ষিত নন। সন্দেশখালিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুন্ডারা যেই অত্যাচার করেছে তা কার্যত ভুলবার নয়। আর জি কর হোক বা মালদা, মুর্শিদাবাদ বা সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ, মহিলাদের উপর যে অত্যাচার নেমে এসেছে তা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।

তমলুকে কিশোর ফুটবলের ঝড়,

শিরোপা জিতল আয়োজক রাধাবল্লভপুর

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা,তমলুক ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের রাধাবল্লভপুরে ফুটবলকে কেন্দ্র করে তৈরি হলো উৎসবের আবহ। রাধাবল্লভপুর স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো অনূর্ধ্ব-১৬ আট দলীয় নকআউট আমন্ত্রণমূলক ফুটবল টুর্নামেন্ট। শুরু থেকেই টুর্নামেন্টে ছিল টানটান উত্তেজনা, আর কিশোর ফুটবলারদের দুরন্ত পারফরম্যান্স মন কাড়ে দর্শকদের। মেগা ফাইনালে মুখোমুখি হয় আয়োজক রাধাবল্লভপুর স্পোর্টিং

ক্লাব এবং মেছেদার রামচন্দ্রপুর জনকল্যাণ সমিতি ফুটবল অ্যাকাডেমি। দুই দলের আক্রমণাত্মক ফুটবল ম্যাচটিকে আরও জমিয়ে তোলে।

তবে শেষ পর্যন্ত নিজেদের দাপট বজায় রেখে জয় ছিনিয়ে নেয় রাধাবল্লভপুর স্পোর্টিং ক্লাব এবং শিরোপা নিজেদের ঘরে তোলে। রানার্স আপ হয় মেছেদার রামচন্দ্রপুর জনকল্যাণ সমিতি ফুটবল অ্যাকাডেমি। টুর্নামেন্ট জুড়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য সেরা খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করা হয়। ফাইনালের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন শুভ মন্ডল, আর গোটা টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হন সায়ন খাটুয়া;দুজনেই চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য।

এই প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট আটটি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও কোচিং সেন্টার অংশ নেয়, যা প্রতিযোগিতাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। পুরো টুর্নামেন্ট শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। অভিজ্ঞ রেফারি হিরন্ময় গোস্বামী, স্বরূপ গুছাইত ও দেবাশীষ ঘাটা সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনা করেন। স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের মতে, এ ধরনের আয়োজন ভবিষ্যতের ফুটবলারদের উঠে আসার জন্য বড় মঞ্চ তৈরি করে। ট্রফি তুলে দেওয়ার সময় দর্শকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিষ্ণুপুরে ৮০ কোম্পানি বাহিনী

নয়া জামানা ঃ বিষ্ণুপুরের রাস্তায় আড়াইশ বাহিনী এবং সাজোয়া গাড়ি নিয়ে রুটমার্চ করলেন বাঁকুড়া জেলা পুলিশ ও বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক। কথা বললেন পথচলতি সাধারণ মানুষের সাথে; দিলেন নির্বিঘ্নে ভোট দেওয়ার বার্তা। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের একেবারেই প্রাক-মুহূর্তে বিষ্ণুপুরের রাস্তায় ভারী বুটের আওয়াজ। এবার ভোট প্রচারে বিষ্ণুপুরের রাস্তায় বিপুল পরিমাণে বাহিনী এবং বাঁকুড়া জেলা পুলিশ ও বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক। এদিন বিষ্ণুপুর হাই স্কুল থেকে আড়াই

কোম্পানি বাহিনী এবং সাজোয়া গাড়ি নিয়ে বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিক, জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং মহকুমা শাসক এলাকায় রুটমার্চ করলেন। কথা বললেন পথচলতি সাধারণ মানুষের সাথে। নির্বিঘ্নে ভোট দেওয়ার বার্তা প্রেরণ করলেন আধিকারিকরা। এলাকায় কেউ যদি সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করে বা কোনো সরকারি আধিকারিক যদি কোনো দলের হয়ে কাজ করে, তবে অতি দ্রুততার সাথে পুলিশ-প্রশাসনকে খবর দিতে বললেন তাঁরা। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমায় রয়েছে মোট চারটি বিধানসভা। এই চারটি বিধানসভার জন্য প্রায় ৮০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। চারটি বিধানসভায় রয়েছে চারটি ডিসি সেন্টার এবং একটি আরসি সেন্টার। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন নির্বিঘ্নে করাই এবার নির্বাচন কমিশনের বড় চ্যালেঞ্জ।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 22-04-2026 06:20 Page 10

রাতের অন্ধকারে ‘ভরসা কার্ড’ বিতরণ, বসিরহাটে উত্তেজনা ও সংঘর্ষ

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সীমান্ত শহর বসিরহাটে নির্বাচনী আবহে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল। অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অমান্য করে রাতের অন্ধকারে ‘মহিলা ভরসা কার্ড’ বিলি করা হচ্ছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে টাকি পৌরসভার ৩ নম্বর ও ৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় তীব্র সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। বিজেপির দাবি, তাদের কর্মী সোমা হালদার চৌধুরী ও তার ভাই সোহম হালদার চৌধুরী দলীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে কার্ড বিতরণ করছিলেন। সেই সময় ফেরার পথে তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সোহমের উপর হামলা চালায়। অভিযোগ, তাকে রাস্তায় ফেলে লাঠি দিয়ে মারধর করা হয়। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে টাকি হাসপাতালে ভর্তি করে, যেখানে তিনি চিকিৎসাধীন। এই ঘটনার পর বিজেপির পক্ষ থেকে হাসনাবাদ থানায় ও নির্বাচন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিজেপি প্রার্থী সৌর্য ব্যানার্জি হাসপাতালে গিয়ে আহত কর্মীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তোলেন। অন্যদিকে তৃণমূলের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। দলের কনভেনার শাহানুর মন্ডল বলেন, বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষ। তাদের দাবি, অভিযুক্ত যুবক নাকি এক মহিলার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল, যার জেরে এলাকাবাসীর ক্ষোভ তৈরি হয়। এছাড়া তৃণমূল প্রার্থী সুরজিত মিত্র ওরফে বাদল অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশনের নিয়ম ভেঙে রাতের বেলায় মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এই কার্ড বিলি করা হচ্ছিল। তিনি বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

নামখানায় ফর্ম ঘিরে উত্তেজনা, হাতাহাতিতে জড়াল দুই শিবির

গোপাল শীল, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ নির্বাচনবিধি কার্যকর থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানায় অন্নপূর্ণা বিলের ফর্ম পূরণকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, বিজেপি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রায় তিন হাজার টাকার আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে ফর্ম পূরণ করাচ্ছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিষয়টি জানতে পেরে শাসক দলের কর্মীরা প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন।

মুহূর্তের মধ্যে দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বাগবিতণ্ডা, যা পরে হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কিতে গড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হলে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাকে ঘিরে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। নির্বাচনবিধি চালু থাকা অবস্থায় কীভাবে আর্থিক সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফর্ম পূরণ করা হচ্ছে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে সরগরম হয়ে উঠেছে এলাকা। উল্লেখ্য, সাগর বিধানসভা এলাকায় এক বিজেপি নেতার উপস্থিতিতে কিছু কর্মী এই ফর্ম পূরণের কাজ শুরু করেন বলে অভিযোগ। সেই ঘটনাকেই কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে নামখানার বিভিন্ন প্রান্তে। বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে। প্রশাসন গোটা ঘটনার উপর কড়া নজর রাখছে এবং ভবিষ্যতে যাতে এমন পরিস্থিতি না তৈরি হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

কাকদ্বীপে মোদীর সভা ঘিরে তৎপরতা, প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন রাহুল সিনহা

গোপাল শীল, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। আগামী ২৩ এপ্রিল কাকদ্বীপ স্টেডিয়াম ময়দানে জনসভা করতে আসছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । এই সভাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করেছে বিজেপি। সেই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এদিন সভাস্থল পরিদর্শনে আসেন রাহুল সিনহা ।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা ও সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে এই বিশাল জনসভা আয়োজন করা হচ্ছে।

সভাস্থলে মঞ্চ নির্মাণ, আলো-শব্দ ব্যবস্থা, নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের বসার ব্যবস্থা দ্রুত এগোচ্ছে। বিজেপির দাবি, এই সভায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হতে পারে, যা নির্বাচনের আগে তাদের বড় শক্তিপ্রদর্শন হয়ে উঠবে। অন্যদিকে, এই সভা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের দাবি, নির্বাচনের আগে বারবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বাংলায় আসা নতুন কিছু নয়। অতীতেও একাধিকবার নরেন্দ্র মোদী রাজ্যে এসেছেন, কিন্তু তাতে ভোটের ফলাফলে বড় পরিবর্তন ঘটেনি বলে দাবি তাদের। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, তারা উন্নয়নের ভিত্তিতেই মানুষের সমর্থন পাবে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, উপকূল ও দ্বীপাঞ্চল নিয়ে গঠিত এই জেলা সব দলের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই প্রচারের তীব্রতা বাড়ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ ও আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই এলাকা পরিদর্শন করেছেন। সব মিলিয়ে ২৩ এপ্রিলের এই সভাকে ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

বারুইপুর পশ্চিমে প্রচারে জোর, উন্নয়ন বনাম বিভাজনের বার্তা

জাহেদ মিস্ত্রী,নয়া জামানা,বারুইপুর ঃ বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে যোগ দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সোমবার ধপধপি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমতলা মাঠে আয়োজিত জনসভায় উপস্থিত থেকে তিনি দলীয় প্রার্থীর পক্ষে জোরালো প্রচার চালান এবং ভোটারদের কাছে সমর্থন চান। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিধানসভা এলাকায় গত কয়েক বছরে হওয়া রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক কাজের বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে তাঁকে আবারও নির্বাচিত করা জরুরি। সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করার প্রতিশ্রুতিও পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। অন্যদিকে ফিরহাদ হাকিম তাঁর ভাষণে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি রাজনীতিতে বিভাজনের পরিবেশ তৈরি করছে এবং রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সামাজিক সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তিনি দাবি করেন, আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি ৫০টি আসনও পাবে না। পাশাপাশি তিনি বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাঙালিদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ও সংকটে পড়তে পারে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কারণ দাস, অঞ্চল সভাপতি শহিদুল হক মোল্লা সহ একাধিক স্থানীয় নেতা-কর্মী। সভা থেকে তৃণমূল নেতৃত্ব উন্নয়নের পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে জয়ী করার আবেদন জানান।

উত্তাল সমুদ্রে জীবনযুদ্ধ, কোস্ট গার্ডের তৎপরতায় বাঁচল মৎস্যজীবী

গোপাল শীল, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ গভীর সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ আর অন্ধকার রাতের মধ্যে দুঃসাহসিক উদ্ধার অভিযান চালিয়ে এক মৎস্যজীবীর প্রাণ বাঁচাল ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী। ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড -এর জাহাজআই ছি জি এস আঁচক এই সাহসিকতার নজির গড়েছে। গোয়ার উপকূল থেকে প্রায় ২০০ নটিক্যাল মাইল দূরে এরাবিয়ান শিয়া -র গভীরে এই ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে, ‘আইএফবি বেনি’ নামের একটি মাছ ধরার ট্রলারে হঠাৎই এক মৎস্যজীবী গুরুতর অসুস্থ হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সমুদ্রের মাঝখানে এমন পরিস্থিতিতে ট্রলারের অন্য জেলেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং দ্রুত সাহায্যের জন্য বার্তা পাঠান। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টহলরত আই ছি জি এস আঁচক ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তখন গভীর রাত। সমুদ্র ছিল অত্যন্ত উত্তাল, ঢেউ ছিল অস্বাভাবিক উঁচু। বড় জাহাজ থেকে ছোট ট্রলারে পৌঁছানো ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তবুও কোস্ট গার্ডের জওয়ানরা নিজেদের দক্ষতা ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। সাঁতারের বিশেষ কৌশল কাজে লাগিয়ে উদ্ধারকারী দল ট্রলারে পৌঁছে অচৈতন্য মৎস্যজীবীকে স্ট্রেচারে করে নিরাপদে জাহাজে নিয়ে আসেন। পরে জাহাজের মেডিকেল টিম দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়। এরপর তাঁকে স্থলভাগে এনে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে ওই মৎস্যজীবীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। এই দুঃসাহসিক অভিযানে কোস্ট গার্ডের দ্রুত পদক্ষেপ ও পেশাদারিত্ব ফের একবার প্রমাণ করল, বিপদের সময় তারাই ভরসা।

সন্দেশখালিতে বিজেপিতে ভাঙন, তৃণমূলে যোগ দিলেন ৫০০ কর্মী

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ হিঙ্গলগঞ্জে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের জনসভা শেষ হতেই সন্দেশখালিতে রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলল। এলাকার প্রায় ৫০০ জন বিজেপি নেতা-কর্মী ও সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি দিলীপ মল্লিক তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন মনিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি প্রসেনজিৎ গাঙ্গুলীসহ অন্যান্য নেতৃত্ব। জানা গিয়েছে, দুটি বুথ মিলিয়ে প্রায় ১০০টি পরিবারের সদস্যরা এই যোগদান করেন।

তাঁদের দাবি, ২০২৪ সালের আন্দোলনের সময় বিজেপির প্রতিশ্রুতিতে ভরসা করে তাঁরা পথে নেমেছিলেন এবং ভোটও দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তাঁদের খোঁজখবর নেওয়া হয়নি, সংগঠনের দিক থেকেও তাঁরা উপেক্ষিত হন। এই অভিজ্ঞতার পরই তাঁরা দলবদলের সিদ্ধান্ত নেন। দলত্যাগীদের মধ্যে মীনাক্ষী ভুঁইয়া, সাবিত্রী করাতি, রেখা মন্ডল, জয়ন্ত মন্ডল, পরিমণ্ডল মন্ডলসহ অনেকেই বলেন, আমরা ভুল বুঝেছিলাম। এখন বুঝতে পেরেছি কারা সত্যিই মানুষের পাশে থাকে। তাঁদের কথায়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নারী শক্তির সম্মান রক্ষা হচ্ছে, আর সেই কারণেই তাঁরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। নতুন যোগদানকারীরা আরও জানান, সন্দেশখালীর ‘ভূমিকন্যা’ ঝর্ণা সরদারকে প্রার্থী করায় তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর সমর্থনে ঘরে ঘরে প্রচার চালানোর অঙ্গীকারও করেছেন তাঁরা।

গোপন বৈঠক বিতর্কে তপ্ত ডায়মন্ড হারবার, ভোটের আগে বাড়ছে চাপানউতোর

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা,ডায়মন্ড হারবার ঃ ডায়মন্ড হারবারে ভোটের আগে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে এক কথিত ‘গোপন বৈঠক’ ঘিরে। পুলিশ অবজারভারের সঙ্গে বিজেপি প্রার্থীর বৈঠকের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল প্রার্থী পান্নালাল হালদার দাবি করেন, কয়েকদিন আগে একটি সরকারি অতিথিশালায় বিজেপি প্রার্থী গোপনে পুলিশ অবজারভারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

তাঁর অভিযোগ, এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল তৃণমূলকে চাপে ফেলা এবং ভোট প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করা। তিনি বলেন, বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে জানানো হবে এবং তাদের কাছে প্রমাণও রয়েছে। তৃণমূলের আরও অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে তাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হচ্ছে। পাশাপাশি ভোটার তালিকা নিয়েও বড় প্রশ্ন তোলেন পান্নালাল হালদার। তাঁর দাবি, প্রায় ১২ হাজার জীবিত ভোটারকে মৃত দেখানো হয়েছে এবং বহু নাম বাদ পড়েছে, যা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থীরা এই সব অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তাদের বক্তব্য, রাজনৈতিক লাভের জন্যই তৃণমূল মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে। বিজেপির দাবি, তারা শুধু নিজেদের ওপর হওয়া হামলার অভিযোগ জানাতে পুলিশ অবজারভারের কাছে গিয়েছিল। দুই পক্ষের বিপরীত দাবিতে সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের সময় এমন অভিযোগ নতুন নয়, তবে নিরপেক্ষ তদন্ত অত্যন্ত জরুরি। সব মিলিয়ে, ডায়মন্ড হারবারে ভোটের আগে এই বিতর্ক বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে। এখন নজর নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপের দিকে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেবে সাধারণ মানুষই।

ক্যানিং পূর্বে তাণ্ডব ! আইএসএফ প্রার্থীর গাড়িতে হামলা, দেউলীতে উত্তেজনা চরমে

নয়া জামানা , ক্যানিং ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের মুখে ফের অশান্তির ছবি সামনে এল। আইএসএফ প্রার্থী আরাবুল ইসলাম-এর গাড়িতে হামলার ঘটনায় দেউলী এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে দলীয় কর্মীদের নিয়ে প্রচারে যাচ্ছিলেন আরাবুল ইসলাম। অভিযোগ, দেউলীতে পৌঁছতেই আচমকা একদল দুষ্কৃতী তাঁর গাড়ির পথ আটকে দেয়। এরপর লাঠি, ইট-পাটকেল নিয়ে গাড়ির ওপর হামলা চালানো হয়। মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির কাঁচ ভেঙে যায় এবং কয়েকজন কর্মী-সমর্থক আহত হন। আইএসএফের অভিযোগ, এই হামলা পরিকল্পিত এবং বিরোধীদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজনের মাথা ও শরীরে গুরুতর চোট লেগেছে বলে জানা গেছে। ঘটনার পরই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। প্রতিবাদে আইএসএফ কর্মীরা বাসন্তী রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানোয় দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে, অভিযুক্ত পক্ষ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, এটি আইএসএফের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। দীর্ঘ আলোচনার পর অবরোধ ওঠে এবং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার জেরে ক্যানিং পূর্বে ভোটের আগে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল।

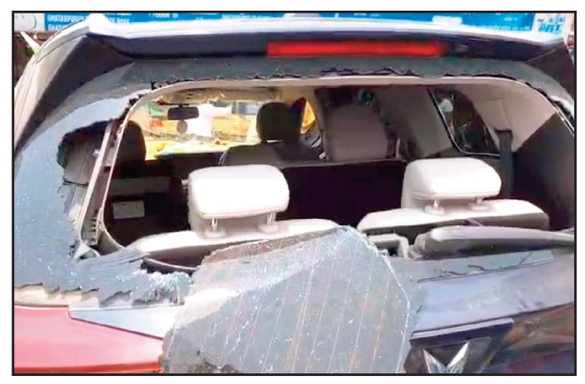

ক্যানিং পূর্বে আক্রান্ত আরাবুল, পালিয়ে বাঁচলেন

নয়া জামানা ঃ প্রথম দফার ভোটের আগে রাজনৈতিক দলগুলি জোরকদমে প্রচারে ব্যস্ত। তৃণমূল ছেড়ে আইএসএফে যোগ দেওয়া একদা তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামও প্রচারে ছিলেন। মঙ্গলবার ক্যানিং পূর্বে প্রচারে বেরিয়ে তিনি আক্রান্ত হন। তার গাড়িতে হামলা চালিয়ে কাচ ভেঙে দেওয়া হয় এবং লাঠি-রড দিয়ে মারধর করা হয় আইএসএফ কর্মীদের ওপর। গুরুতর জখম হন বেশ কয়েকজন কর্মী। ঘটনাটি ক্যানিং ১ নম্বর দেউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের আঁখড়াতলা এলাকায় ঘটেছে। ঘটনার সময় পুলিশ উপস্থিত থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। কোন রকমে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যান আরাবুল ইসলাম। হামলায় বন্দুক, ছুরি, লাঠি, রড ও ইট ব্যবহার করা হয়। এর পরে আরাবুল ইসলাম ঘটনাস্থল থেকে গিয়ে ক্যানিং পূর্বের ১৩৯ নম্বর আসনে রাস্তা অবরোধ করেন এবং বিক্ষোভ দেখান। প্রসঙ্গত, ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে আইএসএফে যোগ দেন আরাবুল ইসলাম, এবং এখন ১৩৯ ক্যানিং পূর্ব থেকে আইএসএফ প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের বাহারুল ইসলাম। আরাবুল ইসলাম এই হামলার বিষয়ে বলেন, ক্ষুব্ধএটা প্রমাণ করে যে তারা সন্ত্রাস করছে। আমাদের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে হামলা চালানো হচ্ছে। আমরা অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।ক্ষুব্ধ তৃণমূলের পক্ষ থেকে ১৪৮ ভাঙড় বিধানসভার প্রার্থী শওকত মোল্লা বলেন, আরাবুল নিজে দুই মহিলাকে মারধর করেছে, যা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

সন্দেশখালীর নৌকার হাল ‘ভূমিকন্যা’র হাতে, নতুন ভোরের স্বপ্ন সুন্দরবনে

নয়া জামানা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ঝর্ণা সরদারের সমর্থনে নদীমাতৃক অঞ্চলে জোরকদমে চলছে নির্বাচনী প্রচার। এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে নৌকা করে পৌঁছে মানুষের কাছে আশীর্বাদ চাইছেন ‘ভূমিকন্যা’ ঝর্ণা সরদার। এই প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা গেল দক্ষ সংগঠক দিলীপ মল্লিককে। বিদ্যাধরী ও ছোট কলাগাছি নদীপথে নৌকা ভাসিয়ে দুই প্রান্তের মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন প্রার্থী। নদীর দু’পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদে ভরিয়ে দেন তাঁকে। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস অনেকটাই এগিয়ে;এমনটাই দাবি দলের কর্মী-সমর্থকদের। তাদের মতে, ২০২৪-এর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার ঘরের মেয়ের হাতেই নেতৃত্ব তুলে দিতে চাইছেন সাধারণ মানুষ। গ্রামের সাধারণ গৃহবধূ, আটপৌরে শাড়ি পরা ঝর্ণা সরদার সকাল থেকে সন্ধ্যা নৌকায় চেপে দ্বীপ থেকে দ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মানুষের দরজায় পৌঁছে সরাসরি কথা বলছেন, শুনছেন সমস্যার কথা।

নৌকায় চেপে ঝর্ণার প্রচার ঝড়, ‘ঘরের মেয়ে’কেই ভরসা সন্দেশখালীর

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে এক আলাদা চিত্র ধরা পড়ল।

নদীমাতৃক সুন্দরবনের এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে নৌকায় চেপে প্রচারে নেমেছেন তৃণমূল প্রার্থী ঝর্ণা সরদার।

তাঁর এই প্রচার যেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগের এক অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছে। স্থানীয় নেতা দিলীপ মল্লিকের নেতৃত্বে এই নৌকা প্রচার কর্মসূচিতে দেখা যায়, বিদ্যাধরী ও ছোট কলাগাছি নদী পেরিয়ে দ্বীপাঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন ঝর্ণা সরদার। নদীর দুই তীর থেকে মানুষ তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছেন, দিচ্ছেন আশীর্বাদ ও সমর্থন। আটপৌরে শাড়িতে একেবারে ঘরের মেয়ের মতোই সহজ সরল উপস্থিতি মানুষের মন জয় করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে, ২০২৪ সালের অভিজ্ঞতা পেরিয়ে ২০২৬-এর নির্বাচনে তারা অনেকটাই এগিয়ে। বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নারী শক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে ঝর্ণা সরদারের মতো প্রার্থীকে সামনে এনেছেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক মানুষ, বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝর্ণা সরদারকে ঘিরে উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। অনেকেই তাঁকে ঘরের মেয়েদ বলেই মনে করছেন এবং তাঁর ওপর ভরসা রাখছেন। দ্বীপের পর দ্বীপে সবুজ আবির, মিষ্টিমুখ আর উষ্ণ অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট;সন্দেশখালীর মানুষ এবার পরিবর্তনের নতুন ভোর দেখতে চাইছেন। প্রার্থী থেকে কর্মী-সমর্থক সকলেরই বিশ্বাস, ২৯ এপ্রিলের ভোটে এই সমর্থন ফলাফলেও প্রতিফলিত হবে।

ভোট স্পেশাল

নয়া জামানা

সিতাই বিধানসভায় শেষ দিনের প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সংগিতা রায় এবং কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব । ছবি নয়া জামানা, কোচবিহার

দিনহাটা বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী উদয়ন গুহের প্রচারের শেষবেলায় বিশাল জনসভায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

জোড়াসাঁকো বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিজয় উপাধ্যায়ের সমর্থনে জনসমায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের জটেশ্বরে তৃনমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুভাষ চন্দ্র রায়ের সমর্থনে সমাবেশে অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ। ছবি সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা

সিতাই বিধানসভায় শেষ দিনের প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সংগিতা রায় এবং কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব । ছবি নয়া জামানা, কোচবিহার

দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে খড়্গপুর সদরে শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড-শো । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

প্রচারের শেষ দিনে ভাটিবাড়ি বাজারে কুমারগ্রামের বিজেপি প্রার্থী মনোজ কুমার উড়াও ছবি অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা

ভরতপুর বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমানের শেষ প্রচার জন জোয়ার। নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ

বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী খে াকন দাসের সমর্থনে ওয়ার্ড ভিত্তিক পথ সভায় বক্তব্য রাখছেন যুব নেতা তন্ময় ভট্টাচার্য। আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান।

শেষ বেলার প্রচারে কুমারগ্রামের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রাজীব তির্কি । ছবি অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা

রোদ গরম উপেক্ষা করে বিভিন্ন মহল্লায় ঘুরে ঘুরে ভোটের প্রচার পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দক্ষিণের প্রার্থী স্বপন দেবনাথ। আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান

আসানসোল (দক্ষিণ) বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের সমর্থনে প্রচারে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা । সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা ,আসানসোল।

ভাতাড় বিধানসভা কেন্দ্রের মা-মাটি-মানুষ তথা তৃণমূল প্রার্থী শান্তনু কোঁয়ারের সমর্থনে জনসভায় যুবরাজ অভিষেক ব্যানার্জী । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

প্রচারের মাঝে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী পরিতোষ দাসের সঙ্গে আলাপচারিতায় ড্রিম গার্ল হেমা ছবি অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা

প্রচারের অন্তিম লগ্নে কুমারগ্রামের বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী কিশোর মিঞ্জ। ছবি অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 22-04-2026 06:20 Page 12

ক্ষমতায় এসেই জ্বালানি সংকট ও হামের জোড়াফলায় বিদ্ধ, অস্বস্তিতে তারেক সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সোমবার বরিশালে হামের টিকাদান কর্মসূচিতে উদ্বোধনের পরে তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরেই মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। যার জেরে দেশে জ্বালানি সংকট দেখা দেয়। এর পর শিশুদের মধ্যে হামের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় নতুন করে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। ক্ষমতায় এসেই জ্বালানিসংকট ও হামের জোড়াফলায় বিদ্ধ তারেক রহমান সরকার। কার্যত অস্বস্তির কথা স্বীকার করে নিলেন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। সোমবার বরিশালে হামের টিকাদান কর্মসূচিতে উদ্বোধনের পরে তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরেই মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। যার জেরে দেশে জ্বালানি সংকট দেখা দেয়। এর পর শিশুদের মধ্যে হামের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় নতুন করে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা এমন এক সময় জনগণের ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় এসেছি, যখন দায়িত্ব নেওয়ার ১৫ দিনের মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ শুরু হয়। এতে সারা বিশ্বে জ্বালানির সংকট দেখা দেয়। এরপরই আমাদের শিশুদের মধ্যে হামের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় তা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এর মধ্যে আমরা গণমাধ্যমের খবরে জেনেছি, আমাদের সচেতনতার কিছুটা ঘাটতির কারণে কীভাবে বেশ কিছু শিশু হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। হাম সংক্রমণের জন্য বিগত সরকারগুলিকে দায়ী করে জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, বিগত দিনে যেসব সরকার দায়িত্ব পালন করেছে, তারা এই টিকাদান কর্মসূচিকে যথাযথভাবে পরিচর্যা করেনি। এই কারণেই আজ আমরা শিশুদের সুরক্ষা দিতে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছি। অন্যদিকে জ্বালানি সমস্য নিয়ে তাঁর বক্তব্য, তদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস মজুত থাকলেও বিগত স্বৈরাচারী সরকার নিজেদের ব্যবসার স্বার্থে দেশীয় গ্যাস উত্তোলনের কোনও ব্যবস্থা না করে আমদানি নির্ভর জ্বালানি নীতি তৈরি করেছিল। যোগ করেন, আজ যদি আমাদের নিজস্ব গ্যাস উত্তোলনের সক্ষমতা থাকত, তাহলে হরমুজ প্রণালির এই সংকটে আমাদের পড়তে হত না।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি দিল্লিতে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর সঙ্গেও বৈঠক করেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান।

মুখোমুখি আলোচনায় দিল্লির কাছে বেশি করে ডিজেল চেয়েছে ঢাকা। উল্লেখ্য, কত কয়েক সপ্তাহে কয়েক দফায় বাংলাদেশকে ডিজেল দিয়েছে ভারত। পরবর্তী ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ চাহিদা খতিয়ে দেখে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে দিল্লির তরফে জানানো হয়েছে।

মোদির আচ্ছে দিন ?

আসেনি, বলছে সিংহভাগ দেশবাসী

জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধিতে ক্ষুব্ধ ৮৯ শতাংশ মানুষ, দুর্দশার চিত্র ফাঁস রিজার্ভ ব্যাংকের সমীক্ষাতেই

কোনো রাজনৈতিক দল নয়, খোদ রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া। কোনো নেতা-নেত্রী নন, সাধারণ মানুষ। আর দেশের এই আম জনতারই রায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতিশ্রুতির 'আচ্ছে দিন' আসেনি। অন্তত ভারতে নয়। দেশের আর্থিক অবস্থা কেমন? চাকরির বাজারের কী পরিস্থিতি? খরচের বহর বেড়েছে? এমনই নানা প্রশ্ন সামনে রেখে সমীক্ষা চালিয়েছিল আরবিআই। সরাসরি জিজ্ঞাস্য ছিল, এক বছর আগে পরিস্থিতি যা ছিল, সেই তুলনায় বর্তমান অবস্থা কি ভালো হয়েছে? সেই সমীক্ষার জবাব মিলেছে। এবং দেখা যাচ্ছে, দেশ এবং দেশবাসী ভালো আছে;এই দাবি এতটুকু বিশ্বাস করতে নারাজ ভারতের সিংহভাগ মানুষ।

শহর এবং গ্রাম;দুই ক্ষেত্রেই সমীক্ষাটি চালিয়েছিল রিজার্ভ ব্যাংক। আর সর্বত্র কমবেশি ধরা পড়েছে মানুষের ক্ষোভ। সবচেয়ে বেশি অবশ্য নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি নিয়ে। একদিকে সরকার লাগাতার দাবি করছে, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু তার এতটুকু প্রভাব বাজারে দেখা যাচ্ছে না। প্রতি মাসের সংসার খরচ আগের মাসের তুলনায় বেড়ে যাচ্ছে। শহরাঞ্চলের ৮৯.১ শতাংশ মানুষই দাবি করেছেন, জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়েছে। আর অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের নিরিখে এই বৃদ্ধির পক্ষে সায় দিয়েছেন ৮৬.৯ শতাংশ আম আদমি। মোদি জমানায় 'আচ্ছে দিন' এসেছে;মানতে চাইছেন না প্রায় অর্ধেক দেশবাসী। মাত্র চার শতাংশ 'আশাবাদী ভক্ত শ্রেণি'র মানুষ মনে করছেন, জিনিসপত্রের দাম কমেছে। নগণ্য কয়েকজন শুধু বলতে পেরেছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্র কাটছাঁট করে সংসার খরচ তাঁরা কমিয়েছেন। বা কমাতে বাধ্য হয়েছেন। সমীক্ষায় প্রশ্ন ছিল, আয় বেড়েছে? ৫২.৮ শতাংশ মানুষ বলছেন, তাঁদের আয় একই আছে। আর প্রায় ২২ শতাংশের দাবি, তাঁদের উপার্জন আগের তুলনায় কমে গিয়েছে।এ তো গেল শহরের কথা। গ্রামবাসীরাও কি একই মতামত দিচ্ছেন? রিজার্ভ ব্যাংকের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, গ্রামের অবস্থা আরও সঙ্গীন। যেখানে সরকারি প্রকল্প বা অনুদানের সুবিধা নেই, সেইসব রাজ্যের মানুষ সরাসরি বলছেন, পরিস্থিতি আগের থেকে খারাপ হয়েছে। আর এই অঙ্কটা প্রায় ৩৫ শতাংশ। ২৯.১ শতাংশের দাবি, পরিস্থিতি আগের মতোই আছে। মূল্যবৃদ্ধি হোক, বা কর্মসংস্থান; আশাবাদী হতে পারছেন না অধিকাংশ মানুষ। গ্রামবাসীদের প্রায় সবাই মনে করছেন, জিনিসপত্রের দাম অনেকটা বেড়েছে। সংসার ঠেলতে নাভিশ্বাস উঠছে তাঁদের। খরচ বৃদ্ধির সঙ্গে কি আয়ও বেড়েছে? ২৮.২ শতাংশ মানুষের বক্তব্য, তাঁদের আয় কমেছে। গত মার্চে করা সমীক্ষাতেই যে মানুষ সার্বিকভাবে এমন হতাশার কথা ব্যক্ত করেছেন, তা নয়। বরং ২০২৫ সালের মার্চে এই একই সমীক্ষায় তাঁদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এবার সেই মাত্রা আরও বেড়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অবস্থা হোক, কর্মসংস্থান, জিনিসপত্রের দাম, বা রোজগার, দেশের মানুষ ভালো নেই। এটা স্পষ্ট আরবিআই সমীক্ষায়। আর বাংলায় ভোটের ঠিক মুখে।

'বিদেশী কায়দায় প্রেম করব', প্রেমিককে চেয়ারে বেঁধে জ্বালিয়ে দিলেন তরুণী, বানালেন ভিডিও

কথায় আছে, 'অপমানিত নারীর ক্রোধের মতো ভয়ংকর আর কিছু নেই।' সেটাই যেন ফের একবার প্রমাণ হয়ে গেল। প্রেমিককে চেয়ারে বেঁধে জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক তরুণীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুতে। অভিযোগ, প্রেমের সম্পর্কে থাকা সত্ত্বেও ধরে যুবক ওই তরুণীকে উপেক্ষা করতেন। তাই রাগে প্রেমিককে শেষ করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন তরুণী। পুলিশ সূত্রে খবর, বছর সাতাশের প্রেরণা এবং কিরণ দু'জনেই একটি দোকানে কর্মরত ছিলেন। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তবে সম্প্রতি কিরণ প্রেরণাকে উপেক্ষা করছিলেন বলে অভিযোগ। শুধু তা-ই নয়, কিরণ আদৌ তাঁকে বিয়ে করতেন কি না তা নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিলে বলে অভিযোগ করেছেন প্রেরণা। এরপরই তরুণী ষড়যন্ত্রের বীজ বুনতে শুরু করেন। গত মঙ্গলবার দক্ষিণ বেঙ্গালুরুর অঞ্জনাপুরা এলাকার বাড়িতে প্রেরণা ওই যুবককে আমন্ত্রণ করেন। ওই বাড়িতেই মা এবং দাদার সঙ্গে বাস করতেন প্রেরণা। কিন্তু ওই দিন বাড়িতে কেউ ছিলেন না। কিরণ আসতেই দু'জনে কিছুক্ষণ গল্প করেন। এক পর্যায়ে তরুণী কিরণকে বলেন, চলো আজ আমি বিদেশী কায়দায় তোমাকে প্রেম নিবেদন করব।দ এরপরই যুবককে চোখ বেঁধে একটি চেয়ারে বসিয়ে দেন প্রেরণা। শুধু তা-ই নয়, কিরণকে তার দিয়ে চেয়ারের সঙ্গেও বেঁধে দেন তিনি। তারপরই তরুণী ভিডিও রেকর্ড করতে শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর প্রেরণা কিরণকে কেরসিন দিয়ে ভিজিয়ে দেন। তারপরই অগ্নিসংযোগ করে দেন। মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন কিরণ। কিন্তু নির্বিকার প্রেরণা তা প্রত্যক্ষ করেন এবং ভিডিও রেকর্ড চালিয়ে যান। অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় যুবকের। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ডিএল নাগেশ বলেন, ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। জেরায় নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। কিরণের সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন। কিন্তু প্রেরণার মনে হয়েছিল, কিরণ তাঁকে উপেক্ষা করছিলেন। সেই রাগেই তরুণী তাঁকে খুন করেন।

মুম্বইয়ে গ্রেফতার সাংসদ ইউসুফ পাঠানের শ্বশুর-সহ তিন আত্মীয়

রাস্তায় জমা জল গাড়ির চাকা থেকে ছিটকে গায়ে পড়াকে কেন্দ্র করে চরম বচসা এবং মারধরের অভিযোগ। আর সেই ঘটনাতেই প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠানের শ্বশুর ও তাঁর দুই আত্মীয়কে গ্রেফতার করল মুম্বই পুলিশ। মঙ্গলবার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মুম্বইয়ের বাইকুল্লা এলাকায় এক ব্যক্তি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের ওপর বাঁশ ও বেসবল ব্যাট নিয়ে হামলার অভিযোগে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনায় যুক্ত আরও এক অভিযুক্ত পলাতক, তাঁর খোঁজে জোরদার তল্লাশি চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত গত শনিবার। স্থানীয় বাসিন্দা ইউসুফ খান নামে এক ব্যক্তি গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় রাস্তার গর্তে জমে থাকা জল ছিটকে পড়ে সাংসদ ইউসুফ পাঠানের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় শোয়েব খানের গায়ে। অভিযোগ, এর জেরেই গাড়ি থামিয়ে ইউসুফ খানের সঙ্গে তুমুল তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন শোয়েব। তাঁকে গালিগালাজ করার পাশাপাশি বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকি মাঝরাস্তায় তাঁকে শারীরিক নিগ্রহও করা হয়। এই ঘটনার পরই থানায় অভিযোগ দায়ের করতে যাচ্ছিলেন আক্রান্ত ইউসুফ খান। অভিযোগ, সেই সময় মাঝরাস্তায় তাঁকে আটকে দেয় ইউসুফ পাঠানের শ্বশুর খালিদ খান, তাঁর ছেলে উমরশাদ খান, শোয়েব খান এবং শাহবাজ পাঠান। এরপরই ওই চার জন মিলে ইউসুফ খান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ওপর বাঁশ এবং বেসবল ব্যাট নিয়ে অতর্কিতে চড়াও হয়। বেধড়ক মারধরের জেরে ইউসুফের ভাই সলমানের হাত ভেঙে যায় এবং তাঁর কাকা জাকি আহমেদ গুরুতর জখম হন বলে পুলিশ জানিয়েছে। আক্রান্তদের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান এবং হামলায় ব্যবহৃত বাঁশ ও বেসবল ব্যাট উদ্ধারের পর তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) অধীনে হামলা, গুরুতর আঘাত ও বেআইনি কার্যকলাপের একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। ধৃতদের আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

টাকার দরপতনে গভীর সংকট !

ভারতীয় মুদ্রার দুর্বলতা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ বাড়ছে অর্থনৈতিক মহলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, টাকার দরপতনের সমস্যার শিকড় এতটাই গভীরে যে কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তক্ষেপে এই পতন থামানো সম্ভব নয়। অতীতে একাধিকবার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ধাক্কায় টাকার মূল্য দ্রুত কমেছে। দুই হাজার আট সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকট কিংবা দুই হাজার তেরোর 'টেপার ট্যানট্রাম'-এর মতো ঘটনাও টাকার উপর চাপ তৈরি করেছিল। আবার রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষ বা পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক যুদ্ধের মতো শক্তি বাজারের অস্থিরতাও মুদ্রার উপর প্রভাব ফেলেছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু বাইরের কারণ নয়, দেশের ভিতরের নানা কারণও সমানভাবে প্রভাব ফেলছে। দুই হাজার পঁচিশ সালে একটি অদ্ভুত পরিস্থিতি দেখা যায়। সেই সময় আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলার দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ডলারের শক্তি পরিমাপের সূচক উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। সাধারণভাবে এমন পরিস্থিতিতে অন্যান্য দেশের মুদ্রা শক্তিশালী হয়। বাস্তবে তেমনটাই হয়েছে;থাইল্যান্ডের মুদ্রা, চিনের ইউয়ান, দক্ষিণ কোরিয়ার উন, ব্রাজিলের রিয়াল, মেক্সিকোর পেসো, ইউরোপের ইউরো এবং ব্রিটেনের পাউন্ড ডলারের তুলনায় শক্তিশালী হয়েছে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে ঘটেছে উল্টো ঘটনা। সেই সময় টাকার মূল্য বরং আরও কমেছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, এর প্রধান কারণ মূলধনের বহিঃপ্রবাহ।

ত্রিচুরে বিস্ফোরণে মৃত কমপক্ষে ১৩ শ্রমিক, আহত ৪০

রবিবার তামিলনাড়ুতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছিল, এবার কেরলে বিস্ফোরণে প্রাণ গেল কমপক্ষে ১৩ জন শ্রমিকের। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৪০ জন। এদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার ত্রিচুর জেলার মুন্ডাথিকোডে দুপুর ৩টে বেজে ৩৫ মিনিট নাগাদ একটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়। খবর পেয়ে উদ্ধারকাজে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকল বিভাগ। ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ চালানো এক দমকল কর্মী জানিয়েছেন, বাজি কারখানাটি ছিল শুকিয়ে যাওয়া একটি ধানক্ষেতের মধ্যে। প্রখর গরমের কারণে ঘটনাটি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্তত ১৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৪০ জনের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। খবর পেয়ে পুলিশ, দমকল এবং অ্যাম্বুল্যান্স দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহতদের উদ্ধার করে ত্রিচুর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের খবর পেয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে দ্রুত যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি দুর্ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, রবিবার তামিলনাড়ুর বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ২০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ছ'জন। আশঙ্কাজনক আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শ্রমিকদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন।

আমেরিকাকে কড়া বার্তা ক্ষুব্ধ আমিরশাহীর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় শান্তি বৈঠক শিকেয় উঠেছে। হরমুজকে কেন্দ্র করে ফের সম্মুখ সমরে ইরান ও আমেরিকা। ভয়ংকর যুদ্ধের প্রমাদ গুনছে মধ্যপ্রাচ্য। এহেন পরিস্থিতিতেই আমেরিকার উপর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল মিত্র দেশ সংযুক্ত আরব আমিরশাহী।

আমেরিকাকে তোপ দেগে আমিরশাহীর কমেন্টেটর আবদুল খালেক আবদুল্লা জানালেন, আমেরিকা আমাদের কোনও সাহায্যে আসেনি। ওদের আর প্রয়োজন নেই। দেশের সমস্ত মার্কিন সেনাঘাঁটি বন্ধ করা হোক।গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের উপর হামলা চালিয়েছিল আমেরিকা ও ইজরায়েল। ভয়াবহ সেই যুদ্ধের আগুন মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে। ইরানের মারে নাজেহাল অবস্থা হয়, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত এবং বাহরিনের মতো দেশগুলি। এই সমস্ত দেশের তেল ও গ্যাসের সমস্ত ঘাঁটি কার্যত তছনছ হয়ে গিয়েছে। সবকটি দেশেই রয়েছে আমেরিকার সেনাঘাঁটি। বিপুল সামরিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশগুলিকে রক্ষা করতে পারেনি আমেরিকা। যার জেরেই আমেরিকার বিরুদ্ধে কড়া সুরে আবদুল্লা জানালেন, 'সময় হয়েছে এখানকার সমস্ত মার্কিন সেনাঘাঁটি বন্ধ করার। এই ঘাঁটিগুলি সামরিক সম্পত্তি নয় বরং বোঝা হয়ে উঠেছে।

'এক্স হ্যান্ডেলে আমেরিকাকে দুষে আবদুল্লা লেখেন, 'আমিরশাহীর নিরাপত্তার জন্য আমেরিকার কোনও প্রয়োজন নেই। ইরানের হামলার সময় এটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে আমরা যথেষ্ট ভালোভাবে আত্মরক্ষা করতে পারি। ফলে দেশের নিরাপত্তার জন্য আমাদের আর আমেরিকার উপর নির্ভরশীল থাকার দরকার নেই।' এরপরই তিনি লেখেন, 'এদেশের মাটিতে ওদের

(আমেরিকার) সমস্ত সেনাঘাঁটি এবার বন্ধ করা উচিত। আমিরশাহীর উচিত কারও উপর নির্ভরশীল না থেকে নিজেদের সেনাকে শক্তিশালী করা।'উল্লেখ্য, ইরান যুদ্ধে আমেরিকার
উপর রীতিমতো ক্ষুব্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি। তাদের অভিযোগ, আমেরিকা ইরানে হামলা চালানোর আগে তাদের জানাতে পারত, যাতে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। কিন্তু আমেরিকা ওরা সেটা করেনি। অতর্কিত হামলার পরই আরব আমিরশাহী-সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে বেপরোয়া হামলা চালায় ইরান। ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় তছনছ হয় দেশটি। আমেরিকা তাদের রক্ষা করতে পারেনি। এই হামলায় বিপুল আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি বহু মানুষের প্রাণহানিও ঘটিয়েছে।

কোহলির মহিলাপ্রীতি..., জার্মান লাস্যময়ীকে পছন্দ নিয়ে খোঁচা ‘প্রাক্তন প্রেমিকা’র

বিরাট কোহলির একটা লাইক। তাতেই রাতারাতি প্রচারের আলোয় চলে এসেছেন জার্মান সুন্দরী লিজলাজ ওরফে জেনিফার। নেটদুনিয়ায় হইচই পড়ে গিয়েছে তাঁকে নিয়ে। সঙ্গে ট্রেন্ডিং কোহলিও। তাঁকে নিয়ে তৈরি হয়েছে ভূরি ভূরি মিম। সেখানে কোহলির ‘মহিলাপ্রীতি’ নিয়ে তোলপাড় হয়েছে নেটদুনিয়া। এমনকী উঠে এসেছে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের এক যুগ আগের সম্পর্কের কথাও। যা দেখে ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের ‘প্রাক্তন প্রেমিকা’ ইজাবেল লেইট। কেন এত রেগে গেলেন ইজাবেল? এর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে ইনস্টাগ্রামের একটি পোস্টে। সেখানে একসঙ্গে রাখা হয় ইজাবেল লেইট, অনুষ্কা শর্মা, জার্মান ইনফ্লুয়েন্সার লিজলাজ এবং অবনীত কৌর , এই চারজনের ছবি। যার ক্যাপশনে লেখা হয়, ‘বিরাট কোহলির একটা ব্যাপার স্পষ্ট। মাঠের ভেতরে বা বাইরে, তিনি কোনও কিছুই বাদ দেন না।’ ইজাবেল লেইট থেকে শুরু করে অনুষ্কা শর্মা পর্যন্তখ তাঁর পছন্দে যেন সব সময়ই অভিজাত মানের ছাপ দেখা যায়। এর সঙ্গে অবনীত কৌরের নাম যোগ হলে আপনি একটি প্যাটার্ন দেখতে পাবেন। এক্ষেত্রে কোহলির পছন্দ অনেকের প্লেলিস্ট বানানোর

দক্ষতার থেকেও এগিয়ে। ক্রিকেট মাঠের কিংবদন্তি এই ব্যাটার যেন ব্যক্তিগত জীবন থেকে ‘গড়পড়তা’ শব্দটাকেই নিজের অভিধান থেকে বাদ দিয়েছেন। কেউ যেখানে শুধু রান তাড়া করেন, সেখানে কোহলি যেন সহজেই আইকনদের সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত করেন। কিং কোহলির পছন্দ খুবই উঁচু দরের। কেবল অসাধারণকেই বেছে নেন তিনি। এরপরেই রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দেন ইজাবেল। কমেন্টে তিনি লেখেন, ‘১২ বছর হয়ে গিয়েছে। তবুও কেন মানুষ এগোতে পারছে না?’ তাঁর এই মন্তব্য দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। অনেকেই তাঁর পাশেও দাঁড়ান। এক নেটিজেনের কথায়, ‘মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এত আলোচনা সত্যিই অস্বস্তিকর।’ কেউ লেখেন, ‘ইজাবেল ঠিকই বলেছেন। অতীতকে টেনে আনার কোনও মানে হয় না।’ আরেকজন লেখেন, ‘কোহলি এখন নিজের পরিবার নিয়ে সুখে আছেন। এসব অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক।’ অন্য ইউজার বলছেন, ‘সোশাল মিডিয়া এখন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।’ কে এই ইজাবেল লেইট? তিনি একজন ব্রাজিলিয়ান মডেল ও অভিনেত্রী। যাঁর সঙ্গে বিরাট কোহলির নাম জড়ায়। ২০১২ থেকে ২০১৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁদের নাকি সম্পর্ক ছিল। সে সময়ে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে ব্যাপক চর্চাও হয়। পরে অনুষ্কার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন কোহলি। ইজাবেল স্বামী ও দুই সন্তানকে নিয়ে দোহায় বসবাস করছেন। অভিনয়ের দিক থেকেও তিনি পরিচিত মুখ তিনি। হিন্দি ছবি ‘পুরানি জিন্স’ ছাড়াও বেশ কিছু দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। বৃহস্পতিবার রাত থেকে নেটদুনিয়ায় হু-হু করে ছড়িয়ে পড়ে একটি স্ক্রিনশট। সেখানে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকান-জার্মান সুন্দরী লিজলাজের একটি ছবিতে ৩৭ হাজারেরও বেশি মানুষ লাইক করেছেন। সেই লাইকের ভিড়ে জ্বলজ্বল করছে বিরাটের নামও। উল্লেখ্য, ৩০ জানুয়ারি ছবিটি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা হয়েছিল। বিরাট এই ছবিটি কবে লাইক করেছেন, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। কিন্তু গোটা বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে বৃহস্পতিবার। সেই নিয়ে নেটপাড়া উত্তাল। অনেকের মনেই প্রশ্ন, লিজলাজকে ফলো করেন না বিরাট। তাহলে তাঁর ছবিতে লাইক দিয়েছেন কেন? এই প্রসঙ্গে লিজলাজ জানান, ‘গোটা ঘটনাটা কেমন অবিশ্বাস্য। ঘুম থেকে উঠেই দেখি আমাকে নিয়ে গুচ্ছগুচ্ছ খবর হয়েছে। প্রচুর মেসেজে ভরে গিয়েছে আমার ইনবক্স। দারুণ লাগছিল। কোহলি আমার ছবি লাইক করেছেন দেখে আমি তো খুব খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু পরে লাইক সরিয়ে নিলেন। সেটায় বেশ খারাপ লাগছে। তবে ওঁর জন্য আমার বেশ খারাপ লাগছে।’ দ গতবছর স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার জন্মদিনে আবেগঘন পোস্ট করেছিলেন কোহলি। তারপরই দেখা যায়, অভনীতের একটি স্বল্পবসনা ছবিতে ‘লাভ’ দিয়ে বসে আছেন তিনি। সেই নিয়ে তুমুল চর্চা শুরু হয় নেটদুনিয়ায়। কেন স্বল্পবসনার ছবিতে লাইক দিয়েছেন, প্রশ্নবাণে জর্জরিত হন কোহলি। সেই কোহলি জানিয়েছিলেন অ্যালগরিদমিক ত্রুটির কারণে এটা হয়েছিল। এবার জার্মান সুন্দরীর ছবিতে লাইকের পর সরগরম নেটপাড়া। কোহলিকে নিয়ে মিমে জড়িয়েছে ইজাবেল লেইটের নামও। তাতে রেগে অগ্নিশর্মা ব্রাজিলীয় এই মডেল।

রেঞ্জ রোভারে চড়লেন নীতীশ, বিলাসে আরেক ধাপ উপরে

আইপিএলের মাঝেই ব্যক্তিগত জীবনে নতুন মাইলফলক ছুঁলেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি। সদ্য নিজের গ্যারেজে যোগ করলেন নতুন রেঞ্জ রোভার অটোবায়োগ্রাফি বিলাসবহুল গাড়ি। সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, পরিবারের সঙ্গে নতুন গাড়িতে ঘুরছেন তরুণ ক্রিকেটার।

বাটুমি গোল্ড রঙের এই গাড়িটি নজর কাড়ে প্রথম দেখাতেই। পাশাপাশি স্যান্টোরিনি ব্ল্যাক, ফুজি হোয়াইট ও বেলগ্রাভিয়া গ্রিন;এই রঙগুলিতেও পাওয়া যায় মডেলটি। এই কেনাকাটার সময়টাও তাৎপর্যপূর্ণ। এপ্রিল আঠারো তারিখে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে দশ রানের রুদ্ধশ্বাস জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন নীতীশ। তার নিয়ন্ত্রিত বোলিংই দলকে জয় এনে দেয়। গাড়িটির শীর্ষ সংস্করণে রয়েছে চার দশমিক চার লিটার ভি আট ইঞ্জিন, যা পাঁচশো বাইশ অশ্বশক্তি ও সাতশো পঞ্চাশ নিউটন মিটার টর্ক উৎপন্ন করে। মাইল্ড হাইব্রিড ব্যবস্থাসহ এই গাড়ি শূন্য থেকে একশো কিলোমিটার গতিতে পৌঁছতে পারে চার দশমিক ছয় সেকেন্ডে। সর্বোচ্চ গতি নির্ধারিত আড়াইশো কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। অভ্যন্তরে আরাম ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন। বিদ্যুৎচালিত আসন, ম্যাসাজ সুবিধা, কার্ভড টাচস্ক্রিন ইনফোটেনমেন্ট ব্যবস্থা, উনত্রিশ স্পিকার বিশিষ্ট সাউন্ড সিস্টেম, চার জোন জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ এবং পেছনে এক্সিকিউটিভ ক্লাস আসনের সুবিধা রয়েছে। নিরাপত্তার দিকেও রয়েছে একাধিক ব্যবস্থা, যার মধ্যে তিনশো ষাট ডিগ্রি ক্যামেরা, ডায়নামিক স্ট্যাবিলিটি কন্ট্রোল, একাধিক এয়ারব্যাগ ও উন্নত চালক সহায়তা ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। ক্রিকেট মাঠে পারফরম্যান্সের পাশাপাশি, ব্যক্তিগত জীবনেও ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন নীতীশ কুমার রেড্ডি; এই নতুন সংযোজন সেই উত্থানেরই আরেকটি ইঙ্গিত।

কিশোর ব্যাটারকে সান্ত্বনা প্রতিপক্ষ কোচের

আধুনিক ক্রিকেটে পরিসংখ্যানের পাশাপাশি আবেগঘন মুহূর্তও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এপ্রিল উনিশ তারিখে ইডেন গার্ডেন্সে রাজস্থান রয়্যালস ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের মধ্যকার ম্যাচ শেষে তেমনই এক ঘটনার উদ্ভব হয়। রাজস্থান রয়্যালস দলের পরাজয়ের পর পনেরো বছর বয়সী ব্যাটার বৈভব সূর্যবংশী আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

ব্যাট হাতে উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স প্রদর্শন সত্ত্বেও দলের পরাজয় মেনে নিতে না পেরে তিনি মাঠে কান্নায় ভেঙে পড়েন, যা উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উক্ত পরিস্থিতিতে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের ফিল্ডিং কোচ দিশান্ত যাজ্ঞিক সংশ্লিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে কিশোর ক্রিকেটারকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। ঘটনাটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশেও পারস্পরিক সম্মান ও সহমর্মিতার দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য, দিশান্ত যাজ্ঞিক পূর্বে রাজস্থান রয়্যালস দলের ফিল্ডিং প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সেই সূত্রে বৈভব সূর্যবংশীর সঙ্গে তার পূর্ব সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, যা উক্ত ঘটনায় প্রতিফলিত হয়েছে। ম্যাচ চলাকালীন বৈভব সূর্যবংশী আটাশ বলে ছেচল্লিশ রান সংগ্রহ করেন, যার মধ্যে ছয়টি চার ও দুটি ছক্কা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তার উক্ত পারফরম্যান্স দলকে প্রাথমিকভাবে শক্ত ভিত প্রদান করলেও মধ্যক্রম তা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় এবং নির্ধারিত সময়ে ইনিংসের গতি হ্রাস পায়। বর্তমানে বৈভব সূর্যবংশী ছয়টি ম্যাচে মোট দুইশো ছেচল্লিশ রান সংগ্রহ করে কমলা টুপি প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থানে অবস্থান করছেন, যা তার ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে। অন্যদিকে রাজস্থান রয়্যালস দল ছয় ম্যাচে চারটি জয়লাভ করে আট পয়েন্ট ও শূন্য দশমিক পাঁচ নয় নয় নেট রান রেটসহ পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

উল্লেখিত পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্থান রয়্যালস দলের পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বিতা লখনউ সুপার জায়ান্টস দলের বিরুদ্ধে নির্ধারিত রয়েছে। উক্ত ঘটনাটি খেলাধুলার ক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধের উপস্থিতি পুনরায় প্রতিফলিত করেছে।

শীর্ষে ওঠার সুযোগ হারালেন শুভমন, পার্পল ক্যাপের দৌড়ে রাবাডার দাপট

আইপিএলের মেগা লড়াইয়ে সোমবার রাতে গুজরাত টাইটান্সকে কার্যত খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। কিন্তু এই বড় জয়ের মাঝেও ক্রিকেট মহলের নজর এখন অরেঞ্জ এবং পার্পল ক্যাপের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের দিকে। গুজরাত অধিনায়ক শুভমন গিলের সামনে সুযোগ ছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মারকুটে ব্যাটার হেনরিখ ক্লাসেনকে টপকে অরেঞ্জ ক্যাপের তালিকায় শীর্ষে উঠে আসার,

কিন্তু মাত্র ১৪ রানে সাজঘরে ফিরে সেই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করলেন গিল। বর্তমানে ২৮৩ রান নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ক্লাসেন এবং ২৬৫ রান নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন গিল। এই তালিকার প্রথম পাঁচে বিরাট কোহলি ছাড়াও নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন বৈভব সূর্যবংশী এবং রজত পাতিদারের মতো প্রতিভারা।

তবে মুম্বইয়ের জয়ের নায়ক তিলক বর্মা চলতি আইপিএলের তৃতীয় শতরানটি (সঞ্জু স্যামসন ও কুইন্টন ডি ককের পর) করে ফেললেও রানের বিচারে তিনি এখনও শীর্ষ দশের লড়াই থেকে বেশ খানিকটা দূরে। বল হাতেও ছবিটা এখন অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। চেন্নাই সুপার কিংসের অংশুল কম্বোজ ১৩টি উইকেট নিয়ে বেগুনি টুপির মালিক হলেও তাঁর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, যাঁর ঝুলিতে এখন রয়েছে ১২টি উইকেট। অন্যদিকে, মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ৩৩ রানে ৩ উইকেট নিয়ে কাগিসো রাবাডাও এখন দশ উইকেটের অভিজাত ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন, যেখানে তাঁর সঙ্গী হিসেবে রয়েছেন ভুবনেশ্বর কুমার এবং রবি বিষ্ণোই। সব মিলিয়ে আইপিএলের এই মাঝপথে যখন ব্যক্তিগত রেকর্ডের লড়াই তুঙ্গে, তখন মাঠের পারফরম্যান্সই বলে দিচ্ছে এবারের মরসুমে লড়াই হবে সেয়ানে সেয়ানে।

পন্থের বিশ্বরেকর্ড ছুঁয়েও ফিল্ডিংয়ে শীর্ষে মার্করাম

আইপিএলের বাইশ গজে গত সপ্তাহেই পা রেখেছেন নাগপুরের ২৪ বছর বয়সি তরুণ তুর্কি প্রফুল্ল হিঙ্গে। আর অভিষেক ম্যাচেই সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জার্সিতে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে তিনি যা করে দেখালেন, তা ক্রিকেটের দীর্ঘ ইতিহাসে এক বিরলতম অধ্যায় হয়ে রইল। নিজের প্রথম ওভারেই তিন-তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে প্রফুল্ল এখন ক্রিকেট মহলে জোর চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে। সেই ওভারের দ্বিতীয় বলে বৈভব সূর্যবংশী, চতুর্থ বলে ধ্রুব জুরেল এবং শেষ বলে লুয়ান-ড্রে প্রিটোরিয়াস; তিন জনকেই শূন্য রানে সাজঘরে ফিরিয়ে তিনি আইপিএল ইতিহাসের একমাত্র বোলার হিসেবে অভিষেক ওভারে তিন উইকেটের মালিক হলেন। এর আগে ডিলন ডু প্রিজ বা শচীন বেবিরা অভিষেক ওভারে জোড়া উইকেটের স্বাদ পেলেও প্রফুল্লের এই কীর্তি তাঁকে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। ক্রিকেটের এই বিস্ময়কর পরিসংখ্যানের ভিড়ে নজর কাড়ছে দস্তানা হাতে উইকেটের পিছনে ভারতের ঋষভ পন্তের সেই অসামান্য কীর্তিও। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ ১১টি ক্যাচ ধরার যে বিশ্বরেকর্ড পন্তের দখলে রয়েছে, তা আজও অম্লান। তাঁর সঙ্গে একই আসনে রয়েছেন জ্যাক রাসেল ও এবি ডি ভিলিয়ার্স। তবে আউটফিল্ডার হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মার্করামের এক ম্যাচে ৯টি ক্যাচ লুফে নেওয়ার সাম্প্রতিক রেকর্ড বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আধুনিক ক্রিকেট এখন কতটা ক্ষিপ্রতার দাবি রাখে। পরিসংখ্যানের এই অদ্ভুত টানাপোড়েনের মাঝে ফিরে আসছে উইজডেন ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ারদের সেই দীর্ঘ তালিকাও, যেখানে দেখা যায় ১৮৮৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৬৩৫ জন এই সম্মানে ভূষিত হলেও তাঁদের মধ্যে ৭০ জন হতভাগ্য ক্রিকেটার রয়েছেন যাঁরা কোনোদিন দেশের হয়ে টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি। এই তালিকায় সাম্প্রতিক সংযোজন ড্যান ওয়ারাল। মাঠের রেকর্ড তো শুধু বোলিং বা ব্যক্তিগত অর্জনে সীমাবদ্ধ থাকে না, নর্থহ্যাম্পটনশায়ার গত সপ্তাহে কেন্টের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে যে ব্যাটিং তাণ্ডব চালিয়েছে তাও রীতিমতো অবিশ্বাস্য। মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে ৬৮৪ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করার পথে প্রথম চার ব্যাটারেরই শতরান এবং টানা তিনটি দ্বিশতরানের পার্টনারশিপ গড়ার ঘটনাটি ক্রিকেট ইতিহাসের এক অনন্য মাইলফলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সব রেকর্ডই তো আর গৌরবের নয়,

আইপিএলের ওয়াইড বলের খেরোখাতা সেই কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। সম্প্রতি মুম্বই ও বেঙ্গালুরু ম্যাচে ২০টি ওয়াইড রান নিয়ে শোরগোল পড়লেও আইপিএলের ইতিহাসে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ ৩৩টি ওয়াইড রানের কলঙ্কিত রেকর্ডটি আজও অমলিন রয়েছে, যা ২০২২ সালে নবী মুম্বইতে পঞ্জাব কিংস ও আরসিবির দ্বৈরথে তৈরি হয়েছিল। আন্তর্জাতিক স্তরে এই সংখ্যাটি আরও ভয়াবহ, যেখানে লুক্সেমবার্গ বনাম রোমানিয়া ম্যাচে শুধুমাত্র ওয়াইড থেকেই এসেছিল ১০৫ রান। সব মিলিয়ে প্রফুল্ল হিঙ্গের অভিষেক ওভার থেকে পন্তের গ্লাভস-বন্দি ক্যাচ; রেকর্ড আর রূপকথার মিশেলে ক্রিকেট দুনিয়া এখন টগবগ করে ফুটছে।

জলে ডুবে মৃত্যু সাঁতারুর! ১০ ফুট গভীর থেকে উদ্ধার দেহ

সাংবাদিকতা দিয়ে কেরিয়ারের শুরু। সেখান থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে গড়ে তোলেন ফিটনেস ইনফ্লুয়েন্সর হিসাবে। সেই পথ ধরেই ক্রীড়াজগতে প্রবেশ। এরপর ট্রায়াথলনকে নিজের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন ব্রাজিলের মারা ফ্লাভিয়া আরাউহো।

তবে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ক্রীড়াজগতে। কীভাবে ঘটেছে মর্মান্তিক এই ঘটনা? আয়রনম্যান টেক্সাস প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে ওপেন-ওয়াটার সুইমিং পর্ব চলাকালীন হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যান ৩৮ বছরের এই অ্যাথলিট। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর জলের ১০ ফুট গভীর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করেন ডুবুরিরা। ঘটনাস্থলেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ট্রায়াথলন হল এমন একটি প্রতিযোগিতা, যেখানে কোনও প্রতিযোগীকে পর্যায়ক্রমে সাঁতার, সাইক্লিং এবং দৌড় এই তিন ধাপ সম্পন্ন করতে হয়। মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। যদিও প্রতিযোগিতার আগে তাঁর শরীরে ফ্লু জাতীয় উপসর্গ ছিল বলে জানা গিয়েছে। বিশ্বের অন্যতম কঠিন এই আয়রনম্যান প্রতিযোগিতা। ২.৪ মাইল সাঁতার, ১১২ মাইল সাইক্লিং এবং একটি পূর্ণ ম্যারাথন সম্পূর্ণ করতে হয় প্রতিযোগীদের। এর মধ্যে ওপেন-ওয়াটার সাঁতার পর্বটিকেই সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ধরা হয়। এই কঠিন পর্বেই নাম লিখিয়েছিলেন ব্রাজিলের ফ্লাভিয়া আরাউহো। লেক উডল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত ওপেন-ওয়াটার সাঁতারে তাঁর নাম ছিল। তবে পেশাদার মহিলা বিভাগের রেস শুরুর প্রায় এক ঘণ্টা পর, স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ আচমকাই নিখোঁজ হয়ে পড়েন। জলের খারাপ দৃশ্যমানতার কারণে উদ্ধারকাজ বড় বাধার মুখে পড়ে। দু-তিন ঘণ্টা পর প্রায় ১০ ফুট গভীর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক অনুমান, জলে ডুবে যাওয়ার ফলেই মৃত্যু হয়েছে ফ্লাভিয়ার। যদিও ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে মন্টগোমেরি কাউন্টি শেরিফস অফিস ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে।

ক্রীড়া জগতের বাইরে ফ্লাভিয়ার আর এক পরিচয় ছিল একজন দক্ষ সাংবাদিক হিসাবে। প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় তিনি রেডিও এবং টেলিভিশন মাধ্যমে কাজ করেছেন। বিশেষ করে রেকর্ড টিভিতে দীর্ঘ ১৩ বছর যুক্ত ছিলেন তিনি। এছাড়াও ইন্টার্নশিপ করেছিলেন ইপিটিভি-তে। পরে পিআরবি ব্রাজিলিয়ান রিপাবলিক পার্টির কমিউনিকেশনস কোঅর্ডিনেটর হিসাবেও কাজ করেন।

ডোপিং ঝুঁকি ‘অত্যন্ত বেশি’, ভারতের অ্যাথলেটিক্সে কড়া সতর্কবার্তা

ভারতের অ্যাথলেটিক্সে ডোপিং সমস্যাকে ঘিরে বড় উদ্বেগ প্রকাশ করল আন্তর্জাতিক সংস্থা অ্যাথলেটিক্স ইন্টেগ্রিটি ইউনিট। তাদের মতে, দেশে ক্রীড়াবিদদের মধ্যে ডোপিংয়ের ঝুঁকি এখন ‘অত্যন্ত বেশি’। এই কারণেই ভারতের অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনকে নতুনভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে এবং বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। ফলে এখন থেকে বড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামার আগে ভারতের জাতীয় দলের অ্যাথলেটদের আরও কঠোর ডোপ পরীক্ষা দিতে হবে। এমন সময় এই সিদ্ধান্ত এল, যখন ভারত দুহাজার ছত্রিশ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক আয়োজনের জন্য জোরালো প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির কাছে সেই প্রস্তাবও ইতিমধ্যেই তুলে ধরা হয়েছে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।